করোনার এ সংকটেও প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা আছে আপনাদের পাশে। সবাই সুস্থ ও নিরাপদ থাকুন। সংক্রমণরোধে নিয়মকানুন মেনে চলুন।

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

3 March 2022, Thursday, 5th Year, Issue 259, 40 Pages

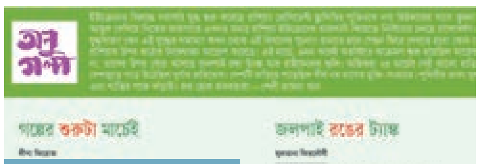

স্বাধীনতার মাস নিয়ে অনুগল্প পৃষ্ঠা: ৩৭

৩ মার্চ ২০২২, ১৮ ফাল্গুন ১৪২৮, ৩০ রজব ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৫, সংখ্যা ২৫৯, পৃষ্ঠা: ৪০

আমেরিকায় কর্মী সংকট মোকাবেলা জটিল হচ্ছে

বিশেষ প্রতিনিধি

- সিএনএনের প্রতিবেদনে বলেছে, ৩০ এর কোঠায় বয়স, এমন বিপুল সংখ্যক লোক তাদের অতীত অপরাধ সংশ্লিষ্টতার জন্য কাজ পাচ্ছে না।
- মহামারি শুরু হওয়ার পর আমেরিকার শ্রম বাজারে ১১ মিলিয়ন কর্মখালি হয়ে পড়ে।

অপরাধের সাথে জড়িয়ে যাওয়ার কারণে আমেরিকার লাখ লাখ কর্মক্ষম মানুষ কর্মস্রোতের মূল প্রবাহে ফিরে আসতে পারছে না। আমেরিকার চাকুরীদাতারা কাছে অপরাধ সংশ্লিষ্ট লোকজনকে চাকরি দেয়া হয় না। ছোটখাটো অপরাধে জড়িয়ে যাওয়ার পর ব্যাকগ্রাউন্ড তল্লাশির সময় লোকজনের অতীত ধরা পড়ে।

মৃদু অপরাধে দণ্ডিত হলেও নিয়োগদাতারা এসব কর্মীকে কাজ প্রদানে অনীহ থাকেন। ফলে আমেরিকায় কয়েক লাখ কর্মক্ষম লোকজন স্বাভাবিক কর্মপ্রবাহের বাইরে এখন।

বর্তমান শ্রম বাজারে তীব্র লোক সংকট বিরাজ করছে। ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বড় বড় কোম্পানিতে কর্মী সংকটের কারণে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। এমন তীব্র কর্মী সংকটের মধ্যেও লাখ লাখ কর্ম ইচ্ছুক আমেরিকান কর্ম ক্ষেত্রের বাইরে থাকায় নানা সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

সংবাদ মাধ্যম সিএনএন এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলেছে, ৩০ এর কোঠায় বয়স, এমন বিপুল সংখ্যক লোকজন তাদের অতীত অপরাধ সংশ্লিষ্টতার জন্য কাজ পাচ্ছে না।

র‍্যান্ড কর্পরেশন নামের একটি অলাভজনক সংস্থা এ নিয়ে গত সপ্তাহে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

প্রতিবাদ ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসন শুরুর পর থেকেই নিউইয়র্কসহ আমেরিকার সর্বত্র প্রতিবাদী মানুষকে সোচ্চার হতে দেখা গেছে। নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে প্রতিদিনই প্রতিবাদে শামিল হচ্ছেন ইউক্রেন থেকে আসা অভিবাসীরা। ১ মার্চ ছবিটি তুলেছেন প্রথম আলোর আলোকচিত্রি সৈয়দ মাসুদুল কবির।

মার্কিন সুপ্রিমকোর্ট

প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী বিচারপতি হিসেবে ক্যাটাঞ্জিকে মনোনয়ন

রহমান মাহবুব

ক্যাটাঞ্জি জ্যাকসন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে ক্যাটাঞ্জি ব্রাউন জ্যাকসনকে মনোনয়ন করেছেন। সিনেটে এ মনোনয়ন নিশ্চিত হলে ক্যাটাঞ্জি জ্যাকসনই হবেন মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী।

২৫ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বিচারপতি হিসেবে ক্যাটাঞ্জি জ্যাকসনের নাম ঘোষণা করে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, আমি বিশ্বাস করি যুক্তরাষ্ট্রের মহানুভবতা ও মেধার প্রতিফলন ঘটেছে সর্বোচ্চ আদালতে। বিচারক ক্যাটাঞ্জির প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, ন্যায় বিচার ও জনগণের জন্য আইনের সঠিক প্রয়োগ নিয়ে বিচারক ক্যাটাঞ্জি প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ২

‘ভাই আমার কথা বলতে বলতে চুপ হয়ে গেল...’

ইউক্রেনে নিহত বাংলাদেশি নাবিকের বাড়িতে আহাজারি

ঢাকা ডেস্ক

হাদিসুর রহমান

ইউক্রেনে বাংলাদেশি জাহাজে গোলার আঘাতে নিহত নাবিক হাদিসুর রহমানের বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ছেলে নিহত হওয়ার খবর পেয়ে ভেঙে পড়েছেন মা-বাবা। শোকে মুহ্যমান পরিবারের অন্য স্বজনেরা। হাদিসুরের মৃত্যুর খবরে এলাকার মানুষের মধ্যেও শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

আমাদের নেতারা নির্বোধ, পুতিন স্মার্ট: ট্রাম্প

বিশেষ প্রতিনিধি

ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার জন্য বাইডেনের দুর্বলতাকে দায়ী করেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত ইস্যুতে তিনি বলেছেন, সমস্যা এটা নয় যে পুতিন স্মার্ট, সমস্যা হলো মার্কিন নেতারা খুবই নির্বোধ।

২৬ ফেব্রুয়ারি শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক কনজারভেটিভ পলিটিক্যাল অ্যাকশন কনফারেন্সে এ কথা বলেন ট্রাম্প। ট্রাম্প তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় ইউক্রেন সংকট নিয়ে বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর তীব্র সমালোচনা করেন। একই সঙ্গে ট্রাম্প ২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট চুরির

ডোনাল্ড ট্রাম্প

মিথ্যা দাবির পুনরাবৃত্তি করেন। এই নির্বাচনে তিনি বাইডেনের কাছে হেরে ক্ষমতা থেকে বিদায় নেন।

ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলার জন্য বাইডেনের দুর্বলতাকে দায়ী করেন ট্রাম্প।

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

কমিউনিটি অপমানিত হওয়ার অভিযোগ

রওশন হক

বাংলাদেশি অধ্যুষিত নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় একটি সড়কের নামকরণ লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের অনৈক্যের সুযোগে পুরো কমিউনিটিকে অপমানিত করার অভিযোগ উঠেছে। কাউন্সিলম্যান জিম এফ জিনারো পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেছেন। অভিযোগ উঠেছে কাউন্সিম্যান অনুষ্ঠানটি ‘হাইজ্যাক’ করে নিজের মতো করে পরিচালনা করেছেন। উপেক্ষা করা হয়েছে কমিউনিটির গুরুত্বজনদের।

এসব অব্যবস্থাপনা, বিশৃঙ্খলাসহ সার্বিক বিষয়টি জিম জিনারোকে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

মানুষকে ভোটকেন্দ্রমুখী করাই বড় চ্যালেঞ্জ: নতুন সিইসি

যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

ঢাকা ডেস্ক

কাজী হাবিবুল আউয়াল

মানুষের মধ্যে যে ভোট বিমুখতা তৈরি হয়েছে, সেটি লক্ষ্য করেছেন সদ্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পাওয়া সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব কাজী হাবিবুল আউয়াল। এ জন্য মানুষকে ভোটকেন্দ্রমুখী করাকেই বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন তিনি।

ইসি গঠন করে ২৬ ফেব্রুয়ারি শনিবার বিকেলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে গেজেট প্রকাশের পর রাতে পরীবাগের বাসায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন হাবিবুল আউয়াল। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তিনি।

হাবিবুল আউয়াল বলেন, ‘এটা আমাদের একটা হেরিটেজ যে (নির্বাচনে) কিছুটা সহিংসতা হয়। কারণ সবাই তার প্রার্থীকে জয়ী করতে চায়। এটা করতে গিয়ে সমর্থকদের মধ্যে উল্লাসের কারণে হোক বা স্বতঃস্ফূর্ততার কারণেই হোক অনেক সময় সাংঘর্ষিক হয়ে যায়, সেই জিনিসটা আমরা চাইব না। সহিংসতা ও সাংঘর্ষিক অবস্থাটা যতটা কমিয়ে আনা যায়, যাতে মানুষ নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে যেতে পারে সেই দায়িত্বটা পালন করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন চেষ্টা করবে।’

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

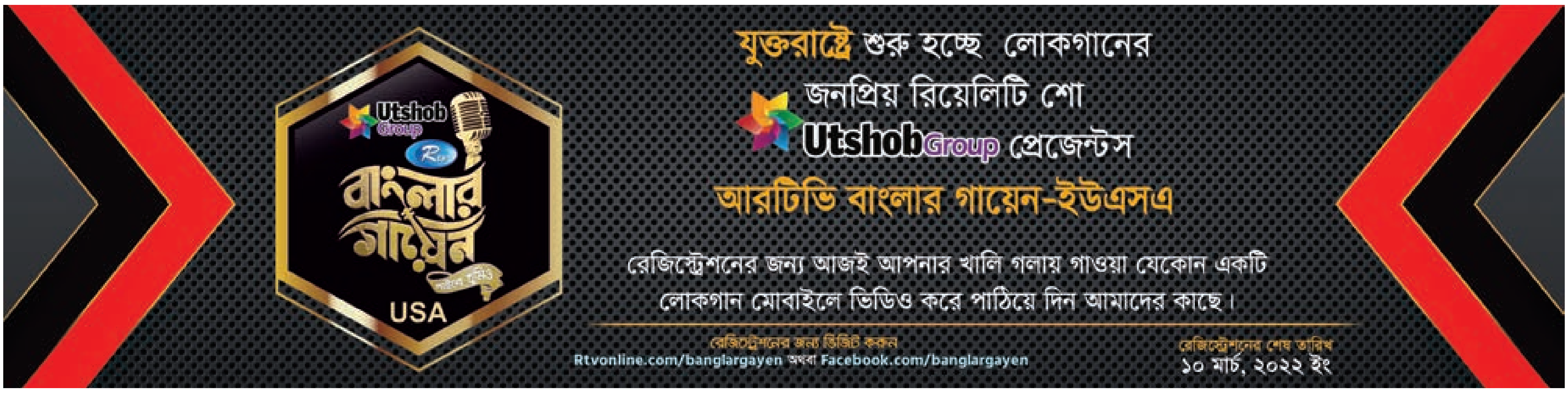

CHISHTI CPA PC

চিশতী একাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস

Trusted Accounting and Tax Services.

Over 13 years of Accounting and Taxation Experience.

আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ
- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ–এম্পলয়েড ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return
- Corporate Tax Return
- Small Businesses Tax Return
- Self-employed (Uber/Lyft/Cab drivers)

AUTHORIZED e-file PROVIDER · NOTARY PUBLIC · Direct Deposit

একাউন্টিং ও বুককিপিং
- Payroll
- W2s, 1099s
- Financial Statements
- Sales Tax Quarterly and year end filings

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com 73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

Mohammed K. Chishti, CPA, MBA

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।

আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999
TEL: 718-577-0711
TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

Ms. Farzana Choudhury

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
এইস্ ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজি

২০১৯ সাল বাঙালীদের জন্য দারুন সুখবর!

Where it's all about excellence in education
নিউইয়র্ক ষ্টেট শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত
Licensed by New York State Department of Education.
কাউন্সিল অব অকুপেশনাল এডুকেশন (সিওই) কর্তৃক এক্রেডিয়েশনপ্রাপ্ত

BECOME A
MEDICAL ASSISTANT
- EKG Technician & Phlebotomy Technician
- Medical Insurance, Billing & Records

Diagnostic Medical Sonographer

BECOME A
COMPUTER NETWORK ADMINISTRATOR
- PC Technician (A+ Cert.)
- Networking Concepts (N+ Cert.)
- Network Security (Security+ Cert.)
- Computer Networking (MCITP/MCTS)

Web & Graphic Design

সুবিধাজনক ক্লাশসূচি
প্রভাতী ক্লাশ
সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা
সন্ধ্যাকালীন ক্লাশ
বিকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা

সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও ক্লাশের সুযোগ রয়েছে।
আনুষাঙ্গিক সুবিধা সমূহ
Financial Aid available for select program to those who qualify.

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:
www.acecareer.edu | info@acecareer.edu

যোগাযোগ: MANHATTAN 212-695-9700, QUEENS 718-575-3223

40-38. 75th Street, Elmhurst, NY 11373

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent
এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Members: NSA NATP Member of AICPA naea

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

OFFICIAL NOTARY PUBLIC DULY COMMISSIONED

ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

VISA MasterCard DISCOVER
Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

Please subscribe to our YouTube Channel KARNAFULLY TAX to get the latest updates.

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

Utshob Group
Rtv
বাংলার গায়েন
গাইবে তুমিও
USA
যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হচ্ছে লোকগানের
জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো
UtshobGroup প্রেজেন্টস
আরটিভি বাংলার গায়েন-ইউএসএ
রেজিস্ট্রেশনের জন্য আজই আপনার খালি
গলায় গাওয়া যেকোন একটি লোকগান
মোবাইলে ভিডিও করে পাঠিয়ে দিন
আমাদের কাছে।
রেজিস্ট্রেশনের জন্য ভিজিট করুন
Rtvonline.com/banglargayen
অথবা
Facebook.com/rtvbanglagayen
রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ
১০ মার্চ, ২০২২ইং

সম্পাদকীয়

উবে যায় ভাষাপ্রীতি

ফেব্রুয়ারি আসলেই বাংলা ভাষা নিয়ে আমাদের উচ্ছ্বাস বাড়ে। ফেব্রুয়ারি চলে গেলেই ভাষাপ্রীতির যে উৎসব বয়ে যায়, তা স্তিমিত হতে সময় লাগে না। আরও এক বছরের জন্য আমরা ভাষা নিয়ে মাতামাতিকে রেখে দিই লুকিয়ে। যেকোনো জাতির জন্য ভাষা যে একটি খুব দরকারি বিষয়, সেটা সবাই জানে। কিন্তু নানা কারণে নিজের ভাষাকে ঠিকভাবে সম্মান জানানো হয় না। ভাষা দিবস নিয়ে আমরা গর্ব করি ঠিকই, কিন্তু এখনও যে উচ্চ আদালতে, উচ্চশিক্ষায় বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি, তা নিয়ে লেখালেখি করলেও আদতে কাজের কাজ কিছুই হয় না।

করপোরেট যুগে প্রবেশ করে আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি, ইংরেজি না জানা মানুষ কীভাবে ব্রাত্য হয়ে যায়। নিজ ভাষা নিয়ে গর্ব করার ব্যাপারটা যেন দিবসকেন্দ্রিক একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। নিজের ভাষার সঙ্গে অন্তত আরও একটি ভাষার ওপর দখল থাকা ভালো। যে জাতি নিজেকে সম্মান করে, সে জাতি আগে নিজের ভাষা রপ্ত করে, তারপর একটি ভিনদেশি ভাষা আয়ত্ত করে নেয়। এই প্রশ্নে আমরা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, সেটা প্রত্যেককে ভাবতে বলব।

ভাষার অবস্থা নিয়ে দুয়েকটি কথা বলা জরুরি বলে মনে করছি। যোগাযোগের প্রকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে ভাষার জন্ম হয়েছে শতসহস্র বছর আগে। বলা হয়ে থাকে, কোনো একসময় একটিমাত্র ভাষার প্রচলন ছিল। মানুষ যত ছড়িয়েছে নানা দিকে, ততই সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন ভাষা। বিজ্ঞানও বলতে পারে না, পৃথিবীতে আসলে এখন কতগুলো ভাষা রয়েছে। সাত হাজার ভাষার মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভাষা মরণাপন্ন, সে কথা আমরা শুনে আসছি কয়েক বছর ধরে। পৃথিবীতে মোট কতগুলো ভাষা আছে, সেটা জানতে না পারলেও সরকারি ভাষার সংখ্যা আমরা বলতে পারি নির্দ্বিধায়। রাষ্ট্রীয়ভাবে মোট ৯৫টি ভাষা পাওয়া যাচ্ছে, যা বিভিন্ন দেশের সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। মোট ৫৪টি দেশে ইংরেজি, ৩৫টি দেশে ফরাসি, ২৭টি দেশে আরবি ভাষার চল আছে। এমনকি একটি মৃত ভাষাও রয়েছে সরকারি ভাষা হিসেবে। ভ্যাটিকান রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা লাতিন।

এ সময় পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ কথা বলে ৪০টি ভাষায়; অর্থাৎ বাকি ভাষাগুলোর ব্যবহার দিনে দিনে কমতে থাকবে এবং একসময় তা হারিয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা বলেন, একশ বছর পর হয়ত জীবিত ভাষা থাকবে ১০ থেকে ১৫টি। যে ভাষাগুলোয় বেশি মানুষ কথা বলে, সেগুলোর টিকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এর মধ্যে ক্রমানুসারে বলা যায় ইংরেজি, চীনা, হিন্দি, স্প্যানিশ, আরবি, বাংলা, ফরাসি আর রুশ ভাষার কথা। বাংলার টেকার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু কীভাবে টিকবে, এই ভাষার শক্তিকে সমুন্নত করা হবে কিনা, সে প্রশ্নের উত্তরের ওপর নির্ভর করবে এদেশের ভাষার পরিস্থিতি।

অচেনা সম্পর্ক

সিনেমার গল্পের মতোই। কিন্তু ঘটেছে বাস্তবে। স্ত্রীকে খুন করে পালিয়ে ছদ্মবেশে কাটিয়ে দিয়েছেন ১৭টি বছর! তাও সাংবাদিকের বেশে, যে পেশাজীবীর ওপর সহজে ভরসা করে মানুষ। বলছি নারায়ণগঞ্জের আশরাফ হোসেন কামালের কথা। ২০০৫ সালে পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রী সানজিদাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন তিনি। পরে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে মরদেহ ঝুলিয়ে চালিয়ে দেন আত্মহত্যার গল্প। আত্মহত্যার প্ররোচনায় গ্রেপ্তার হলেও কিছুদিন পর জামিনে মুক্তি পেয়ে আত্মগোপনে চলে যান। এর মধ্যে ময়নাতদন্তে ধরা পড়ে সানজিদাকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। এদিকে আশরাফ ১৭ বছর ধরে সাংবাদিক পরিচয়ে সাভারের আশুলিয়ায় নিশ্চিন্তে দিনাতিপাত করছিলেন। করেছেন আরেকটি বিয়েও। শেষ পর্যন্ত র‍্যাব সাইবার নজরদারির মাধ্যমে অভিযুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করে। এ জন্য র‍্যাবকে সাধুবাদ জানাই।

স্বামী বা স্ত্রী খুনের এমন আরও অনেক খবর আমাদের চোখ এড়ায় না। শুধু গত বছরের কয়েকটি খবরের উদাহরণ দেয়া যাক—টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার কাজলা গ্রামের প্রতীক হাসান খুন হন স্ত্রী লিজা আক্তারের হাতে। টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে স্বামী আমিনুল ইসলাম খুন করেন স্ত্রী মিনারাকে। দেখা গেছে, পারিবারিক কলহের জের কিংবা পরকীয়া, অথবা যৌতুক—এ রকম নানা কারণে এই হত্যাকাণ্ডগুলো সংঘটিত হয়। অথচ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হওয়া উচিত খোলা বইয়ের মতো, সবচেয়ে কাছের আর সবচেয়ে ভালো বন্ধুর মতো। ছদ্মবেশের আড়ালে লুকিয়ে থাকলে এই সম্পর্ক যে কখনোই মধুময় হয় না, তারই প্রমাণ আশরাফ। যিনি স্ত্রীকে খুন করে দিব্যি আরেকটি বিয়ে করে নতুন জীবনযাপন করা শুরু করেছিলেন। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় স্ত্রী হত্যার দায়ে আশরাফকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আদালতকে যেন আর মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করতে না হয়, সে জন্য আমাদের প্রত্যেককেই নিজের ভেতর বাস করা পশুত্বকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে। জাগ্রত করতে হবে মনুষ্যত্ব। নইলে কারও ওপর কেউ ভরসা করতে পারবে না, বিশ্বাস করতে পারবে না। হারিয়ে যাবে ভালোবাসাও। তা সম্ভবত আমরা কেউই চাই না।

একাত্তরের সারমেয়

আবদুল্লাহ জাহিদ

কুমিল্লা শহরে তখন কারফিউ। গতরাতে পাকিস্তানি আর্মি শহরের ক্র্যাকডাউন করেছে। সারা রাত পুলিশ লাইনে গুলি চালিয়ে সেটা দখল করেছে। আমাদের বাসার কাছেই ছিল টেলিফোন একচেঞ্জ, আর্মি সেটারও দখল নিল। সেখানে কয়েকজন গো-বেচারা আনসার ডিউটি করত। তাদেরকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে ব্রাশফায়ার করে মারল। ব্রাশফায়ার শব্দটা অবশ্য আমরা পরে শিখেছিলাম। চারিদিকে মৃত্যু উপত্যকার নীরবতা। বাসার কাছেই সেই আনসারদের বিনা দোষে মেরে ফেলল — এই খবর শুনে আমরা খুবই মর্মাহত হলাম। মানুষ কেমন করে এটা করতে পারে তাই ভাবছিলাম। কিন্তু এরপর যে আরও কত মৃত্যু কত নিষ্ঠুরতা আমাদের দেখতে হয়েছে তা কল্পনারও বাইরে।

সকালে দেখলাম পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়ে গাড়ির ওপর মেশিনগান বসিয়ে কিছুক্ষণ পর পরই জলপাই রঙের জীপ টহল দিচ্ছে। আর মাঝে মাঝে আকাশে ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। কোথাও যেন কোনো মানুষ নেই। অথচ গতকাল পর্যন্ত কত মানুষ ছিল। মিছিল করেছে। চারিদিকে দল বেঁধে আলোচনা তর্ক-বিতর্ক চলেছে।

আব্বা মুখ অন্ধকার করে ট্রানজিস্টারের নব ঘুড়িয়ে চলেছেন। কোথাও কোনো খবর পান কিনা শুনতে চেষ্টা করছেন। হঠাৎ আব্বা আমাদের ডাক দিলেন, খুব লো ভলিউমে বাজাচ্ছেন, রেডিওতে বাজছে “স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আমি, মেজর জিয়াউর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।...”—উত্তেজনায় আমাদের গাঁয়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল। তাহলে বাঙালী ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কিছু একটা তো হবেই। আমরা বার বার এই ঘোষণা শুনতে লাগলাম। কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র শোনা যেত, তাই আমাদের শুনতে কোনো অসুবিধা হয়নি।

দুয়েক দিন আগে আমি মোড়ের দরজিকে দিয়ে স্বাধীন বাংলার একটা পতাকা বানিয়ে এনে বাসার সামনে উড়িয়ে দিয়ে ছিলাম। আব্বা সেটা নিয়ে অনেক টেনশন করতে লাগলেন। সন্ধ্যা হতেই বাইরে গিয়ে সেটা নামিয়ে আনলেন। বললেন—পতাকাটা পুড়িয়ে ফেল। আমি শুনে কাঁদতে লাগলাম। আম্মা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন এখন বইয়ে পিছনে লুকিয়ে রাখ। পরে আমরা মাটিতে পুঁতে রাখব। আম্মার পরিকল্পনাটা আমার খুব পছন্দ হলো। সন্ধ্যায় আমরা আলো নিভিয়ে, কোনো রকমে একটু খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে রইলাম। হঠাৎ আমাদের বাসার পিছনের গেইটে ঘট ঘট শব্দ শুনতে পেলাম। কেউ এসেছে মনে করে আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। আব্বা-আম্মা দুই জনেই জিজ্ঞাস করছেন, কে? কে? কিন্তু কোনো জবাব নাই। আম্মা সাহস করে গেটটা খুললেন—একটা বড় সাইজের কুকুর আম্মাকে দেখে কেও কেও শব্দ করছে। লেজ নাড়ছে আর হাঁটু ভেঙ্গে আম্মার পায়ের কাছে মুখ ঘষতে চাইছে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে একটু আশ্রয় চাইছে। কুকুরটা বেশ পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যবান। বড় সাইজের ‘সরাইল’ জাতের, দেখেই বোঝা যায় কোরো পোষা কুকুর। আব্বা বললেন ওটাকে ঢুকতে দাও। আমরা কুকুরটাকে খাবার দিলাম। বেচারা খুব ক্ষুধার্ত ছিল। সে আমাদের পিছনের বারান্দার সিঁড়িতে বসে থাকল। আমরা বাইরে গেলেই লেজ নাড়ে আর আমাদের সাথে গা ঘষতে চায়। আমাদের বাসাটা বেশ বড়। সামনের দিকে আব্বার অফিস আর পিছনের দিকে আমাদের বাসা। অফিস-কাম-রেসিডেন্স যাকে বলে। পিছনে অনেকখানি খোলা জায়গা। আব্বা সেখানে সবজি বাগান করেন। আর আমি এক বন্ধুর বাসা থেকে কিছু গোলাপ গাছ এনে লাগিয়ে ছিলাম। পরদিন খুব সকালে আব্বা আমার লাগান গোলাপ গাছটার কাছে একটা গর্ত করলেন আর পতাকাটাকে একটা বয়ামে ভরে রেখে দিলেন। কুকুরটিও আমাদের সাথে ব্যাপারটা দেখতে লাগল। যুদ্ধের নয় মাস আমরা প্রতিদিন জীবনের সাথে নানা রকম যুদ্ধ করে বেঁচে ছিলাম। সেই সব বিস্তারিত লিখলে উপন্যাস হয়ে যাবে। তবে আজ শুধু কুকুরটার কথাই বলি— তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ‘নিক্সন’, যিনি পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিলেন, অস্ত্র দিচ্ছিলেন, বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি প্রতিটি বাঙালির কাছেই ছিলেন ঘৃণিত এক ব্যক্তি। আমরা তাই প্রতিবাদে কুকুরটির নাম রাখলাম ‘নিক্সন’ আমারা ওকে এই নামে ডাকলেই ও ছুটে আসে। আব্বা বাইরে থেকে এলেই দুই পা আব্বার ঘারে উঠিয়ে মুখ জিহ্বা দিয়ে চাটতে চায়। আব্বা মুখ সরিয়ে নেন। কুকুরটা আমার পতাকাটা যেখানে পুঁতেছি সব সময় সেখানে বসে থাকে। যেন আমাদের গুপ্তধন পাহারা দেয়। আম্মা প্রতিদিন ওকে খাবার দেন। মাঝে মাঝে রুটি বানিয়েও খাওয়ান। আমরা বল ছুঁড়ে দিলে সে কামড় দিয়ে নিয়ে আসে। অল্প দিনেই কুকুরটা আমাদের ফ্যামিলির একজন সদস্য হয়ে গেল।

৮ ডিসেম্বর কুমিল্লা শহরে মুক্তিযোদ্ধা আর ভারতীয় বাহিনী সর্বাত্মক আক্রমণ চালাল। সারা রাত গোমতী নদীর ওপার থেকে মর্টার সেলিং আর মেশিনগানের গুলি আমাদের বাসার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগল। আমরা শেল উড়ে যাওয়ার সাঁই সাঁই শব্দে পাচ্ছিলাম। ভয়ে সবাই মাটিতে শুয়ে আছি। ঘর নাপাক হবে তাই আম্মা কখনও নিক্সনকে ঘরে ঢুকতে দেন না। আজ আম্মাই দরজা খুলে ওকে ঘরে ঢুকালেন। বেচারা নিক্সনও চারিদিকের প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দে কেমন জানি শান্ত হয়ে গিয়েছিল। আমরা সবাই মাটিতে শুয়ে আছি, নিক্সনও আমাদের পায়ে কাছে শুয়ে ছিল। সকালে আমরা শুনতে পেলাম, জয় বাংলা শ্লোগান দিয়ে মুক্তিবাহিনী শহরে ঢুকছে। আমাদের খুশি আর ধরে না। আমাদের পড়ার সেলিম ভাই, দুলাল ভাই এরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। আমাদের দেখিয়ে তারা স্টেনগান থেকে আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়তে লাগলেন। আমরা যেন হাওয়ায় ভাসতে লাগলাম। আমি ঐ দিনই মাটি খুড়ে পতাকাটা উঠিয়ে আকাশে উড়লাম। আহা কি আনন্দ। ঢাকা তখনও মুক্ত হয় নাই। ৯ তারিখ সকাল থেকে আর্মিরা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে নিজেদের লগ-ডাউন করে রাখল। প্রতিদিনই ভারতীয় বিমান থেকে ক্যান্টনমেন্টে বোমা ফেলা হতে লাগলো, আমরা ছাদ থেকে তা দেখতাম। ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করল। কয়েক সপ্তাহে পর হঠৎ আব্বা একদিন মুখ গম্ভীর করে বাসায় এসে বললেন এক ভদ্রলোক টেলিফোন করে কুকুরটার কথা জিজ্ঞাস করেছেন। বলেছেন—২৫শে মার্চের রাতে উনি সপরিবারে নিজের গাড়িতে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলেন। সাথে কুকুরটাও ছিল। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে উনি আর চট্টগ্রাম যেতে পারেননি। কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা একটা গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে অনেক কষ্টে ঢাকা ফিরে যান। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি প্রিয়

কুকুরটাকে খুঁজতে কুমিল্লায় এসেছেন। বিভিন্ন জনকে জিজ্ঞাস করে জেনেছেন তার কুকুরটা এখানে আছে। তিনি কুকুরটাকে ফিরিয়ে নিতে চান। পরদিন সেই ভদ্রলোক এলেন। কুকুরটা তার মালিককে ঠিকই চিনে ছিল। কুকুরটার নাম আসলে ছিল ‘ম্যাক্স’। সে এক দৌড়ে মালিকের কাছে যাচ্ছিল আর এক দৌড়ে আমাদের কাছে আসছিল। যেন ঠিক বুঝতে পারছে না কি করবে। আমরা কুকুরটাকে রেখে দিতে চাইলাম। কিন্তু ভদ্রলোক রাজী হলেন না। গাড়ি করে কুকুরটাকে যখন নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আমাদের বাসায় বিষাদ নেমে এসেছিল। একজন প্রিয় পরিবারে সদস্য চলে গেলে যেমন লাগে আমাদেরও তেমন লাগছিল। নিক্সন গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করে আমাদের দেখছিল। সেও হয়ত বলতে চেয়েছিল আমাদের ভুলবে না। নিক্সনের সেই কান্না মাখা মুখটা আজো আমি মনে রেখেছি, মুখটা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে।

ইউক্রেন কার

জয়তূর্য চৌধুরী

রাশিয়া ও ন্যাটো ব্লকের মধ্যে একটি বাফার রাষ্ট্র ইউক্রেন। একটা স্বাধীন দেশ হিসেবে ইউক্রেন কার সাথে থাকবে কার সাথে থাকবে না এই সিদ্ধান্ত নেয়ার একমাত্র অধিকার তাদের নিজেদের। ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগ দিবে কি দিবে না ইউক্রেনের জণগণই তা নির্ধারণ করবে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় কোনো দেশ বা পক্ষ নাক গলানোর কোনো অধিকার রাখে না, রাখা উচিতও নয়। সোভিয়েত আমলে ইউক্রেন সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বর্তমান ইউক্রেনে দুইটি রাজনৈতিক ধারা আছে। একটি ধারা ইউরোপের সাথে থাকতে চায়। তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে চায় পাশাপাশি ন্যাটোর সদস্যও হতে চায়। আরেকটি ধারা

রুশপন্থী। রাশিয়ার সাথে যুক্ত থাকতে চায়। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এর নির্বুদ্ধিতার মাশুল আজ পুরো ইউক্রেনকে গুনতে হচ্ছে এবং হবে। রাশিয়ার সাথে তিনি যে অসম লড়াইয়ে নেমেছেন তার সমাপ্তি খুব দ্রুত ঘটবে। আজকালকার মধ্যেই ইউক্রেন পরাজয় মানতে বাধ্য হবে এবং এই অসম লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে বলেই মনে করছি। রাশিয়ার ঘাড়ে ন্যাটো নিঃশ্বাস ফেলবে আর রাশিয়া বসে বসে আঙ্গুল চুষবে এই সামান্য বিষয়টি প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি উপলব্ধি করতে পারেননি! রাশিয়ার নাকের ডগায় থেকে ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগ দিবে আর রাশিয়া মেনে নিবে এই দুঃস্বপ্ন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট কীভাবে দেখলেন তা বোধগম্য নয়! জেলেনস্কির আশা ভরসার সব জায়গা ছিল আমেরিকা, ন্যাটো আর ইউরোপ। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বর্তমানে ইউক্রেন একা, ভীষণ একা। কেউই ইউক্রেনকে সাহায্য করতে আসেনি। বাইডেনের আমেরিকার অর্থনীতি বর্তমানে বেশ নড়বড়ে। তাছাড়া তার পররাষ্ট্র নীতিও অনেকটা ডিফেন্সিভ। প্রেসিডেন্ট বাইডেন তো বলেই দিয়েছেন, রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে জড়ানোর ইচ্ছে আমেরিকার আপাতত নাই। অবরোধ আরোপ করেই নাকি তিনি রাশিয়ার মেরুদণ্ড ভেঙে দিবেন!

এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জণগণের হাতে রাইফেল তুলে দিয়ে কী করবেন? তার হতাশা এবং লড়াইয়ে টিকে থাকতে না পারার বিষয়টা বেশ স্পষ্ট হয়ে গেছে। আত্মসমর্পণ ছাড়া তো ইউক্রেনের হাতে বাস্তবিক অর্থেই কিছু নাই। মাঝখান থেকে ঝড়ে যাবে হাজারো নিরপরাধ প্রাণ। ইউক্রেন ভূরাজনৈতিক কৌশলগত কারণে রাশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। বিশেষ করে পরাশক্তি রাশিয়াকে চাপে রাখতে আমেরিকা তাদের ন্যাটোর জন্য ইউক্রেনকে খুবই দরকার। ইউক্রেন ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত হতে পারলে ন্যাটো রাশিয়ার ঘাড়ে নিঃশ্বাস ছাড়বে। ন্যাটো সৈন্য রাশিয়ার কাছাকাছি চলে যাওয়া মানে রাশিয়ার ক্ষমতা খর্ব করে দেওয়া। আমেরিকা খবরদারি বেড়ে যাওয়া। রাশিয়ার নিরাপত্তা হুমকিতে পড়ে এমন কিছু হোক তা রাশিয়া নিশ্চয়ই চাইবে না। যেকোনো উপায়ে রাশিয়া চাইবে ইউক্রেন তাদেরই নিয়ন্ত্রণে থাকুক। এখানে হিসেব একেবারেই পরিষ্কার। অতীতে ইউক্রেন যখনই ইউরোপের সাথে যুক্ত হতে চেয়েছে তখনই রাশিয়া বাধা দিয়েছে। ২০১৪ সালে ইউক্রেনের তৎকালীন

> রাশিয়া যেভাবে একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ইউক্রেনকে আক্রমণ করেছে একটা সময় এই অন্যায় আগ্রাসন নর্মালাইজ হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ যেকোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র গায়ের জোরে যেকোনো স্বাধীন ভূখণ্ড দখলে নিয়ে নিতে চাইবে।

প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানকোভিচ বিষয়টা হাড়েমজ্জায় টের পেয়েছিলেন। তিনি ইইউ এর সাথে বাণিজ্য চুক্তি করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পুতিনের বাধায় পারেন নাই। পরবর্তীতে তাকে গণবিক্ষোভের মুখে ক্ষমতা ছেড়ে পালাতে হয়েছিল।

তার পতনের পরপরই কিন্তু পুতিনের রাশিয়া ইউক্রেনের ক্রিমিয়া উপদ্বীপ যা অতীতে প্রায় দুইশত বছর রাশিয়ার অধীনে ছিল তা আবার নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়।

ইউক্রেন রাশিয়ার সাথে অসম যুদ্ধে জড়িয়েছে যতটা না তাদের সামরিক সক্ষমতার জোরে তার চেয়ে বেশি জড়িয়েছে আমেরিকা, ন্যাটো আর ইউরোপের শক্তি ও আশ্বাসের ওপর ভর করে। বলা সহজ করা কঠিন। যে যতই আশ্বাস দিক কেউই রাশিয়ার সাথে লাগতে যাবে না এটা মোটামুটি ভিতরে ভিতরে সবাই উপলব্ধি করতে পেরেছে। কিন্তু উপলব্ধি করতে বেশ সময় নিয়ে ফেলেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। বাস্তবতা যখন বুঝতে পারলেন যে, কেউই ওনাকে সাহায্য করতে আসবে না তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

আগেই বলেছি যে, ইউক্রেন ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত হোক এটা রাশিয়া কোনোদিনই মেনে নেবে না। বরং ন্যাটোতে যুক্ত হওয়া বা না হওয়ার খড়গটা কিন্তু ইউক্রেনের ওপরই নেমে আসবে। কাজেই ইউক্রেনের উচিত ছিল মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। অর্থাৎ কোনো পক্ষেই ইউক্রেনের যোগদান না করা। না ন্যাটোতে না রাশিয়াতে কোনো দিকেই না।

এই যেমন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে, ‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়’। ইউক্রেন যেহেতু বৃহত্তর একটা রাষ্ট্রের নাকের ডগায় ছোট্ট দেশ সেহেতু তাদের ফরেন পলিসিও এমন কিছু হওয়া যা তাদের নিজেদেরকে নিরাপত্তা দিতে ভূমিকা রাখে। নিরপেক্ষ বিদেশ নীতি ইউক্রেনের জন্যই ভালো হবে। রাশিয়া যদি ইউক্রেন দখলে নেয় তাহলে বিশ্ব নতুনভাবে এক ভয়ংকর বার্তা পেয়ে যাবে। বড় দেশগুলোর কারণে পার্শ্ববর্তী ছোট দেশগুলো এমনিতেই ঘাড় নাড়াতে পারে না। তাছাড়া ছোটো দেশগুলো যদি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামরিক সক্ষমতায় দূর্বল হয় তাহলে সবল দেশগুলো ছুঁতো বের করে যখন তখন আক্রমণ করে বসতে পারে। এই যেমন হঠাৎ চীনের খায়েশ জাগলো তাইওয়ানকে তাদের দখলে নিবে। অথবা ভারত কখনও বাংলাদেশের কোনো ভূখণ্ড নিজেদের দাবি করে বসল। চীন নেপালকে আক্রমণ করে বসল। রাশিয়া যেভাবে একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ইউক্রেনকে আক্রমণ করেছে একটা সময় এই অন্যায় আগ্রাসন নর্মালাইজ হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ যেকোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র গায়ের জোরে যেকোনো স্বাধীন ভূখণ্ড দখলে নিয়ে নিতে চাইবে। শক্তিশালী দেশগুলোর আধিপত্যবাদের কারণে কি দুর্বল দেশগুলো তাদের মত প্রকাশ করতে পারবে না? তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নিতে পারবে না? উত্তর আমার জানা নাই। আমরা কবে একটা যৌক্তিক, মানবিক, ন্যায়পরায়ণ বিশ্ব গড়ে তুলতে পারব?

রাশিয়ার কারণে ইউক্রেন যে নিরাপদ নয় সেটা ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া উপদ্বীপ দখলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। রাশিয়া তাদের ১৯৯০ সালের হারানো অতীত ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হিসেবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করবে সেটা তো দিবালোকের মতোই পরিষ্কার ছিল। কাজেই রাশিয়া যে আক্রমণের ছুঁতো খুঁজবে সেটা সহজেই অনুমেয় ছিল। আর ইউক্রেনের ন্যাটোয় যোগদানের খায়েশ গোয়েন্দা কর্মকর্তা থেকে প্রেসিডেন্ট হওয়া ভ্লাদিমির পুতিনের আগুনে ঘি ঢেলেছে।

এখন সেই আগুনে দাউদাউ করে জ্বলছে ইউক্রেন। যুদ্ধ কখনও শান্তি বয়ে আনতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদের এই যুগে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো সুকৌশলে যুদ্ধ লাগিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য অস্ত্র, সামরিক সরঞ্জাম বিক্রির মাধ্যমে নিজেদের অর্থনীতিকে ফুলিয়ে তোলা। ইউক্রেনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে বলে আমি মনে করি। যত দ্রুত সম্ভব এই অসম লড়াইয়ের সমাপ্তি চাইব। ক্ষয়ক্ষতি যত কমিয়ে আনা যায় ততই মঙ্গল হবে। নির্যাতিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিতের কোনো ধর্মীয় পরিচয়, লিঙ্গিয়ো পরিচয়, ভৌগোলিক পরিচয় হয় না। অত্যাচারিতের পাশে দাঁড়াতে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে, প্রতিবাদ করতে আপনাকে শুধুমাত্র মানুষ হতে হবে, মানবিক মানুষ। ইউক্রেনের পাশে, ইউক্রেনের সাধারণ জণগণের পাশে দাঁড়াতে বিশ্ববাসী মানবিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

রাশিয়া ইউক্রেন সংকট: শুরু যেখানে

জাহীদ রেজা নূর

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। রুশ বাহিনী ঢুকে পড়েছে ইউক্রেনে। এটা এখন আর নতুন খবর নয়। যুদ্ধ কোনদিকে মোড় নেবে, তা নিয়েও চলবে বিচার-বিশ্লেষণ। কিন্তু কী করে রাশিয়া-ইউক্রেনের সম্পর্ক এই নাজুক পর্যায়ে পৌঁছাল, সে বিষয়ে একটু জেনে নেওয়া যাক। ছাড়া-ছাড়াভাবে তা বলা হয়েছে অনেকবার। কিন্তু একসঙ্গে পুরো ঘটনাটা দেখতে গেলে আমাদের যেতে হবে একেবারে ১৯৯২ সালে। এই পথটুকু পিছিয়ে না গেলে আজকের ২০২২ সালের সংকটটি বুঝতে পারা যাবে না। আমরা তো ইতিমধ্যে জেনে গেছি, ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক নিয়ে কথা বলতে গিয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ‘কিয়েভ রুস’-এর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। যখন এখনকার রাশিয়া ও ইউক্রেন দুটো দেশই ছিল কিয়েভ রুশের অংশ। বেলারুসকেও এর বাইরে রাখা যাবে না। তবে রুশ প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাষণে এ কথাও বলেছেন, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মানুষ সব সময় একরকম করে ভাবেনি। তাই তাদের চলার পথও সব সময় একদিকে হয়েছে এমনও নয়। ফলে তৈরি হয়েছে দুটো ভাষা, দুটো সংস্কৃতি। দুই জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি দুই ধরনের বটে, কিন্তু তারা একই পরিবারভুক্ত।

ইউক্রেন সংকট আমাদের জন্যও দুঃসংবাদ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর যখন রাশিয়া ও ইউক্রেন—এই দুই দেশের জন্ম হলো, তখন রাজনৈতিকভাবে দুই দেশের মধ্যে একটি পার্থক্য গড়ে উঠল। কিয়েভ এবার হাঁটতে চাইল পশ্চিম ইউরোপের দেখানো পথে। মস্কোকে এড়িয়ে কিয়েভের এই পথচলা ভালো লাগেনি মস্কোর।

বর্তমান যুদ্ধ আসলে বিগত ৩০ বছরের রাজনীতির সরাসরি ফল। তিনটি ধাপে এই সময়কে ভাগ করলে রাশিয়া-ইউক্রেন সংকট বোঝা সহজ হবে।

প্রথম ধাপ: ১৯৯২-২০০৩ ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে বেলারুসের এক খামারবাড়িতে রাশিয়া, ইউক্রেন ও বেলারুশের তিন প্রেসিডেন্ট এক বৈঠক করেন। প্রাসাদোপম সেই বাড়িতে ছিল বিলাসের সব আয়োজন। সেখানে বসেই এই তিন নেতা (রুশ প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট লিওনিদ ক্রাভচুক ও বেলারুশের প্রেসিডেন্ট স্তালিস্লাভ শুশকিয়েভিচ) সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার বিষয়ে কথা বলেন। মনে রাখতে হবে, তত দিনে বার্লিন দেওয়াল ভেঙে গেছে ঠিকই, কিন্তু টিকে আছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট তখনো মিখাইল সের্গিয়েভিচ গরবাচেভ। এই তিন প্রেসিডেন্ট নিজেদের মধ্যে একটি হালকা সম্পর্ক বজায় রেখে আলাদা হয়ে যাওয়ার চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর একটি কমনওয়েলথ তৈরি করা হলো আলমাআতা চুক্তির মাধ্যমে, যেখানে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ১১টি দেশ স্বাক্ষর করল। প্রি-বাল্টিকের তিনটি দেশ আগেই বের হয়ে গিয়েছিল। এই চুক্তিতে জর্জিয়া স্বাক্ষর করেনি। চুক্তি সাক্ষর হওয়ার পর গর্বাচেভ হয়ে গেলেন নিধিরাম সর্দার। তাঁর হাতে আর কোনো ক্ষমতা রইল না। ইউক্রেন তখন থেকেই পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে ছিল। ক্রেমলিন, অর্থাৎ রুশদের জন্য তা ছিল বিড়ম্বনার। মনে রাখতে হবে, সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরাধিকার হিসেবে ইউক্রেনে ১০ লাখ সোভিয়েত সেনা ছিল, ছিল পরমাণু অস্ত্রের একটি বড় অংশ। মিসাইলগুলো ইউক্রেন আর নিজের দখলে রাখেনি। তারা তা রাশিয়ার কাছে হস্তান্তর করে নিজেদের জন্য চেয়েছে নিরাপত্তার গ্যারান্টি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা।

কিন্তু এখানে বলতে হবে, পারমাণবিক অস্ত্র না রাখলেও পারমাণবিক স্থাপনাগুলো কিন্তু রয়ে গেছে। যে কারণে ইউক্রেন ন্যাটোভুক্ত হলে সেই স্থাপনাগুলোয় আবার পারমাণবিক অস্ত্র রাখা যাবে, সেই আশঙ্কা আছে। সেটা রাশিয়ার মাথাব্যাথার কারণ হতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর ইউক্রেন রুশ ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি খুবই নির্দয় হয়ে উঠেছিল। অকারণ জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে তারা ইউক্রেনের স্কুলগুলো থেকে রুশ ভাষা উঠিয়ে দিয়েছিল। এটা খুব ভালো কাজ হয়নি। ইউক্রেনে স্বাভাবিক কারণেই রুশ জাতির মানুষের সংখ্যা কম নয়। বিশেষ করে পূর্ব ইউক্রেনে। তাদের জন্য এ ছিল এক বড় ধরনের অপমান। সে কথা ইউক্রেনের সরকারগুলো কখনোই আমলে নেয়নি। ফলে পরবর্তীকালে ইউক্রেনের যে শহর বা অঞ্চলগুলোয় রুশ জাতির মানুষ বেশি, সেসব অঞ্চলে ইউক্রেন থেকে বিযুক্ত হওয়ার আন্দোলন সুদৃঢ় হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপ: সোভিয়েত-পরবর্তী সময়ের বন্ধুত্বে ছেদরেখা রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে প্রথম বড় ধরনের সংকট শুরু হয়েছিল ২০০৩ সালে। ভ্লাদিমির পুতিনই তখন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট। রাশিয়া তখন ইউক্রেনের তুজলা দ্বীপের কেরচেন প্রণালিতে একটা বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু করে।

ইউক্রেন অভিযোগ করে, এটা ইউক্রেনের সীমান্তের অভ্যন্তরের এলাকা। রুশ এলাকা নয়। দুই দেশের প্রেসিডেন্ট বৈঠক করার পর এই সংকটের নিরসন হয়। বাঁধ তৈরির কাজ বন্ধ করে রাশিয়া। কিন্তু দুই দেশের সম্পর্কে প্রথমবারের মতো বড় ধরনের চিড় ধরে।

বর্তমান সংকটকে বুঝতে হলে ২০০৮ সালে ঘটা একটি ঘটনার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সে বছর ন্যাটোর শীর্ষ বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ইউক্রেন ও জর্জিয়াকে ন্যাটোর সদস্যপদ দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। পুতিন এই পরিকল্পনার কড়া প্রতিবাদ করেছিলেন। মস্কো তখন বলেছিল, ইউক্রেনকে পূর্ণ স্বাধীন দেশ হিসেবে তারা স্বীকার করে না। এরপর ফ্রান্স ও জার্মানি জর্জ বুশের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। ইউক্রেন ও জর্জিয়াকে ন্যাটোর সদস্যপদ দেওয়া হবে—এ কথা বলা হয় ঠিকই, তবে সেটা কবে দেওয়া হবে, তা উল্লেখ করা হয় না। ন্যাটোতে যোগ দেওয়া হলো না বলে ইউক্রেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় করার প্রয়াস নিয়েছিল ২০১৩ সালে। রাশিয়া তখন ইউক্রেনের সীমান্তগুলো বন্ধ করে দেয়। রপ্তানির পথ বন্ধ হয়ে যায় ইউক্রেনের। ফলে ইউক্রেন ব্রাসেলস চুক্তি থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। রাশিয়ার চাপে পড়েই তারা চুক্তি সই করছে না, তা জানিয়ে দেয়। ২০১০ সালে ইয়ানুকোভিচ প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। তিনিই এই কাজ করেন। তাতে ইউক্রেনজুড়ে বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভের তোড়ে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইয়ানুকোভিচ রাশিয়ায় পালিয়ে যান। পশ্চিমা বিশ্বের মিডিয়া এ কথাই প্রচার করে। কিন্তু তারা একবারও বলে না, ইউক্রেনে ‘বিপ্লব’ আমদানি করার জন্য, তথা ইয়ানুকোভিচকে ক্ষমতা থেকে হটানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র কত টাকা খরচ করেছে। মার্কিনরাই এখন সে কথা বলছে। ইন্টারনেট ঘাটলে সে তথ্য হাজির হবে আপনার সামনে।

তৃতীয় ধাপ: ২০১৪-২০২১ এই সময়টিকে বলতে হবে ক্রিমিয়া ও দোনবাসের সময়। ২০১৪ সালে রাশিয়া ক্রিমিয়াকে নিজের অংশ করে নেয়। সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশেভ ১৯৫৪ সালে ক্রিমিয়াকে ইউক্রেনের অংশ করে দেন। তার আগে এটা ছিল রাশিয়ার অংশ। এ সময় রাশিয়া আবার ক্রিমিয়ার দখল নিয়ে নিল। একই সঙ্গে ইউক্রেনের অভ্যন্তরে দোনবাসে (দানিয়েৎস্ক অঞ্চলে) বিচ্ছিন্নতাবাদে মদদও দিয়েছে রাশিয়া। ফলে ‘লুগানস্ক প্রজাতন্ত্র’ ও ‘দানিয়েৎস্ক প্রজাতন্ত্র’ নামে দুটো প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা দেয় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। কিয়েভ তার প্রতিক্রিয়া দেখায় খুব ধীরলয়ে। প্রথমে দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তারপর ‘সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান’ নাম দিয়ে এসব এলাকায় সৈন্য পাঠিয়ে দেয়। তারা যথেষ্ট ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। ইউক্রেনের রুশ বংশোদ্ভূত নাগরিকেরা তাতে প্রচণ্ড আঘাত পায়। তারা নিজেদের অসহায়ত্ব বুঝতে পারে। ইউক্রেন সরকার যে নিজ দেশের রুশ বংশোদ্ভূত নাগরিকদের ব্যাপারে উদাসীন, সেটা অনুভব করে তারা। ২০১৫ সাল থেকে অবস্থানগত যুদ্ধ শুরু হয়। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যুদ্ধে নানা ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে। ইউক্রেন অভিযোগ করে, এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মধ্যে ছদ্মবেশী রুশ সেনা সদস্যরা রয়েছে। রাশিয়া তা অস্বীকার করে।

দেবালৎসেভা শহরের কাছে ইউক্রেনীয় বাহিনী পরাজিত হয়। তখন ফ্রান্স ও জার্মানির সহায়তায় ‘মিনস্ক-২’ নামে আরেকটি চুক্তি সম্পাদন করে রাশিয়া ও ইউক্রেন। একই বছরের ডিসেম্বরে, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রথমবারের মতো ইউক্রেন এবং অন্যান্য সোভিয়েত-পরবর্তী দেশগুলোকে জোটে গ্রহণ না করার এবং তাদের সামরিক সহায়তা না দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাটোকে একটি আল্টিমেটাম জারি করেন। জোট সে আলটিমেটাম প্রত্যাখ্যান করে। ন্যাটো জোট আরও পূর্বদিকে সম্প্রসারিত হয়েছিল। এটা রাশিয়ার পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন বৈকি। কিন্তু ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো তা আমলে নেয়নি।

অতঃপর ২০২২: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ দানিয়েৎস্ক প্রজাতন্ত্র ও লুগানস্ক প্রজাতন্ত্রকে এ বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি স্বীকৃতি দিয়েছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এই দুই প্রজাতন্ত্রই রাশিয়া-লাগোয়া এবং ইউক্রেনের অংশ। রুশ প্রেসিডেন্টের এ স্বীকৃতি ইতিমধ্যেই রুশ আইনসভায় অনুমোদন পেয়েছে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ভোর বেলায় রুশ নেতা জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে জানিয়েছেন, রুশ ফেডারেশন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাচ্ছে। এই হামলা শুধু লুগানস্ক ও দানিয়েৎস্কেই চালানো হচ্ছে না, রুশ সেনারা ইউক্রেনের বিভিন্ন শহরে বোমা হামলা শুরু করেছে। এই যুদ্ধ কোনদিকে যাবে, তা এখনই বলে দেওয়া যাবে না। রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা আসছে। কিন্তু রাশিয়া এরই মধ্যে নিজেদের রিজার্ভ নিয়ে গেছে শক্ত অবস্থানে। তবে যুদ্ধ যদি দীর্ঘমেয়াদি হয়, তাহলে রাশিয়া সংকটে পড়তে পারে।

অন্যদিকে ন্যাটো শুধু বৈঠক করে যাবে, নাকি ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো অস্ত্র হাতে ইউক্রেনের পক্ষে দাঁড়াবে, সেটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে যুদ্ধের কয়েকদিনের মধ্যেই। আপাতত তেমন কোনো ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে না। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি প্রথমে ন্যাটোর আচরণে আক্ষেপ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং এখন শান্তির কথা বলছেন। রাশিয়া এখনো থামেনি। তাই এখনো যতি চিহ্ন টানা যাচ্ছে না।

আর একটা কথা না বললেই নয়। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জনপ্রিয়তা কমছে, রাশিয়ায় পুতিনও চলছেন একনায়কত্বে বলীয়ান হয়ে, জনসমর্থনের ধার না ধেরে। তাঁরা দুজনই নতুন করে জনপ্রিয়তা বাড়াতে চান। তাঁদের এই জনপ্রিয়তা বাড়ানোর বলি হলো কিনা ইউক্রেন, সেটাও একটা প্রশ্ন বটে!

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বরাবর বলে আসছিলেন, ইউক্রেনে হামলার কোনো ইচ্ছে তাঁর নেই। কিন্তু এ কথায় মোটেও আস্থা রাখেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। রাশিয়ার অভিযান যে আসন্ন, সে বিষয়ে তিনি আগেই সতর্ক করেছেন।

রাশিয়ার আগ্রাসন এবং পশ্চিমীদের ফাঁদ

কাকন রেজা

ইউরোপ আর অ্যামেরিকা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে নাই দেখে এক শ্রেণির মানুষ নানা কথা বলছেন। এদের মধ্যে কথিত আতেল শ্রেণিও আছেন। তারা কি এখনো বুঝতে পারেন নাই, রাশিয়া ফাঁদে আটকা পড়েছে। ইউক্রেন মূলত রাশিয়া মানে সাবেক সোভিয়েতেরই অংশ। সোভিয়েতের কপালে কালো টিপ হলো ইউক্রেন। যারা চেরনোবিল ভুলেন নাই, তারা বুঝতে পারবেন। আর যারা থাপ্পড় খেয়ে গালে হাত বুলানোর পর সব ভুলে যান তাদের কথা আলাদা। তাদের জন্যই লেখা হয়েছে, ‘মেরেছো কলসীর কানা তাই বলে কী প্রেম দেব না’, এমন বাক্য।

ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধটা বাধিয়ে দেয়াই ছিলো ইউরোপ অ্যামেরিকার লক্ষ্য। ফ্যাসিস্ট পুতিন সেই ফাঁদে পা দিয়েছে। সুযোগে ইউরোপ বলছে রাশিয়ার সম্পদ জব্দ করবে। আর অ্যামেরিকার স্যাংশান তো আছেই। রাশিয়ার মূল ব্যবসা-বানিজ্য ইউরোপের সাথে। ইউরোপের দরোজা রাশিয়ার জন্য বন্ধ হয়ে গেলে, রাশিয়ার অর্থনীতির গণেশ মুহূর্তেই উল্টে যাবে। অবশ্য অ্যামেরিকার ক্ষেত্রে অনেকে বলেন, অ্যামেরিকার সাথে রাশিয়ার বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক লেনদেন তেমনটা নেই, তাই তেমন ক্ষতি হবে না। তাদের বলি, ভাই বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে ডলার, সেই বিষয়টাও বিবেচনায় রাখতে হবে।

ফ্যাসিস্ট শাসকরা সব সময় আমিত্বের মধ্যে ডুবে থাকে। যা অহংকারের চূড়ান্ত রূপ। এ অবস্থায় ভালোমন্দ তাদের কানে ঢোকে না, ব্যস্ত থাকে তারা ‘মুই কি হনুরে প্রদর্শনে’। পুতিনও এখন সেই অবস্থাতেই আছে। মাঝখানে ফেঁসে গেছে রাশিয়ান জনগণ। তাই তারা তারা সেন্ট পিটার্সবার্গে জমায়েতের মাধ্যমে যুদ্ধের বিরুদ্ধে অনাস্থা দিয়েছে। বলেছে, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ রাশিয়ার নয়, পুতিনের। ফ্যাসিস্টদের আমিত্ব বোধের পরাজয়টাই এই জায়গায়। যখন একজন শাসক বলেন, ‘আমি তোমাদেরকে অমুক দিলাম’, তখন তিনি রাষ্ট্র বিষয়ক ধারণাটাই অহংবোধে গুলিয়ে ফেলেন। রাষ্ট্র যে জনগণের মিলিত রূপ, আর সে জনগণের তিনি একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, সেটা ভুলে সে জায়গায় তিনি নিজেকে ঈশ্বরের বিকল্প ভাবতে শুরু করেন। যা পুতিন, কিমসহ অনেকের আচরণেই প্রকাশ্যে দৃশ্যমান।

যাকগে, যুদ্ধের কথায় আসি। রাশিয়ার অর্থনীতি এখনো পুরোপুরি দাঁড়াতে পারেনি। খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, একটা রুটির জন্য রাশিয়ানদের ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়াতে হতো। এমনকি বেঁচে থাকার জন্য শরীর বেচতে হতো মেয়েদের। সেই রাশিয়ার অর্থনীতি আরেকটা যুদ্ধের ধকল সইতে পারবে না কিনা তা বুঝতে রকেট বিজ্ঞানী হতে হয় না, সাধারণ কমনসেন্স থাকলেই চলে। অবশ্য আতেলদের সেন্স আবার ‘কমন’ হয় না।যেমন ফ্যাসিস্টদের সেন্স জুড়ে থাকে আমিত্ব, তেমনি আতেলরাও বুদ্ধিবৃত্তিতে ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠতে চায়। রাষ্ট্র ধারণার বিপরীতে আমি হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। ‘নিজে যা বলবো তাই ঠিক’, এমন ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

খারকিভের তিনটি স্কুলে রুশ হামলা।

পুঁজিবাদী বিশ্ব বাস্তবতার খুব কঠিন ধারা অনুসরণ করে। সেই ধারায় ইউক্রেন তাদের বাজির একটি ঘুঁটি। ইউক্রেনের জনগণও তাই। আর যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা তাদের বাজির একটা দান। যে বাজির চিন্তায় রয়েছে নিজ দেশ ও জনগণ। সুতরাং এক ইউক্রেনকে বলির পাঁঠা বানিয়ে যদি রাশিয়াকে দমানো যায়, তবে কেন তারা সুযোগটা ছাড়বে। তারা শুধু চেয়েছিলো, রাশিয়া ফাঁদে পা দিক। তাকে সারাবিশ্বে কোনঠাসা করা যাবে। সম্পদ জব্দ হবে। বাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ হবে। বিশ্ব রাজনীতিতে রাশিয়ার নাক গলানোটাও বন্ধ হবে এবং হবেও তাই। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

জানি, আতেলরা এর বিপরীতে নানা যুক্তি দিবেন। বলবেন, জ্বালানির কথা, তেলের কথা। বিশ্ব মানচিত্রের চোখ না বুলিয়েই, ঘাঁটি বানানোর যুক্তি দেবেন, গল্প ফাঁদবেন। এসব গল্প ও যুক্তি পাগলের সুখের মতন, যা মূলত মনে মনে। অর্থনীতি মজবুত থাকলে, ট্যাঁক ভর্তি থাকলে, বিকল্প বেরিয়ে যায়। কারো সর্বনাশ হলে, পৌষ মাসটাও অন্যজনের জন্য অপেক্ষা করে।

শেষ কথা, রাশিয়ার আগ্রাসনে যারা খুশি, তারাও আগ্রাসী শক্তি। আশ্চর্যজনক হলেও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীতাকারীদের অনেকেই এই আগ্রাসনের পক্ষে। তাদের সম্ভবত ‘যম যে বাড়ি চিনে গেলো’ সেই গল্পটা মনে নেই। তারা যেন খুঁজেপেতে গল্পটা পড়ে নেন। সাথে ঝালিয়ে নেন আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞাটাও। সাথে তাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, রাশিয়ার আগ্রাসনকে সমর্থন জানিয়েছেন মিয়ানমারের সামরিকজান্তাও। রতনে ঠিক রতন চেনে।

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Hard Money 9%
Low Income, No Problem
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

646-920-4799
Akib Hussain 32-65 31st Street, Astoria, NY11106
Direct Lender
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

ইউএস, বাংলাদেশ, ইণ্ডিয়াসহ ২ হাজারের বেশি চ্যানেল
১ মাস ফ্রি

72-26 Roosevelt Ave. 2nd Floor (Suite 201)
Jackson Heights NY 11372
718-565-9099

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ক্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

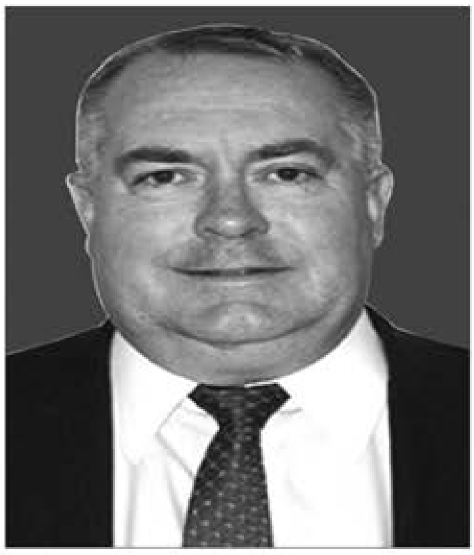

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন স্থানীয় সরকারমন্ত্রী তাজুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

স্থানীয় সরকারমন্ত্রীকে সংবর্ধনা

ডেস্ক রিপোর্ট

বৃহত্তর লাকসাম ফাউন্ডেশনের ইউএসএ’র উদ্যোগে লাকসামের কৃতী সন্তান বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম এমপির নিউইয়র্কে আগমন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা দিয়েছে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি সোমবার সন্ধ্যায় এই সার্বজনীন সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। উডসাইডস্থ গুলশান ট্যারেসে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বৃহত্তর লাকসাম ফাউন্ডেশনের সদস্য ছাড়াও প্রবাসের গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্থানীয় রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দ ও মিডিয়া কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মো. মশিউর রহমান মজুমদার। এবিএম হুমায়ুন কবিরের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলামকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন বৃহত্তর লাকসাম ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইন্কের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যগণ এবং এসময় লাকসাম জেলা বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে মন্ত্রীকে স্মারণলিপি প্রদান করা হয়। লাকসামের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করায় কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মন্ত্রীকে ফাউন্ডেশনের নেতৃবৃন্দ বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেছেন। প্রধান অতিথির হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন সভাপতি মো. মশিউর রহমান মজুমদার, আবুল কালাম ভূইয়া, আব্দুল জলিল তিতুমির, সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মজুমদার। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মো. তাজুল ইসলামের সাথে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইগ্লোবাল ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর ও চেয়ারম্যান আবু বকর হানিফ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী শেখ মোহাম্মদ মহসিন, মন্ত্রীর একান্ত সচিব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী ও মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব মো. জাহিদ হোসেন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আবুল কালাম ভূঁইয়া। বৃহত্তর লাকসাম ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি আব্দুল জলিল তিতুমির। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মো. লোকমান হোসেন রাজু। মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন সংগঠনের সভাপতি মো. মশিউর রহমান মজুমদার। তিনি মন্ত্রী তাজুল ইসলামকে এই স্বল্প সময়ে নিজেদের মাঝে পাওয়ায় সংগঠনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। সেই সাথে এ আয়োজনকে সফল করার জন্য সংগঠনের কার্যকরী পরিষদ, উপদেষ্টা পরিষদসহ সকলকে একত্রিত হয়ে অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতাসহ ধন্যবাদ জানান।

মন্ত্রী আয়োজক কমিটিসহ প্রবাসী লাকসামবাসীর প্রশংসা করে বলেন, আমি অভিভুত ও কৃতজ্ঞ এই সল্প সময়ে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য।

ভ্যাকসিন-মাস্কের বাধ্যবাধকতা থাকছে না নিউইয়র্কের স্কুলে

এইচ বি রিতা

দীর্ঘ দুই বছর পর নিউইয়র্কের স্কুলগুলোতে ফেস মাস্ক এবং বাধ্যতামূলক ভ্যাকসিন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন মেয়র এরিক অ্যাডামস। ২৭ ফেব্রুয়ারি রোববার তিনি এ ঘোষণা দেন। ফলে প্রাক-মহামারি জীবনে ফিরে আসার দিকে নিউইয়র্ক সিটির সবচেয়ে বড় একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে বলা হয়েছে। বিধিনিষেধ প্রত্যাহার ৭ মার্চ থেকে শুরু হবে।

নিউইয়র্ক সিটিতে মিউনিসিপ্যাল কর্মী এবং বেসরকারি নিয়োগকারীদের জন্য ভ্যাকসিনের আদেশ কার্যকর থাকবে। মাস্ক এবং ভ্যাকসিন কার্ড, নিউইয়র্কবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে দুটি অপরিহার্য জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে বিগত দুই বছর যাবত। পাঁচ বছর বা তার বেশি বয়সের যেকোনো ব্যক্তিকে পাবলিক স্পেস যেমন রেস্তোরাঁ, বার, জিম এবং মুদি দোকানে প্রবেশ করার জন্য ভ্যাকসিনেশন কার্ড দেখাতে হয়। মাস্ক পরিধান করতে হয়। সিটির স্কুলগুলোতে মাস্ক এবং ভ্যাকসিন বাধ্যতামূলক। এই নীতির কারণে শিক্ষাবিভাগের অনেক কর্মীই চাকরি থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।

মেয়র এরিক অ্যাডামস রোববার জানান, শহরজুড়ে স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থী এবং কর্মীদের জন্য ইনডোর মাস্কের বাধ্যবাধকতার অবসান টানতে ইচ্ছুক। মেয়র তাঁর বিবৃতিতে বলেন, ‘এই সপ্তাহের শেষে আমরা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করব এবং শুক্রবার এ নিয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়া হবে। যদি আমরা কোনো অপ্রত্যাশিত অবস্থা না দেখি এবং সংক্রমণের সংখ্যাগুলো নিম্নস্তরের ঝুঁকিতে থাকে, তবে নিউইয়র্ক সিটিপাবলিক স্কুলের শিশুদের জন্য ইনডোর মাস্ক ম্যান্ডেট সরিয়ে ফেলা হবে।’

প্রিমিয়াম মার্কেটে আগুন দেয়ার কথা স্বীকার মামুনুরের

উত্তর আমেরিকা অফিস

মামুনুর খান

নিউইয়র্কের ওজন পার্কের প্রিমিয়াম সুপার মার্কেটে আগুন লাগানোর দায় আদালতে স্বীকার করেছেন মামুনুর খান নামের বাংলাদেশি ব্যবসায়ী। দোষী সাব্যস্ত হলে তার ২০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে বলে জানিয়েছেন ফেডারেল প্রসিকিউটররা।

ওজন পার্কের কাছাকাছি অবস্থিত ‘দেশি বাজার’ নামের একটি দোকানের সহ-প্রতিষ্ঠাতা মামুনুর খান। গত ৩ ফেব্রুয়ারি প্রিমিয়াম সুপার মার্কেটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। সার্ভিলেন্স ক্যামেরায় দেখা গেছে, প্রিমিয়াম সুপার মাকের্টে ঢুকে একটি কার্ট নিয়ে একটি আইলের পেছনে গিয়ে মামুনুর কার্টে রাখা বস্তুতে লাইটার দিয়ে আগুন দিচ্ছেন। প্রসিকিউটররা জানিয়েছেন, আরেকটি ক্যামেরায় দেখা গেছে, আগুন লাগার পরপরই মামুনুর প্রিমিয়াম সুপার মার্কেটের পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে যাচ্ছেন।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী তদন্তকারীদের জানিয়েছেন, মামুনুর খান তার কাছে অভিযোগ করে বলেছেন, ‘প্রিমিয়াম সুপার মাকের্টের পণ্যের সস্তা দামের কারণে তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেশী বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।’

দেশী বাজার সুপার মাকের্টের মালিকানায় আরও আছেন আমেরিকা বাংলাদেশ বিজেনস এলায়েন্সের (এবিবিএ) কর্মকর্তা, হিলসাইড এভিনিউর মান্নান সুপার মার্কেট, উড সাইড ফুড ফেয়ার অ্যান্ড সুপার মার্কেটের কর্ণধার এজেএম বাবুল।

ব্রুকলিনের ফেডারেল কোর্টের ইউএস অ্যাটর্নি রিচার্ড পি ডোনোঘু বলেন, ‘অভিযোগ পত্রে দায়েরকৃত অভিযোগ অনুযায়ী, মামুনুর খান একটি সুপার মার্কেটে আগুন দিয়েছেন। দোকানটি তখন খোলা ছিল উল্লেখ করে অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, আগুন দেয়ার সময় কর্মচারী, ক্রেতা ও আগুন নেভাতে আসা দমকল কর্মীদের নিরাপত্তার বিষয়কে পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়। প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্পদ জ্বালিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা একটি গুরুতর ও সহিংস অপরাধ। আমরা ও আমাদের আইনি সহযোগীরা মিলে এ ধরনের অপরাধের সাজা নিশ্চিত করব।’

প্রসিকিউটররা জানিয়েছেন, ঘটনার পর দিন বাংলাদেশে চলে আসেন মামুনুর। তিন মাস পর নিউইয়র্কে ফিরলে তাকে গ্রেফতার করা হয়। মামুনুর খানের বিরুদ্ধে ‘সজ্ঞানে, ইচ্ছাকৃত ও বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবে’ আগুন দিয়ে একটি ভবন ও অন্যের ব্যক্তিগত সম্পদ ধ্বংস করার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে মামুনার তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তার দাবি, এগুলো ‘মিথ্যা অভিযোগ’।

প্রিমিয়াম সুপার মার্কেটের স্বত্বাধিকারী বাবু খান বলেন, ‘মামুনার খান আগুন লাগানো কথা সরকারের কাছে স্বীকার করেছে। সরকার আমাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে। ৫০ জন কর্মী কাজ করা অবস্থায় দোকান জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার দোকানে নাকি সবকিছু সস্তায় বিক্রি হয়, এ জন্য আমার দোকান জ্বালিয়ে দিয়েছে। তার সাথে আমার কোনো শত্রুতা নেই। দোকান জ্বালিয়ে দেয়ার পর ৪০ মানুষ ও তাদের পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের খবর কেউ নেয় নি।’

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

■ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
■ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
■ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

অভিজিৎ স্মরণে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় নাগরিক সমাজের ব্যানারে আয়োজিত অনুষ্ঠান। ছবি: সংগৃহীত

বিজ্ঞানমনস্ক লেখক ও ব্লগার অভিজিৎ রায়কে স্মরণ

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৭ ফেব্রুয়ারি রোববার অভিজিৎ স্মরণে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় উপস্থিত ছিলেন প্রবাসের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার প্রবাসীরা। প্রবাসী নাগরিক সমাজের ব্যানারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, অভিজিৎকে হত্যা করলেও তার দর্শনকে হত্যা করা যাবে না। তারা আরও বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের অর্জনকে ধ্বংস, অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে হত্যা, মুক্তবুদ্ধির চিন্তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্যই এসব হত্যাকাণ্ড করছে পরাজিত শক্তিরা।

তারা সরকারকে কঠোরভাবে এসব অপশক্তির মোকাবেলা করার আহ্বান জানান, যেন আর কোনো মুক্তচিন্তকের অপমৃত্যু না ঘটে। পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াও বিভিন্ন সেক্টরে অসাম্প্রদায়িকতা ফুটিয়ে তোলার জন্য উপযুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জোরালো দাবি জানান।

সমাবেশ থেকে বক্তারা অবিলম্বে অভিজিৎ হত্যার বিচার এবং দেশে সব ধরনের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি জানান। মিনহাজ সাম্মুর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন মিথুন আহম্মেদ, গোপাল স্যান্যাল, রূপসী বাংলা ও অনুস্বর সাংবাদিক শাহ্ জে. চৌধুরী, আব্দুল হামিদ, জাসদ নেতা নূর এ আলম জিকু ও ফটোসাংবাদিক রিংকু।

তিনবাংলা'র ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

অমর একুশে ও ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে 'তিনবাংলা'। নিউইয়র্কে ইউএসএ কমিটি আয়োজন করে কথা-কবিতা-গানের। সদ্যপ্রয়াত কিংবদন্তী কণ্ঠশিল্পী লতা-সন্ধ্য ও বাপী লাহিড়ীকে স্মরণ করা হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধক ছিলেন গ্লোবাল সভাপতি কবি সালেম সুলেরী। সভাপতিত্ব করেন তিনবাংলা ইউএসএ সভাপতি নার্গিস আহমেদ। সঞ্চালনায় সাধারণ সম্পাদক কবি-অনুবাদক রওশন হাসান। অনুষ্ঠানে তিনবাংলা সংগঠন ও পাঁচ সংগঠকের জন্মতিথি পালিত হয়। প্রেসিডিয়াম সদস্য আবু খালিকুজ্জামান, শরীফ মাহবুবুল আলম, আজিজুল হক।

এছাড়া'মিস ইন্টারন্যাশনাল' শামসুন এলিট, কবি রওশন হাসান। ২০০৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তিনবাংলার প্রতিষ্ঠাকাল। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে জন্মগ্রহণকারী পাঁচ সংস্কৃতিসেবীও পান জন্মতিথির শুভেচ্ছা। অনুষ্ঠান-সভাপতির নেতৃত্বে কেককাটা ও উত্তরীয় পরানো হয়। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আশীষ দেবরায়, রোজী আজাদ। দেশপ্রেমমূলক কবিতা আবৃত্তি করেন আখতার নাসিমা, আজিজুল হক। স্বরচিত কবিতা পাঠে শেলী জামান খান, ফিরদৌসী সুলতানা। নিহত ও প্রয়াতদের স্মরণে কবিতা আবৃত্তি করেন সালেম সুলেরী। কবি রওশন হাসানও কাব্যশ্রদ্ধা জানান। বাংলাদেশ থেকে ভাষার কবিতা শোনান সায়েজ বদরুল। উদ্বোধনীতে তিনবাংলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলেন কবি সালেম সুলেরী। ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তিতে তিনবাংলার জন্ম বলে জানান। কিংবদন্তী ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিন তাতে ছিলেন প্রধান অতিথি।

সম্মানিত অতিথি ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত পাঁচ কৃতবিদ্য। সর্বকবি আসাদ চৌধুরী, আল মুজাহিদী, নির্মলেন্দু গুণ, সুকুমার বড়ুয়া। এছাড়া বাংলা একাডেমির বর্তমান মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা। ভারতবাংলা থেকেও পাঁচজন কৃতী লেখক অংশ নেন। সর্বকবি শ্যামলকান্তি দাশ, অমৃত মাইতি, প্রয়াত অপূর্ব দত্ত। এছাড়া লেখক-সাংবাদিক রতনতনু ঘাটী, দীপ মুখোপাধ্যায়।

স্বাগত বক্তব্যে আবু খালিকুজ্জামান বলেন, 'তিনবাংলা' ধন্য। সারা পৃথিবীর বাংলা ভাষা-প্রেমিকদের এটি আধুনিক আশ্রয়স্থল।

প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতির অভিষেক

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি ইউএসএ'র নতুন কমিটির অভিষেক। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বুধবার রাতে কুইন্স প্যালেস আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ছিল বর্ণিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনাও।

উৎসবমুখর পরিবেশে নতুন কমিটির কর্মকর্তাদের শপথবাক্য পাঠ করান সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো. সাইফুল ইসলাম। এসময় নির্বাচন কমিশনার রাশেদ মান্নান ফয়সাল এবং গণেশ চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক ঠিকানার প্রধান সম্পাদক ফজলুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী ও স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক আহসান হাবিব, জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন অব এনওয়াইর (জেবিবিএ) সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, (জেবিবিএ)'র সহ-সভাপতিআলম নমি ও মোহাম্মদ আজাদ, পাবনা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি এটিএম কামাল পাশা, আয়োজক সংগঠনের বিদায়ী সভাপতি ইরশাদুল হক রোকনী, বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রউফ লেবু, সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আলামিন, সাইফুল বারী শফি, রুহুল আমিন সরকার, মহিউল ইসলাম মনি, হাসান বিন নোমান রাসেল উপস্থিত ছিলেন।

প্রবাসী সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতির অভিষেক অনুষ্ঠান। ছবি: সংগৃহীত

অভিষিক্তরা হলেন সভাপতি মোঃ কামরুজ্জামান (কামরুল), সি: সহ-সভাপতি আব্দুর রউফ লেবু, সহ-সভাপতি এস এম নাদীর উজ্জ্বল, এনাম এলাহী তরফদার (আরিফ) ও এহতেশামুল হক রোকনী, সাধারণ সম্পাদক আহম্মাদ শরীফ খান (মৌসুমী), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জহরুল ইসলাম (সুজন), সহ -সাধারণ সম্পাদক রুবেল হাসান মুন্সি, সাংগঠনিক সম্পদক জাকারিয়া সরকার, কোষাধ্যক্ষ রেজাউল বারী, সহ কোষাধ্যক্ষ হালিম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মাহমুদুল হাসান (মার্ক). সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা রেদওয়ানা বিনতে রাজ্জাক (সেতু), সহ-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোছাঃ জেসমিন মান্নান মিতা, ক্রীড়া সম্পাদক মোমিন মানিক, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক জহরুল ইসলাম টিপু, মহিলা সম্পাদক মাকসুদা বারী তুহিন, সহ-মহিলা সম্পাদিকা জান্নাতুল ফেরদৌস লিপি, সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাবিব, দপ্তর সম্পাদক শফিকুল ইসলাম খান (শফিক), কার্যকরী সদস্য খান হোসেন বিপু, হাসান বিন
নোমান (রাসেল), মহিউল ইসলাম (মনি), মাসুদ রানা, মোঃ ইসলাম (শফি), মোহাম্মদ কাসেম, অনু হামিদ, দেবব্রত সাহা (দেবু), সেলিম রেজা ও ফজলুল বারী।

ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিক্ষোভ

ডেস্ক রিপোর্ট

২৫ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার আমেরিকান বাংলাদেশী ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের উদ্যোগে নিউইয়র্কে অবস্থি বাংলাদেশ মিশনের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে বাংলাদেশে অমুসলিম ছাত্রীদের বাধ্যতামুলক হিজাব পরিধানের আদেশ, সংখ্যালঘু স্বীকৃতি ও ৬৪ জেলায় একজন করে জনপ্রতিনিধি আলাদাভাবে নির্বাচন করার দাবিতে এ বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

বিক্ষোভ চলাকালীন বিদ্যুৎ সরকারের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক মতুয়া মিশনের সুশীল সিংহা ও ইস্কনের ভবতোষ মিত্রসহ কনসাল জেনারেলের সাথে এক পূর্ব নির্ধারিত বৈঠকে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে যে ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, গণতান্ত্রিক সংবিধান অনুসারে তা পরিপন্থী উল্লেখ করে এর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানানো হয়।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামিকরণের যে নীলনকশা ও ষড়যন্ত্র, তা এখনই প্রতিহত করার জন্য এই অসাম্প্রদায়িক সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়। সাথে সাথে বিদ্যুৎ সরকার কনসাল জেনারেলকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা ও ৬৪ জেলাতে আলাদা নির্বাচন করার সুবিধাগুলো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে কর্মকর্তাদের কাছে তুলে ধরেন।

বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নে মহামায়া মন্দির থেকে প্রিয়তোষ দে, সমর রায়, পুজা সমিতি থেকে জগদীন্দ্র চৌধুরী শিবু, কল্যাণ দেব, পার্থ সারথী রায়, অংশু বালা, যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ থেকে রুপ কুমার ভৌমিক, ইসকনের ভবতোষ মিত্র, আন্তর্জাতিক মতুয়া মিশনের সুশীল সিংহা, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ইউনিটি কাউন্সিলের বিদ্যুৎ সরকার, বীনা পানি সংঘের সুবিন পুরকায়স্ত ও হিন্দু কোয়ালিশনের ডিরেক্টর ও হিন্দু রাইট এক্টিভিস্ট প্রকাশ গুপ্ত।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টিডি, এলিমনি।
Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন
TAX FILING 2021
WE DO ALL TYPES OF TAXES
CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

▪ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea NYSSEA

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

**Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine**

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Class

Experienced Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance

TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

ইনকামট্যাক্স **২০১৯** ইনকামট্যাক্স

আনজুমান ট্যাক্স সার্ভিসেস ইনক

37-21 72nd Street, Sute # 202
Jackson Heights, NY-11372

IRS Authorised E-File Provider

● ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক ও কর্পোরেশন রিটার্ন ● বুক কিপিং, একাউন্টিং, সেলস্ ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স ● কর্পোরেশন ফর্ম ও নতুন ব্যবসা সেটআপ ● স্বামী-স্ত্রী ও পরিবার পরিজনদের জন্য আবেদনসহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সার্ভিস ● ইংরেজী অনুবাদ ও নোটারী সার্ভিস ● ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস।

আমাদের অফিস সপ্তাহে সাত দিনই খোলা থাকে।

যোগাযোগ ► আবু হেলেন হোসেন

718-777-5477, Cell: 917-496-7966, Fax, 718-777-8020

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সূযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

‘শেকড়ের সন্ধানে’ আয়োজিত আলোচনা সভায় শিক্ষামন্ত্রী ডা: দীপু মনি। ছবি: সংগৃহীত

মুক্তধারা ফাউন্ডেশন রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা পালন করছে

নিউইয়র্কে দীপু মনি

বিশেষ প্রতিনিধি

বিশ্বজিত সাহা অসাধ্য সাধন করেছেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতির ছয় বছর পূর্বে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সামনে মহান একুশে পালনে বিশ্বজিত সাহার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে বলেন, মুক্তধারা ফাউন্ডেশন বিদেশে রাষ্ট্রদূতের ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

২৭ ফেব্রুয়ারি রোববার বিকেল চারটায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশে ‘শেকড়ের সন্ধানে’ আয়োজিত জাতিসংঘের সামনে একুশে উদযাপন সংক্রান্ত আলোচনা সভায় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে শেকড়ের সন্ধানের আয়োজনে ও শাহ্ গ্রুপ, নিউইয়র্কের সহযোগিতায় আয়োজিত ‘জাতিসংঘের সামনে একুশে উদযাপন’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, বিশ্বজিত সাহা অনেক কিছু করেছেন। তার মধ্য থেকে কয়েকটির কথা যদি বলি, প্রবাসে বাংলা ভাষার চর্চা ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি নীরবে কাজ করে সবাইকে সংযুক্ত করেছেন। মুক্তধারা নিউইয়র্ক, মুক্তধারা ফাউন্ডেশন ও বিশ্বজিত সাহা একে অপরের পরিপূরক।

ডা. দীপু মনি বলেন, একুশের আন্তর্জাতিকীকরণের স্বীকৃতিতে ২০২০ সালে বিশ্বজিত সাহার আবেদনে নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটে জেসিকা রামোসের মাধ্যমে উত্থাপিত একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে রেজুলেশন পাস করা হয়। কি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার মানুষগুলোকে তিনি এর সঙ্গে যুক্ত করে ফেলেছেন সেটা নিশ্চই খুব সহজ কাজ ছিল না। তিনি এই অসাধ্যকে সাধন করেছেন।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সামনে একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের উদ্যোক্তা বিশ্বজিত সাহা। তিনি তার প্রবন্ধে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন ও বাঙালি চেতনা মঞ্চের যুগপদ চলার ৩০ বছরকে অভিবাসী সমাজে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে ২০২০ সালে নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটে পাসকৃত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের রেজুলেশনটি ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে সংরক্ষণের জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। বিশেষ অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের কিউরেটর নজরুল ইসলাম খান, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মো. বেলায়েত হোসেন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও নিউইয়র্কের সাবেক কনসাল জেনারেল এম শামসুল হক।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আয়োজক শেকড়ের সন্ধানের সহ-সভাপতি আজম শেখ।

নিউইয়র্কে এবার পূর্ণ অংশগ্রহণে ম্যারাথন

রোকেয়া দীপা

নিউইয়র্ক সিটির ম্যারাথন এবার পুরোদমে অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজক প্রতিষ্ঠান নিউইয়র্ক রোড রানার্স ২৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছে। আসছে ৬ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় ম্যারাথনে মহামারির আগের মতো অনুমানিক ৫০ হাজার অংশগ্রহণকারী থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মেয়র আরিক অ্যাডামস বলেন, প্রতিবছর সারাবিশ্ব থেকে ম্যারাথনে যোগ দিতে লোকজন নিউইয়র্কে ছুটে আসেন। তিনি বলেন, এ ম্যারাথনই নিউইয়র্কের প্রত্যয় আর উদ্যমকে ধারণ করে।

করোনা মহামারির কারণে ২০২০ সালের নিউইয়র্ক ম্যারাথন একদমই বাতিল হয়ে যায়। ২০২১ সালের ম্যারাথন সীমিত অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বছরের ম্যারাথনে অর্ধেক লোকজনকে অংশগ্রহণে সুযোগ দেয়া হয়। এবার ম্যারাথনে অংশগ্রহণকারীদের পূর্ণমাত্রার ভ্যাকসিন নেয়া থাকতে হবে।

নিউইয়র্ক রোড রানার্স ম্যারাথনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে লটারি করবে। ৯ মার্চ থেকে আবেদন গ্রহণ করা শুরু হবে। ১২ মার্চ পর্যন্ত আবেদন জমা দেয়ার পর বাছাই শেষে মার্চের শেষদিকেই অংশগ্রহণকারীদের জানিয়ে দেয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের ২১শে ফেব্রুয়ারি উদযাপন

ডেস্ক রিপোর্ট

১৬টি জেলা নিয়ে গঠিত আমব্রেলা সংগঠন নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইন্‌ক আয়োজিত অমর একুশে ও আন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে। ২০ ফেব্রুয়ারি রোববার নিউইয়র্কের কুইন্সে অনুষ্ঠানের শুরুতে ভাষাশহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

একুশ উদযাপন কমিটি সদস্য সচিব মোস্তফা কামাল মিল্টনের সঞ্চালনায় মঞ্চে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা ডা. সারোয়ারুল হাসান, আসন গ্রহণ করেন আহ্বায়ক মো. রাকিবুজ্জামান খান, উপদেষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা সাবেক সভাপতি হাসানুজ্জামান হাসান, অধ্যাপিকা হুসনে আরা, জহুরুল ইসলাম, এইচ এম শহিদ, মনিরুল ইসলাম, কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন ও প্রধান সমন্বয়কারী মোজাফফর হোসেন। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের পরিচালনায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। প্রথমে ডা. চৌধুরী হাসান স্বাগত বক্তব্য রাখেন। রাকিবুজ্জামান খান উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন আই অব বাংলাদেশ টিভির রিমন ইসলাম, বাপস নিউজ এজেন্সির হাকিকুল ইসলাম খোকন, সাপ্তাহিক প্রবাস পত্রিকার সম্পাদক মো. সাইদ, উল্লাপাড়া সোসাইটির উপদেষ্টা মোনয়ারুল ইসলাম। মূলপবের উদ্বোধক ছিলেন আন্তজাতিক পানি বিশেষজ্ঞ ড. সুফিয়ান খন্দকার। বিশ্ব বাঙালী ও আন্তজাতিক মাতৃভাষা শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপিকা হুসনে আরা।

সাংস্কৃতিক পর্বে “সুর ও ছন্দে একুশ পরিচালনায় ছিলেন মোহর খান। গান পরিবেশন করেন চন্দ্রা রয়, ডা. নার্গিস রহমান, মামুন, সুলতানা, প্রিন্স হাবিব, মোহর খান ও তাসকিন।

অংশগ্রহণকারী সংগঠনের শুভেচ্ছা বক্তব্য পর্বের সঞ্চালনায় ছিলেন মোজাফফর হোসেন। নাটোর জেলা এসোসিয়েশনের শামিম আহম্মেদ, মোস্তাফা হামিদ হিরু, মিজানুর রহমান, ঠাকুরগাঁও ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের এমডি রেজাউল করিম, রুহুল আমিন, মোস্তাফা কামাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এসোসিয়েশনের মো. কাওসার আলী, মো. ফজলুর রহমান, গোলাম কিবরিয়া, উল্লাপাড়া সোসাইটির মো. শফিউল আলম, পঞ্চগড় জেলা কল্যাণ সমিতির দবিরুল ইসলাম এ পর্বে বক্তব্য রাখেন। রাত ১২টায় সংগঠনগুলো অস্থায়ী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

ফ্রি হোম কেয়ার সার্ভিস

যে সকল মা বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন এর মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার আছে, তাঁদের সেবা করে আপনি সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার করে উপার্জন করতে পারেন। এজন্যে পড়াশোনা বা কোন সার্টিফিকেট এর দরকার নাই।

যোগাযোগ করুন
নাসিমা: ৩৪৭-৮০১-৪০২৮

সাউথ ইষ্ট ইউএসএ গ্রুপ দিচ্ছে নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলের নিশ্চয়তা

আপনি অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার দ্বারা আপনার ট্যাক্স ফাইল করুন

অন্যথায় সামান্য ভুলের কারণে আপনি পেতে পারেন আইআরএস নোটিশ!

আমাদের রয়েছে অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার।
যারা নির্ভূল ট্যাক্স ফাইল করতে সম্পুর্ণ অভিজ্ঞ।

মনে রাখবেন এবারের ট্যাক্স ফাইল হবে খুবই জটিল

কারণ এসবিএ লোন, পিপি লোন, আনএমপ্লয়মেন্ট, স্টিমুলাস রিকভারি রিবেট, এবং চাইল্ড ক্রেডিট।

ক্রেডিট লাইন ভাল হলে সহজেই বাড়ি গাড়ি ফার্নিচার ইত্যাদি কিনতে পারবেন। জীবনযাপন মসৃন হবে।

আপনার ক্রেডিট সমস্যার সমাধান করতে চাইলে আজই যোগাযোগ করুন।

Confidential & safe

SOUTHEST USA GROUP, INC.

Debt Settlement and Credit Repair

74-09 37th Avenue, 2nd FL, Room# 206, Jackson heights, NY 11372

Phone: 718-639-6207 Cell: 917-566-1612

Email: usa.bd54@gmail.com

স্বাগতম
মাহে রমজান
পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে নবান্ন রেষ্টুরেন্ট এর
পক্ষ থেকে প্রবাসের সকল ভাই-বোনদের জানাই
রমজানুল মোবারক
সুলভে ঐতিহ্যবাহী ইফতারীর সুস্বাদু আয়োজন
নবান্ন পার্টি সেন্টার বুকিং ও যেকোন ক্যাটারিং এর জন্য যোগাযোগ করুন ৯১৭ ৫৮০ ৬৫৬৫
NABANNO
RESTAURANT & PARTY CENTER
Nabanno Restaurant & Party Center
37-22 73rd Street, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 718-734-6000, Cell: 917-580-6565 (Shimul)
www.nabannorestaurant.com

Shahjalal®
শাহজালাল
পরোটা
এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে
Shahjalal®
25
ORIGINAL
Paratha
LIGHT CRISPY LAYERED FLUFFY
-AUTHENTIC TASTE-
Home Made Style
Net Weight:
2000gm/70.5oz
FROZEN
KEEP FROZEN
PREMIUM FOODS USA INC.
50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377
Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439
www.premiumfoods.us

ডা. মো. আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডা. শামসি রহমান
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান
Ex-Attending Physician Ambulatory Care Elmhurst Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Diplomate of American Board of Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE
Attending Physician (Medicine Department)
QUEENS HOSPITAL CENTER
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-in Welcome
• প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
• অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
• ফ্লু, হজ্বসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
• জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
• ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
• যাদের হেলথ্ ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জ্যাকসন হাইটস অফিস - রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস - রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৩টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-875-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-875-3911

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!
আপনি কি TLC লাইসেন্স প্লেটের
মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন?
ক্যাব চালক ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি
২০২২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে টিএলসি'র সকল গাড়ীর ইন্স্যুরেন্স নবায়ন করতে হবে।
গ্রীন ক্যাব, ব্ল্যাক কার, লিভারী, ইয়েলো ট্যাক্সি চালকদের স্বাগত জানাচ্ছি।
আমরা অল্প ডাউন পেমেন্টে নিশ্চিতভাবে আপনার গাড়ীর ইন্স্যুরেন্স নবায়ন করে থাকি।
১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ব্রোকার চেঞ্জ করতে পারবেন।
N Y I
NY INSURANCE
BROKERAGE INC.
আপনার সেই স্বপ্ন পূরণে সহযোগিতা করবে।
TLC
TLC লাইসেন্স প্লেট বাজারে ছাড়ার আগেই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
আগে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে এগিয়ে থাকবেন সবার আগে।
যারা ভাড়ায় এবং চুক্তিতে TLC লাইসেন্স প্লেট ব্যবহার করছেন তাদের নিজ নামে প্লেট ট্রান্সফার করে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।
Shah Nawaz MBA
President & CEO
Call for More Information
718 476 2025
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
Corporate Office: 71-16 35th Ave, Jacksoh Heights, NY 11372
Tel: 347 425 3878, Fax : 718 476 2026, E-mail : Office@nyinsuranceb.com

SENIOR DISCOUNT AVAILABLE

PREMIUM SUPERMARKET

SPECIAL OFFER

$5 OFF WITH $99 PURCHASE

$10 OFF WITH $149 PURCHASE

$20 OFF WITH $299 PURCHASE

OFFER VALID TILL MARCH 31, 2022

168-07 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 | TEL : 718-526-1501
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, NY 11004 | TEL : 718-343-1848
1196 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, NY 11208 | TEL : 718-235-6805
2101 STARLING AVE, BRONX, NY 10462 | TEL : 718-863-0529
74-18 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 | TEL : 718-255-1365

100% GUARANTEE حلال HALAL HALAL

100% GUARANTEE حلال HALAL HALAL

প্রিমিয়াম সুপারমার্কেট

এর স্বত্বাধিকারীরা সকলেই মুসলমান।
নিজস্ব দায়িত্ববোধ থেকেই আমরা শুধুমাত্র
হালাল মাংস বিক্রয় করি এবং
আমাদের সকল মাংস সরবরাহকারীরা
হালাল ও জাবিহা হালাল সার্টিফাইড

PREMIUM SUPERMARKET

SELLS NOTHING BUT HALAL MEAT
AND ALL MEAT SUPPLIERS OF
PREMIUM SUPERMARKET ARE
HALAL AND ZABIHA HALAL CERTIFIED

PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

জ্যাকসন হাইটস- এ
অভিজ্ঞ ট্যাক্স ফাইলিং প্রতিষ্ঠান
TAX
সুরমা এজেন্সি INC.
$40 থেকে শুরু
ব্যাক্তিগত ও বিজনেস
ট্যাক্স ফাইলিং
ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট
লাইসেন্স
পেরোল
অলাভজনক ব্যবসা শুরু করা
ট্যাক্স সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা
এই আর এস ও নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স সমস্যার সমাধান
37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY-11372
+1 (631)805-1051

JBBA
Inauguration Ceremony
of Executive Committee 2022–24
Date : FRIDAY, MARCH 4,2022
Time: 7:00PM Venue: GULSHAN TERRACE
Jackson Heights Bangladeshi Business Association NYC (JBBA)

GLOBAL MULTI SERVICES INC.
Quick Refund
IRS Authorized Agent
Our Services
TAX (Federal & State)
IMMIGRATION
CORPORATION
BUSINESS SERVICES
CONSULTING
Tareq Hasan Khan
CEO
Open 7 Days
A Week
IRS e-file
37-18 74th Street, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-205-2360, Email: globalmsinc@yahoo.com

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেষ্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

SHOW TIME MUSIC
SHOWTIME MUSIC
PRESENTS
06 MARCH
SUNDAY @ 7PM
Leemon Choudhury
Live in Concert
With Zahida
NEW YORK
VENUE: QUEENS PALACE
37-11 57th St, Woodside, NY 11377
For More Information
646 546 6038
Media Partner
সময়
iB TV USA
আজকাল
TICKET
$20 & VIP
WITH DINNER

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে দ্বিতীয় বিজনেস সেমিনার

বছরে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার আয়ের নিশ্চয়তা

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে দ্বিতীয় বারের মত বিজনেস সেমিনার করেছে ‘লিংককিট একাডেমি’।যেখান থেকে নিজের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বছরে উপার্জন করা যাবে ১ লক্ষ ৫০ হাজর ডলারের অধিক অর্থ।

এছাড়া প্রত্যাহিক জীবনে নিজের ব্যয় সংকোচন করে নিজের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশেও সহায়তা করবে প্রতিষ্ঠানটি। ২১ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এতে উদ্যোক্তা মাহমুদুল আলম দিপু প্রতিষ্ঠানটির যাবতীয় বিষয় তুলে ধরেন। উদ্বোধনের পর দ্বিতীয় সেমিনার করেন ২ মার্চ জ্যাকসন হাইটসের কাবাব কিং রেস্টুরেন্ট পার্টি হলে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন লিংককিটের ব্যবসায়িক পার্টনার, সুধী সমাজ ও সাংবাদিক।

প্রতিষ্ঠানের সিইও মাহমুদুল আলম দিপু বলেন, বর্তমান যুগ তথ্য ও প্রযুক্তিতে অনেকাংশে এগিয়ে। আমি মনে করি আমাদের সকলকে সেভাবে গড়ে তুলা উচিত। আমি একটা সময় প্রচন্ড দরিদ্রতা সহ্য করেছি। তাই আমি বুঝি দারিদ্র কতটা মারাত্মক । মানুষ যাতে অর্থের অভাবে কষ্ট না করে সে চিন্তা থেকে আমার এই একাডেমি। তিনি বলেন, এই একাডেমিতে বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ যুক্ত হতে পারবেন। তার জন্য প্রয়োজন হবে কেবল একটি স্মার্টফোন।

আমরা প্রথমে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সকলকে এখানে যুক্ত করব। এরপর তার সক্ষমতা ও যোগ্যতা যাচাই-বাছাই করা হবে। আর এসকল কাজ হবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দ্বারা। পর্যবেক্ষণ শেষে যে যে কাজের জন্য উপযুক্ত তাকে সেই কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ট্রেনিং দেওয়া হবে। ট্রেনিং চলবে ২৬-৩৬ মাস পর্যন্ত। তারপর প্রত্যেকে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের দিকে অগ্রসর হবে। আর এভাবে উপার্জনের নতুন দিক উন্মোচিত হবে।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছেন। আর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে অনলাইনের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। আমি মনে করি এই একাডেমি বাংলাদেশিদের সেই পথে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, আমরা আয়ের পথ সৃষ্টি করার সাথে সাথে মানুষের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবো৷ বিশেষ করে পারিবারিক অর্থায়নের দিকে মরা বেশি নজর দিচ্ছি। কারণ মানুষ যত টাকা আয় করে তার সঠিক ব্যবহার করতে না জানার কারণে অর্থ সংকটে পড়ে। অনেকে আবার হাজার ডলার রোজগার করেও সঞ্চয় করতে পারে না। আমরা প্রত্যেকের ব্যয় সংকোচন ও সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের দক্ষতা পেতে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছি। যার মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হবে।

এইদিকে নতুন ধারার এই একাডেমির যাত্রা শুরুর থেকেই প্রশংসায় করেছেন নিউইয়র্ক প্রবাসী ও বাংলাদেশি নাগরিকরা। তারা বলেছেন, এই একাডেমি মানুষের জীবনধারা বদলে দিতে সাহায্য করবে। এখান থেকে সৃষ্টি হবে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান যা দেশ বিদেশের সকল মানুষের সংকটে সহায় হবে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চলনা করেন অন্যতম কর্মকর্তা লিটন মজুমদার।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে আগত সদ্য নিযুক্ত কোম্পানীর পার্টনার ও একাধিক সুধীজন বক্তব্য রাখেন।

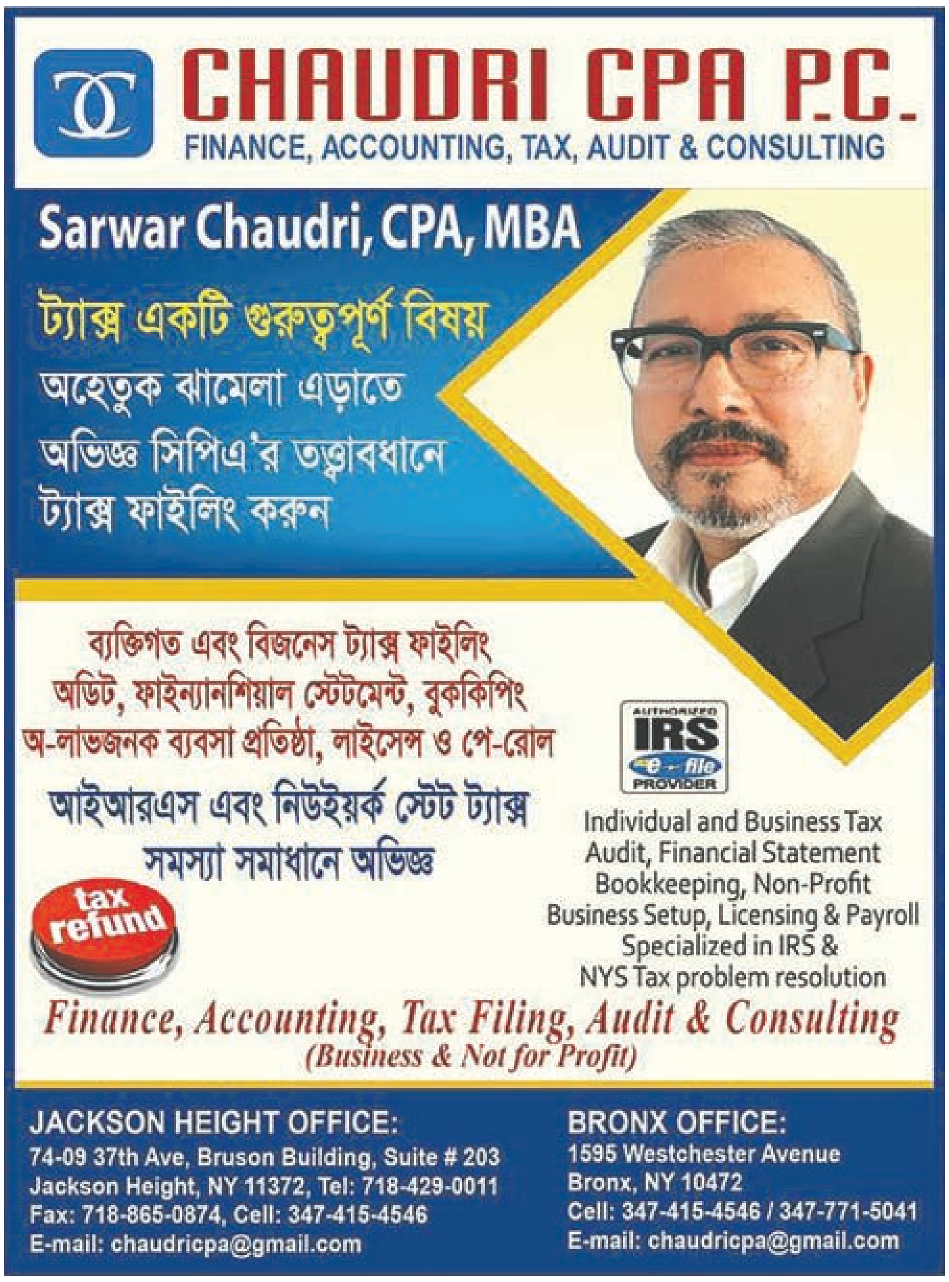

মাদ্রিদে হবিগঞ্জ জেলা এসোসিয়েশনে নবনির্বাচিত কমিটির পরিচিতি সভা

জিয়াউল হক জুমন, *স্পেন*

হবিগঞ্জ জেলা এসোসিয়েশনের নতুন কমিটির পরিচিতি সভা গত ২২ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের বাঙালি অধ্যুষিত লাভাপিয়েসের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। নবনির্বাচিত সভাপতি আব্বাস উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মিয়ার সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সায়েদ মিয়া।

নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করেন উপদেষ্টা ও কমিউনিটি নেতা সুহেল আহমেদ সামসু। এসময় বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুল মুন্তাকিম মুজাক্কির, সিনিয়র সহ-সভাপতি আলী হোসেন চৌধুরী, আব্দুল হামিদ, সাজ্জাদুল হক, রুবেল রানা, ইদ্রিস মিয়া, হামিদুর রাহমান, খিজির আহমেদ, জিলা মিয়া।

এসোসিয়েশনের নির্বাচিত কমিটির পরিচিতি সভা। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশকেই সবচেয়ে বেশি টিকা

শেষ পৃষ্ঠার পর

মানুষের কাছে টিকা পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ সরকার ও টিকা কার্যক্রমের দ্রুত সম্প্রসারণে সম্পৃক্ত সকল অংশীদারের কাজের প্রতিফলন ঘটেছে।'

জাতীয় করোনা টিকা কার্যক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ৯ হাজারেরও বেশি স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীকে যথাযথ টিকাদান ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ শীতলীকরণ মজুদ ও পরিবহন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শিক্ষার্থী ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে টিকাদানের লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি), যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্স, যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট এবং যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের মাধ্যমে করোনা সংক্রান্ত উন্নয়ন ও মানবিক সহায়তা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ১৩ কোটি ১০ লাখ ডলারেরও বেশি অনুদান প্রদান করেছে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও নাগরিক

শেষ পৃষ্ঠার পর

অধিকারবিষয়ক গবেষণায় যুক্ত সংস্থাটি ২৪ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার তাদের এবারের বৈশ্বিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে। ফ্রিডম হাউসের এবারের প্রতিবেদনে গত ১০ বছরে অবনতি হয়েছে এমন দেশের একটি তালিকা করেছে। ওই তালিকায় বাংলাদেশের নাম রয়েছে।

ফ্রিডম হাউসের প্রতিবেদনে 'মোটেও স্বাধীন নয়', 'আংশিক স্বাধীন' ও 'স্বাধীন' এই তিনটি শ্রেণিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের রাজনৈতিক অধিকার চর্চা ও নাগরিক স্বাধীনতা মানদণ্ড নির্ধারণ করে থাকে। যেসব দেশ ও অঞ্চলের স্কোর ১ থেকে ৩৪–এর মধ্যে, তাদের 'মোটেও স্বাধীন নয়', ৩৫ থেকে ৭১ হলে তাদের 'আংশিক স্বাধীন' এবং ৭২–এর বেশি হলে তাদের 'স্বাধীন' হিসেবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ২১০টি দেশ ও অঞ্চলের অবস্থান ফ্রিডম হাউসের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। এর মধ্যে ৮৪টি দেশ ও অঞ্চলে রাজনৈতিক অধিকার চর্চা ও নাগরিক স্বাধীনতা রয়েছে। ৬০টি দেশ ও অঞ্চলে এই স্বাধীনতার অবস্থা 'আংশিক স্বাধীন' এবং ৬৬টি দেশ ও অঞ্চল 'মোটেও স্বাধীন নয়' বলা হয়েছে। ২০২১ সালে বাংলাদেশের মোট স্কোর দাঁড়িয়েছে ১০০–এর মধ্যে ৩৯। এর মধ্যে রাজনৈতিক অধিকারের ৪০ নম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ ১৫ এবং নাগরিক স্বাধীনতায় ৬০–এর মধ্যে ২৪ পেয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। ফ্রিডম হাউস বৈশ্বিক স্বাধীনতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতাকে বিবেচনায় নেয়। রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে রয়েছে নির্বাচনী ব্যবস্থা ও স্বচ্ছতা, রাজনৈতিক বহুত্ববাদ ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ, সরকারের কার্যকারিতা, নীতিনির্ধারণী ব্যবস্থা, ক্ষমতার ব্যবহার ও স্বচ্ছতা–সম্পর্কিত নানা বিষয়।অন্যদিকে নাগরিক স্বাধীনতার মধ্যে রয়েছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও বিশ্বাস, মানবাধিকার সংস্থাসহ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা, আইনের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, ব্যক্তিস্বাধীনতা।

তরুণ লেখকেরাও পাঠকের আগ্রহে

শেষ পৃষ্ঠার পর

জানান, 'নতুন লেখকদের বই নিয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছেন অনেকেই। অনেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রিভিউ পড়ে এসে বই খোঁজ করছেন।' প্রচারণার বিষয়ে জানতে চাইলে মাহাদী বলেন, 'বইয়ের পাঠক-লেখকেরা বই উপহার পেলে খুশি হন। আমার এক বন্ধু আমার লেখা বইটি কিনে তাঁর বন্ধুকে উপহার দিয়েছে। এরপর সেই বন্ধু তাঁর ফেসবুক ওয়ালে পোস্ট করেছে। এতে আরও কয়েকজন মেলায় এসে বই ক্রয় করেছেন। এভাবেই আমাদের ক্রেতা বাড়ছে।'

গল্প-উপন্যাস, কবিতার পাশাপাশি ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়েও নতুন লেখকদের বই আসছে মেলায়। আল-হামরা থেকে প্রকাশিত হয়েছে সালাহউদ্দীন সুমনের 'ভাগীরথী থেকে বুড়িগঙ্গা' বইটি। আল-হামরার প্রকাশক খান মোহাম্মদ মুরসালিন বলেন, 'প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হচ্ছে সকল বইয়ের প্রচারণা করা। আমরা ক্যাটালগের পাশাপাশি তরুণদের বই নিয়ে লিফলেট বিতরণ করেছি, বিভিন্ন জেলার লাইব্রেরিতেও পাঠিয়ে দিয়েছি।'

পাঠক তাসনুভা তামান্না বলেন, 'বইমেলায় নতুন লেখকদের বই আমাকে বেশি আকৃষ্ট করে। আমি সেগুলো খুঁজে খুঁজে ক্রয় করি। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে হুমায়ূন আহমেদের বইও আমি পড়ি।' তরুণ লেখকদের বই পাঠকপ্রিয়তা পাচ্ছে বলে জানালেন গল্পকার পারভেজ। তিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক তরুণ লেখালেখি করেন। তাঁদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে বই প্রকাশ করেন। তাঁদের সঙ্গে তরুণ প্রজন্মের ভালো একটা যোগসূত্র রয়েছে।

পারভেজ আরও বলেন, 'শুধু যে গল্প-কবিতা লিখছেন তরুণেরা, তা কিন্তু নয়। তরুণেরা গবেষণামূলক বই দিয়েও পাঠকদের আকৃষ্ট করছেন। তবে আমি বলব, তরুণদের লেখার মানোন্নয়ন করা দরকার। যত্ন নিয়ে কাজ করলে হয়তো ধীরে ধীরে অনেকেই এসব শিখে যাবেন। আমি বিশ্বাস করি, আজকের তরুণেরাই বাংলা সাহিত্যে একদিন বড় অবদান রাখবেন।'

লেখকদের অভিযোগ নিয়ে জানতে চাইলে আগামী প্রকাশনীর প্রকাশক ওসমান গণি বলেন, 'প্রচারণায় প্রকাশকেরা সহযোগিতা করেন না—এমন অভিযোগ সত্য নয়। আমাদের প্রকাশনীর ফেসবুক পেজ দেখলেই বুঝতে পারবেন। প্রতিদিন পোস্ট দিচ্ছি, মানুষকে জানাচ্ছি।' এদিকে গতকাল মঙ্গলবার মেলায় নতুন বই এসেছে ৬৯তটি।

বেইসমেন্ট ভাড়া হবে

জ্যামাইকার E,F এবং LIRR সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেড রুমের বেইসমেন্ট, ছোট ফ্যামেলী বা দুইজন ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ-718-690-6748.-cc-5239-1484-7956-7884. ex-08-24

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে সহজে জড়াবে না যুক্তরাষ্ট্র

শেষ পৃষ্ঠার পর

হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

যুগোস্লাভিয়া ভেঙে যাওয়ার পর শুরু হওয়া যুদ্ধে ১৯৯৫ সালে হস্তক্ষেপ করেছিলেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। ২০১১ সালে লিবিয়ার গৃহযুদ্ধে একই কাজ করেছিলেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। তাঁর যুক্তি ছিল, তিনি মানবিক দিক বিবেচনা করে ও মানবাধিকার রক্ষার স্বার্থে এটি করেছেন।

১৯৯০ সালে ইরাক যখন কুয়েত দখল করে নিল, তখন সেখানে কুয়েতের হয়ে যুদ্ধ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ তখন 'নীতিবহির্ভূত মানুষের আইনের' বিরুদ্ধে আইনের শাসনের কথা বলে ওই যুদ্ধে আন্তর্জাতিক জোটের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তারাও শান্তি ও নিরাপত্তার আন্তর্জাতিক নীতিকে রাশিয়া হুমকিতে ফেলছে দাবি করে একই ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন। তবে রাশিয়ার এই হামলার প্রতিক্রিয়ায় তাঁরা সামরিক অভিযানের পরিবর্তে কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেশটির অর্থনীতি পঙ্গু করে দেয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন।

যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের না জড়ানোর আরেক কারণ, প্রেসিডেন্ট বাইডেন সামরিক হস্তক্ষেপের নীতিতে 'বিশ্বাসী নন'। তবে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের মধ্যে এ বিশ্বাস একদিনে তৈরি হয়নি। অনেক পথ পাড়ি দিয়ে তাঁর এ উপলব্ধি তৈরি হয়েছে। ১৯৯০–এর দশকে বলকান অঞ্চলে যে জাতিগত যুদ্ধ চলছিল, সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হস্তক্ষেপ তিনি সমর্থন করেছিলেন। ২০০৩ সালের ইরাক যুদ্ধেও তিনি সমর্থন দিয়েছিলেন। সেই যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি নিয়ে এসেছিল। এর পর থেকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে বেশ সাবধান হয়ে ওঠেন।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামা যখন লিবিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেন, তখন বাইডেন এর বিরোধিতা করেছিলেন। আফগানিস্তানের যুদ্ধে জেতার জন্য সেখানে বিপুলসংখ্যক মার্কিন সেনা পাঠানোর নীতির বিরুদ্ধেও ছিলেন তিনি। গত বছর আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর সেখানে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার পরও তিনি নিজের অবস্থানে অনড় ছিলেন।

বাইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ২০ বছর ধরে তাঁর সঙ্গে কাজ করছেন। মনে করা হয়, বাইডেন প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতি তাঁর হাতেই তৈরি। ব্লিঙ্কেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা বলতে সামরিক হস্তক্ষেপের চেয়ে জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলা, বিশ্বব্যাপী মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই করা ও চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতাকে বেশি গুরুত্ব দেন।

সাম্প্রতিক এক জরিপে (এপি-এনওআরসি পরিচালিত) বলা হচ্ছে, ৭২ শতাংশ মার্কিন মনে করেন, রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের এ যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা নেয়া উচিত নয় বা নিলেও সেটা খুব গৌণ হওয়া উচিত। মার্কিন জনগণ এখন নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে বেশি চিন্তিত। বিশেষ করে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি নিয়ে তাঁদের উদ্বেগ বেশি। আর মধ্যবর্তী নির্বাচন সামনে রেখে প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে এখন এটাই বেশি মাথায় রাখতে হচ্ছে। তবে ওয়াশিংটনে কংগ্রেসের দুই দিকের আইনপ্রণেতারাই এখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠোরতম নিষেধাজ্ঞার দাবি জানাচ্ছেন। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে কট্টরপন্থী বলে যাঁরা পরিচিত, যেমন রিপাবলিকান সিনেটর টেড ক্রুজ, তাঁরাও চান না, যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ করতে ইউক্রেনে সৈন্য পাঠাক বা 'পুতিনের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ুক'। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির আরেক কট্টর সমর্থক রিপাবলিকান সিনেটর মার্কো রুবিও একই অবস্থানে। তিনি বলেছেন, বিশ্বের দুটি পরমাণু শক্তিধর দেশের মধ্যে যুদ্ধ কারও জন্যই ভালো হবে না। এই সংকটে সবচেয়ে বড় উদ্বেগ হলো, প্রেসিডেন্ট পুতিনের পরমাণু অস্ত্রের মজুত। প্রেসিডেন্ট বাইডেন এ কথা এরই মধ্যে প্রকাশ্যে বলেছেন, ইউক্রেনে রুশ আর মার্কিন সেনারা সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে একটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করুন, সেটা তিনি চান না। চলতি মাসের শুরুতে এনবিসি টেলিভিশনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বাইডেন বলেছেন, 'এখানে তো আমরা কোনো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের মোকাবিলা করছি না। আমরা এখানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সেনাবাহিনীর একটিকে নিয়ে কথা বলছি। এটি খুবই জটিল এক পরিস্থিতি; যা যেকোনো সময় বিপজ্জনক মোড় নিতে পারে।'

ইউক্রেনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের এমন কোনো চুক্তিও নেই যে তাদের ঝুঁকি নিতে হবে। ন্যাটোর সামরিক চুক্তির আর্টিকেল ৫-এ বলা আছে, যেকোনো সদস্য দেশের ওপর আক্রমণ সব দেশের ওপর আক্রমণ বলে গণ্য হবে ও চুক্তির বলে প্রতিটি দেশ আক্রান্ত দেশকে রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবে। কিন্তু ইউক্রেন ন্যাটোর সদস্য নয়। তাই তাদের বেলায় সে রকম কোনো দায় নেই। তবে এখানে বিড়ম্বনা হলো, ইউক্রেনকে ঘিরে এই সংঘাতের মূলে রয়েছে প্রেসিডেন্ট পুতিনের একটা দাবি—ইউক্রেন যেন ন্যাটো সামরিক জোটে যোগ দিতে না পারে, সেই নিশ্চয়তা। ন্যাটো আবার সেই নিশ্চয়তা দিতে চাইছে না।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পররাষ্ট্রনীতি বিশেষজ্ঞ স্টিফেন ওয়াল্ট বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর এই সমঝোতা প্রত্যাখ্যানের বাস্তবে কোনো মানে হয় না। কারণ, তারা তো সামরিক শক্তি নিয়ে ইউক্রেনের পক্ষে দাঁড়াচ্ছেও না।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন অবশ্য ইউরোপে মার্কিন সেনাদল পাঠাচ্ছেন ও ন্যাটোভুক্ত বিভিন্ন দেশে মোতায়েন করছেন; বিশেষ করে ইউক্রেন ও রাশিয়ার সীমান্তবর্তী দেশগুলোতে। বাইডেন প্রশাসন বলছে, রাশিয়ার পূর্বপ্রান্ত থেকে ন্যাটো বাহিনীকে সরাতে প্রেসিডেন্ট পুতিনের আরও কী বড় পরিকল্পনা রয়েছে, তা নিয়ে সাবেক সোভিয়েতভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সৃষ্ট উদ্বেগ দূর করতেই এ ব্যবস্থা নিয়েছেন বাইডেন।

চলতি সপ্তাহে ইউক্রেনে রাশিয়ার অভিযান অবশ্যই সেই উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। রাশিয়ার কারণে এই যুদ্ধ আরও ছড়িয়ে পড়তে পারে—এমন আশঙ্কাও আছে। আর যদি সেটা হয়, তাহলে ন্যাটোর দেশগুলোকে রক্ষায় আর্টিকেল ৫ অনুযায়ী মার্কিন বাহিনীকে যুদ্ধে জড়াতেই হবে। বাইডেন বলেছেন, 'প্রেসিডেন্ট পুতিন যদি ন্যাটোভুক্ত কোনো দেশে হামলা চালান, তখন আমাদের সেখানে জড়াতেই হবে।'

ইসলাম ধর্মে মাতৃভাষার গুরুত্ব

শেষ পৃষ্ঠার পর

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়ের ভাষায় কথা বলতে গর্ববোধ করতেন। তিনি বলতেন: 'আরবদের মধ্যে আমার ভাষা সর্বাধিক সুফলিত। তোমাদের চাইতেও আমার ভাষা অধিকতর মার্জিত ও সুফলিত। (ইবনুল 'আরাবী, আল-মু'জাম, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৫৫, হাদীস নং-২৩৪৫) এর কারণ তিনি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, 'আরবের সবচেয়ে মার্জিত ভাষার অধিকারী সাদিয়া গোত্রে আমি মানুষ হয়েছি। তাদেরই কোলে আমার মুখ ফুটেছে। তাই আমি সর্বাধিক সুফলিত ভাষা ব্যক্ত করেছি।

কাজেই মাতৃভাষা নিয়ে গর্ব করা যায়। সকলেই মাতৃভাষা চর্চার, একে উন্নত করার অধিকার রয়েছে এবং এ লক্ষ্যে কাজ করা কর্তব্যও বটে।

অতএব মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। উভয়টি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণের অন্যতম উৎস। কেননা, মাতৃভাষা মানুষের পবিত্র এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। এ ভাষার মধ্যে মানুষ অংকুরিত হয়। এ ভাষার মধ্যে মানুষ সর্বদা প্রবাহিত থাকে। এ ভাষায় তাদের অস্তিত্ব স্বাক্ষরিত হয়।

ভাষা বিকৃতি করাও ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ, আহলে কিতাবগণ বিকৃত উচ্চারণ ও মুখ বাঁকিয়ে গ্রন্থ পাঠ করে ভাষাগত জটিলতা সৃষ্টি করত এবং তাদের অনুসারীদের ধোঁকা দিত। আল্লাহ্‌তা'আলা তাদের এ ভাষাগত বিকৃতি পছন্দ করেননি। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, 'আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর, তারা কিতাব থেকেই পাঠ করছে, অথচ তারা যা পাঠ করছে তা আদৌ কিতাব নয় এবং তারা বলে: এসব কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত অথচ এসব আয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ নয়। তারা বলে : এটি আল্লাহর কথা, অথচ আল্লাহর কথা নয়; আর তারা জেনে শুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে।' (আল-কুর'আন, সূরা আলে 'ইমরান, আয়াত:৭৮) অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'কোন কোন ইয়াহুদী তার লক্ষ্য থেকে কথার মোড় ঘুরিয়ে নেয় এবং বলে: আমরা শুনেছি কিন্তু অমান্য করছি। তারা আরো বলে: শোন না শোনার মত, মুখ বাঁকিয়ে দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বলে 'রায়িনা' (আমাদের রাখাল), অথচ যদি তারা বলত: আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি (এবং যদি বলত), শোন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, তবে সেই ছিল তাদের জন্য উত্তম, আর সেটাই ছিল যথার্থ ও সঠিক। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন তাদের কুফরীর ধরণ।

অতএব, তারা ঈমান আনছে না, কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক ঈমান এনেছে। (আল-কুর'আন, সূরা আন-নিসা, আয়াত :৪৬) অতএব উচ্চারণ বিকৃতি তথা ভাষা বিকৃতি ইসলামে নিষিদ্ধ।মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা ঘোষণা করেন, "দয়াময় আল্লাহ্, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনিই তাকে শিক্ষা দিয়েছেন 'বয়ান' বা ভাব প্রকাশের ক্ষমতা তথা প্রত্যেকের মাতৃভাষা।" (সূরা আর-রাহমান, আয়াত: ১-৪) এই পৃথিবীর বৈচিত্র্য আল্লাহর অসীম কুদরতের নিদর্শন। পৃথিবীর মানুষ, প্রকৃতি ও অন্যান্য সকল সৃষ্টির বৈচিত্র্যের ন্যায় মানুষের ভাষার বৈচিত্র্য অন্যতম নিদর্শন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: "তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা রুম, আয়াত: ২২) তাই পৃথিবীর সকল মানুষ যেমন আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি।

প্রত্যেক মানুষের কাছে তার মাতৃভূমি যেমন মর্যদার তেমনি তার নিকট মাতৃভাষার গুরত্ব অপরিসীম। তাই সকলেরই উচিৎ আল্লাহর নিয়ামত হিসাবে আমাদের মাতৃভাষাকে সমুন্নত রাখা। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে বিশ্বের সকল মানুষের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার তওফিক দান করুন। আমিন।

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার 107 এভিনিউ এবং ফাইনগ্রুপ স্টিটের কর্ণারে এক বেড, লিভিং রুম, বাথরুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ 646-683-2174

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

পাত্রী চাই

সু-প্রতিষ্ঠিত,পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, Green Care Holder, USA থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ৫''৭ ৩৩ বছর পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 732-595-2602। Email: kanalyst2020@gmail.com

ন্যানী আবশ্যক

জ্যামাইকার পারসনে বেবি সেটিং এর জন্য একজন মধ্য বয়স্ক মহিলা ন্যানী আবশ্যক। ভাল বেতন দেয়া হবে। অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগ ফাতিমা: 718-974-8892

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা এ্যাভিনিউতে E F J & LI R R ট্রেনের সন্নিকটে তিন বেড দুই বাথরুম বড় লিভিং রুম ও কিচেনসহ প্রাইভেট হাউসের একটি এ্যাপার্টমেন্ট সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ ৭১৮-৬৯০-৬৭৪৮

বাসা ভাড়া

হিলসাইডের ও পারসন্স বুলোবার্ডের F ট্রেনের এক ব্লকের মধ্যে দুই বেডরুম লিভিংসহ (হিলক্রষ্ট হাই স্কুলের সামনে) বেইসমেন্ট এবং দ্বিতীয় তলায় এক বেডরুম আলাদা কিচেন বাথরুমসহ অতি সত্তর ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ-৩৪৭-২৭৯-৫৪০০

বাসা ভাড়া

লং আইল্যান্ডের মিনিয়োলা এলাকায় বাস ও ট্রেন এর সন্নিকটে একবেডরুম বাসা (দ্বিতীয় তলা)। জানুয়ারি ২০২২ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-220-2037

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

York Holding Realty

Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

OFFICE SUITS FOR RENT

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্র ৭২ স্ট্রিট ও রুজভেল্ট এভিন্যুর কর্ণারে প্রফেশনাল অফিস সেন্টারে বিভিন্ন সাইজের পৃথক অফিস রুম ভাড়া দেয়া হবে।

Please Contact: **646-641-5348**
Email: DgDesignNYC@gmail.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর** ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

নিউইয়র্কে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় বিশ্বস্ত নাম **আসিফ চৌধুরী**

লাইসেন্সড রিয়েলেটর

(ডিজিট্যাল কার্ডের জন্য ৮৫৩৭৭ নাম্বারে টেক্সট করুন)

যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪১- ৫৩০৮ (সেল)
অফিস: ৭১৮- ২৬২- ০২০৫
ফ্যাক্স: ৭১৮-২৬২- ০২৫৪
ইমেইল: ashif.choudhury@gmail.com

EXIT REALTY PRIME
১৮৯-১০ হিলসাইড আভিন্যু,
সুইট: ই হলিস, এনওয়াই ১১৪২৩
www.EXITPrimeNY.com

PRIVATE TUTORING

GRADE 4 - 12

MATH & ELA | SHSAT | SAT
NY ST EXAM | NY ST REGENTS

→ EXPERT TUTOR :
+20 YEARS TEACHING EXPERIENCE IN PUBLIC & PRIVATE SCHOOLS IN Sty V , Bronx Sci, Trinity ...

FOR RATE AND MORE DETAIL PLEASE VISIT :

TanvirTutoring.com/privatelesson
833-826-8478

Apartment For Rent

1 Large studio basement apartment for rent, 3734 Paulding Avenue Bronx near 2/5 train. Please call for details-718-809-8979

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকা ১৬৪-৬১ ১০৯ এভিনিউ। ৩ বেডরুম,১বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন ২য় তলায়। ফোন: 646-255-0947

রুমমেট চাই

এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ের অতি নিকটে একজন অধুমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৬৯৬-৭৫২১

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ইস্ট নিউইয়র্ক ব্রুকলিন নতুন সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ 347-575-1913

Basement for rent

2 bedroom 1bathroom for rent in 155 street & Sutphin Blvd. Rent $1250. Including wifi & bills.Next to Titash Grocery. No negotiation please. Contact: 929-261-2110

রুমমেট চাই

Jamaica 148 Street 88 Aveতে মনোরম পরিবেশে এপার্টমেন্টে ২ জন অধুমপায়ী নামাজী ব্যাচেলর রুমমেট আবশ্যক। এখন সম্পূর্ণ খালি আছে। লোকেশন: তাজমহল রেস্টুরেন্ট/ কাওরান বাজার এর অপজিটে। এক ব্লকের মধ্যেই F Train. ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: 347-553-4830

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস আপনা বাজারের সামনে এ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ মা মেয়ে সাথের একজন ছাত্রী অথবা কর্মজীবি মহিলার কাছে একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: 347-237-3171

House for rent

1 Bedroom apartment in east Elmhurst 100th street & 25th Ave next to La-Guardia Airport. Phone: 9177457249

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলিজের ৯১ এভিনিউ এবং ২১৬ স্ট্রীটে ২ বেডরুম ও লিভিং একটি বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 917-868-9679

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণকারী বয়স ৩২ ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত লম্বা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রের বায়োডাটা ছবিসহ যোগাযোগ করুন। mhpatwa@gmail.com

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকট্রিক্যাল ডিপ্লোমা - কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk & DU, ডিভোর্স পাত্রের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। **যোগাযোগ- 13475538417**

পাত্রী চাই

পাত্র সিটিজেন ৫/৬ ইঞ্চি,ধার্মিক মধ্যবিত্ত পরিবারের ধার্মিক হিজাব পড়া সুন্দরী পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 929-422-8642

Groom wanted

US citizen,Bangladeshi Muslim girl,35 Optometrist, looking for someone residing in US, 35-38, good education/career. Tel:202-386-5401

Help wanted

Salon/SPA workers $900-$1200 weekly Ayodhay Salon 37-43 76th St, Jackson Heights. 718-433-9616. www.ayodhany.com

Help Wanted

Looking for employee's for an ice cream parlor located at Gaithersburg, MD. looking to hire: CSR, Manager, Ice cream maker and Young/energetic individuals with/without experience. In house training will be available for reliable employees. If anyone is interested contact the following numbers: +1-347-499-9427, +1-917-687-5248

অ্যাটিক ভাড়াঃ

ব্রংক্সের পার্ক চেষ্টার এলাকায় জেমেগা সাবওয়ে থেকে মাত্র ২ ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১ বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন স্পেসসহ ভাড়া দেওয়া হবে। ১ ব্লকের মধ্যে মসজিদ, বাংলাদেশী গ্রোসারি, স্কুল।
যোগাযোগ:
347-340-6474

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্রী চাই

কানাডিয়ান সিটিজেন, ৪৩ বৎসর বয়সী, ইলেকটিক্যাল ডিপলমা -কানাডা, MBA-লন্ডন, Uk& DU, ডিভোর্সি পাত্রের জন্য সমমনা পাত্রী চাই। যোগাযোগ-14373247008

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত আমেরিকার নাগরিক ৪৮+ বয়সী মুসলিম পাত্রের জন্য মার্জিত, ধার্মিক ৩০-৩৮ বয়সী আমেরিকায় বসবাসকারী পাত্রী চাই। পাত্রের শর্ট-ডিভোর্স আছে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৪৯৬-৬৮৭৯

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

গ্রোসারী বিক্রয়

সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় স্টারলিং এভিনিউ ব্রঙ্কস নিউইয়র্ক এর একটি গ্রোসারী স্টোর বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৭৮-২৩০০ (৩.০০-৫.০০)

ক্যাব ড্রাইভার আবশ্যক

ব্র্যান্ড নিউ হাইব্রিড RAV4 এর জন্য ইয়েলো ক্যাব ড্রাইভারের প্রয়োজন.আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য কামাল চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করুন(917)602-8876

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইসের প্রানকেন্দ্রে সেলভেল ফোনের দোকানে সেলস পার্সন ও টেকনিশিয়ান আবশ্যক। কাজ জানা এবং ইংরেজী জানাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ভাল বেতন আলোচনা সাপেক্ষে দেয়া হবে। 718-478-8100

অফিস ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে ফার্নিচার, ইন্টারনেট, বিদ্যুৎসহ একটি অফিস ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া: 700 যোগাযোগ: 646-645-9830

রেস্টুরেন্টে লোক আবশ্যক

উডসাইডের একটি বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টে কিচেন হেলপার, কাস্টমার সার্ভিস ও ক্লিনার পদে জরুরীভিত্তিতে লোক আবশ্যক। যোগাযোগ-347-792-4704

হাউস কীপার আবশ্যক

জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক। **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন।** দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন।
ফোন: **৩৪৭-৪৪৫-৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং স্টোর বিক্রয়

জ্যাকসন হাইটসে অবস্থিত
একটি প্রিন্টিং স্টোর
সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় অতিসত্ত্বর
বিক্রয় করা হবে
শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন
Ph: 201-884-0513

টার্গেট স্টোরে ন্যুনতম মজুরি ঘণ্টায় ২৪ ডলার

রওশন হক

আমেরিকার খুচরা বিক্রির প্রতিষ্ঠান টার্গেট তাদের কর্মীদের জন্য ঘণ্টায় ন্যুনতম ২৪ ডলার করার ঘোষণা দিয়েছে। গত সপ্তাহে দেয়া ঘোষণায় টার্গেট জানিয়েছে আমেরিকার যেসব এলাকায় কর্মী নিয়োগের সঙ্কট চলছে সেসব এলাকায় ন্যুনতম মজুরি হিসেবে ঘণ্টায় ২৪ ডলার করে দেয়া হবে। জাতীয়ভাবে আমেরিকায় টার্গেট তাদের প্রতিষ্ঠানে ন্যুনতম মজুরি ঘণ্টায় ১৫ ডলার থেকে ২৪ ডলার করেছে। প্রতিষ্ঠানটি এর আগেই ঘণ্টায় ১৫ ডলার ন্যুনতম মজুরি দিয়ে লোক নিয়োগ করছিল।

মেনিয়াপোলিসভিত্তিক ডিসকাউন্ট চেইন স্টোর টার্গেটের দেশজুড়ে প্রায় ১৯০০ দোকান রয়েছে। বড় আকারের এসব দোকানে সব মিলে সাড়ে তিন লাখের মতো কর্মচারী কাজ করে থাকে। ন্যুনতম মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণার মধ্য দিয়ে টার্গেট এ বছরে ৩০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় হবে বলে জানিয়েছে।

আমেরিকার কর্মবাজারে এখন লোক সঙ্কট চরমে পৌঁছেছে। নিউইয়র্কসহ বড় বড় নগরে সর্বত্রই চাকরি খালি বলে সাইন ঝুলছে। কাজে যোগদান করলেই কর্মীদের বোনাস পর্যন্ত দেয়া হচ্ছে।

আমেরিকার চেইন স্টোরগুলোর মধ্যে টার্গেটই প্রথম প্রতিষ্ঠান, যারা কর্মীদের ন্যুনতম মজুরি ঘণ্টায় ১৫ ডলারের ঘোষণা দিয়েছিল। এখন চলমান কর্মিসঙ্কট মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠানটি আবারও মজুরি বৃদ্ধি করে কর্মী ধরে রাখা এবং নতুন কর্মীদের কাজের জন্য আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়াস নিয়েছে।

টার্গেট জানিয়েছে, তাদের নিয়মিত কর্মচারীর বাইরে গত ছুটির মৌসুমে এক লাখ মৌসুমি কর্মী নিয়োগে সম্ভব হয়েছিল।

আমেরিকার খুচরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এখন কর্মী নিয়োগের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। কস্টকো, ওয়ালমার্ট আগেই তাদের ন্যুনতম মজুরি বৃদ্ধি করেছে। টার্গেটই প্রথম এমন প্রতিষ্ঠান, যারা কোনো কোনো এলাকায় ঘণ্টায় ২৪ ডলার করে কর্মীদের ন্যুনতম মজুরি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী, আমেরিকার খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে যাদের বার্ষিক রাজস্ব ৫০০ মিলিয়ন থেকে ২০ বিলিয়ন ডলার এমন ১০০টি প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মিসংকটের কথা জানিয়েছে।

সাবলেট চাই

এডেলফি ইউনিভার্সিটি এবং লং আইল্যান্ড রেল রোড এর কাছে এক রুমে একটি সাবলেট চাই। আমি অডেল্ফিতে এমএস করছি। যোগাযোগ: ৩৪৭৭৬১৪৪৩৫

বাসা ভাড়া

৩২-৩০ ৮৪ স্ট্রীট ইষ্ট এলমহাস্টে এক বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: ৬৪৬-৪০৬-৯৭৬৫

Apartment for rent

Bronx 3BR/1 Bath Private house 3rd Fl.Near 2 train-Burke ave Buses BX-8,26,28,30,38,39,41& BXM11. Call Kibria (917-335-1097)

বাসা ভাড়া

ইষ্ট এলমহাস্ট ৯৯ স্ট্রীট এস্টোরিয়া বুলেভার্ড এর সন্নিকটে নিরিবিলি পরিবেশে দুই রুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 917-361-7815, 347-704-0968

বেসমেন্ট ভাড়া

৯৪-২১ ২১৫ প্লেস, কুইন্স ভিলেজ বেসমেন্ট দুই বেডরুম, কিচেন ও বাথরুম ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৩৬-০২৬৮

বাসা ভাড়া

নর্দান বুলোভার্ড এবং ৩২ এভিনিউর মাঝে ৮০ স্ট্রীটে সম্পূর্ন রেনোভেটেড দুই বেডরুম কিচেন সাথে লিভিং রুম ফেব্রুয়ারী ১ তারিখ থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-580-9330

বাসা ভাড়া

Rockway BLVD 134St (129-12,134St South Ozone Park) এ সম্পূর্ন রেনোভেটেড ৪ বেড, ২ বাথ কিচেন, ডাইনিং, এসিসহ ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৩৮-৯৪৩০

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD.

Board certified internal medicine

Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়

পরিষেবা/চিকিৎসা

- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
- টিএলসি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
- চর্মরোগ
- ডায়বেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইরেড
- এজমা
- বাতের ব্যাথা
- যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES

- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment

At# 917-503-5002

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

Jamaica office

167-02 Highland Ave, 1st Floor, Jamaica, NY 11432

Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006

Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005

Office Hours:

Monday & Thursday, 5pm-9pm

Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office

40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373

Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002

Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005

Office Hours:

Monday, Tuesday Thursday 9am-3pm

Wednesday & Friday 5pm-9pm

Sunday: Lab. Work only. 9am-1pm

Tel: 917-503-5002,

Fax: 917-503-5004

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি

যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.

আমেরিকায় নতুন এসেছেন- থেকে যেতে চান; পলেটিক্যাল এসাইলাম করবেন নাকি স্টুডেন্ট, এল১, ই২ ভিসা- কোনটা? এমপ্লয়মেন্ট-বেইজড-গ্রীনকার্ডও আছে। আমাদের সংগে কথা বলুন, বুঝুন আগে সবকিছু- তারপর যা হয় করুন।

বহু বছর যাবৎ আমেরিকায় আছেন কিন্তু নানা জটিলতা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভাল কাগজ বা তথ্যের কারণে আটকে রয়েছে আপনার প্রসেসিং। আপনার প্রয়োজন ওয়ার্ক পারমিট, সোসাল, ট্রাভেল ডকিউমেন্ট। এবং ফাইনালী গ্রীনকার্ড। এরপর সিটিজেনশীপ। যেখানেই সমস্যা সেখানেই সমাধানও।

যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, বি১বি২ বা এফ১এফ২, সি-১ ট্রানজিট বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে ইন্সপেকশন ছাড়া- সব সমস্যারই সমাধান আছে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড পেয়েছেন কিন্তু স্পাউসের অসহযোগিতার কারণে 'কন্ডিশন' রিমোভ করতে পারছেন না, হুমকী খাচ্ছেন! অথবা, সিটিজেন বিয়ে করার পরও নানা কারণে-জটিলতায় গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না। আইন কিন্তু আপনারই পক্ষে, শুধুমাত্র সবকিছু বুঝতে হবে, সমস্যানুযায়ী সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে স্পাউস-ভাই-বন্ধু-আত্মীয়কে আমেরিকায় আনতে চাচ্ছেন কিন্তু 'রাস্তা' খুঁজে পাচ্ছেন না! ইংরেজীতে সিটিজেনশীপ পরীক্ষা দিতে পারছেন না, অসুস্থ্য। এসব সমস্যারও সমাধান রয়েছে। ইমিগ্রেশনের প্রতিটি ধাপের প্রতিটি সমস্যা নিয়েই আমরা কাজ করি, সহযোগীতা করি।

নিউ ইয়র্কে রয়েছেন কিন্তু মেডিকেল ইন্সুরেন্স নেই ফ্রি চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না! আমরা আছি- কোন অসুবিধে নেই। পেয়ে যাবেন ড্রাইভার লাইসেন্সও। ব্যাংক একাউন্ট, নতুন কোম্পানী, নিজের নামে ইআইএন সবই হবে।

আমরা সহযোগীতা করছি। সকল সমস্যারই সমাধান আছে।

কল করুন বা এসএমএস (টেক্সট) করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

LAW OFFICE

এসাইলাম, বিনিয়োগ ও বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড; স্টপ ডিপোর্টেশন; ক্রিমিনাল, ডিভোর্স, বাড়ীর ভায়োলেশন রিমোভ, রিয়েল এস্টেট, ট্যাক্স সমস্যার সমাধান, ফোরক্লোজার স্টপ ও হার্ড ক্যাশ লোন। এক্সিডেন্ট/পার্সোনাল ইনজ্যুরী।

Rafi : 917-432-7458

সিলেট সদর অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন। ছবি: এমবি তুষার

প্রবাসীদের সহযোগিতার আহ্বান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

অবকাঠামো উন্নয়ন

বিশেষ প্রতিনিধি

সিলেটের উন্নয়ন নিয়ে নিজের নিউইয়র্কে নিজের এলাকাবাসীর সাথে খোলামেলা মতবিনিময় করলেন সিলেট-১ আসনের সংসদ সদস্য, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন।তিনি তাঁর বক্তব্যে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার চিত্র তুলে ধরে সিলেটের উন্নয়ন সম্ভাবনা এবং এ নিয়ে নিজের উদ্যোগ ও পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেছেন। ওসমানী বিমান বন্দরকে প্রকৃত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রূপান্তর, সিলেট ঢাকা মহাসড়কের উন্নয়ন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও পরিবেশ উন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে বলে জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন।

রাষ্ট্রীয় কাজে নিউইয়র্কের অবস্থানরত পররাষ্ট্রমন্ত্রী সপ্তাহ জুড়ে বেশ কিছু অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। এক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ছিলেন তিনি।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় যুক্তরাষ্ট্রে স্বদেশীদের সাথে তাঁর ছিলো নিবীড় সম্পর্ক। এর জের ধরেই অর্ধ ডজনের বেশি অনুষ্ঠানমালায় তাঁকে যোগ দিতে দেখা গেছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি সোমবার সন্ধ্যায় কুইনসের একটি মিলনায়তনে সিলেট সদর অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা আয়োজন করে 'উন্নয়ন অভিযাত্রায় বাংলাদেশ এবং সিলেটের উন্নয়ন' শিরোনামে মতবিনিময় সভা।

অস্থায়ী শহীদ মিনারে বাংলাদেশ ল সোসাাইটির শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ ল সোসাাইটির একুশে উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশ ল সোসাাইটি ইউএসএ'র উদ্যোগে নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হয়। দিবসের প্রথম প্রহরে জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার সিটি প্লাজায় স্থাপিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে বায়ান্নোর ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। সোসাইটির সভাপতি এ্যাডভোকেট মো. নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে উপদেষ্টা অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেলসহ সংগঠনের অনেকেই অংশগ্রহণ করেন। জ্যাকসন হাইটস বিজনেস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে স্থাপিত অস্থায়ী শহীদ মিনারে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নিউইয়র্কের বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন এখানে একত্রিত হয়।

শহীদ মিনারে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের পর বাংলাদেশ ল সোসাইটির আয়োজনে স্থানীয় কাবাব কিং রেস্টুরেন্টে বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ওপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি এ্যাডভোকেট মো. নাসির উদ্দিন এবং সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেল। আলোচনায় অংশ নেন উপদেষ্টা অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, সাবেক সম্পাদক এ্যাডভোকেট শাহ মো. বখতিয়ার আলী, সহ-সভাপতি এ্যাডভোকেট রুবিনা মান্নান, সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট পর্না ইয়াসমিন, কোষাধ্যক্ষ মাহবুব আলম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক এ্যাডভোকেট রেদোয়ানা রাজ্জাক, কার্যকরী সদস্য সোনিয় সুলতানা, সদস্য এ্যাডভোকেট মাহবুবার রহমান বকুল, সদস্য এ্যাডভোকেট রেজবুল কবির এবং এ্যাডভোকেট সেলিম।

বক্তারা ভাষা আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা করেন। মাতৃভাষার জন্য এই আত্মত্যাগ বাংলার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং যারা এই অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছিল তারা ইতিহাসে নিন্দিত হয়েই থাকবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাথে সাধারণ পরিষদ সভাপতির বৈঠক

উত্তর আমেরিকা অফিস

জাতিসংঘের বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ, তাৎপর্যপূর্ণ অবদান ও ফলপ্রসু নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করলেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি (পিজিএ) আব্দুল্লাহ শাহিদ।

২৪ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেনের সাথে অনুষ্ঠিত এক দ্বিপাক্ষিক সভায় আলোচনাকালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের নেতৃত্বে বিভিন্ন দিক তুলে ধরে এ প্রশংসা করেন তিনি। পিজিএ বলেন, এ মূহুর্তে বাংলাদেশ ইউএন উইমেন নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি, পিসবিল্ডিং কমিশনের চেয়ার এবং আইএমআরএফ-এর কো-ফ্যাসিলেটেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে যা এর সামর্থ্য ও নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ।

সভার শুরুতে 'এসডিজি বাস্তবায়ন রিভিউ' বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের ইভেন্ট আয়োজন এবং সাউথ-সাউথ কোঅপারেশনের আওতাধীন উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থ, পররাষ্ট্র ও উন্নয়ন মন্ত্রীদের সমন্বয়ে একটি ফোরাম প্রতিষ্ঠা– এ দুটি প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের সভাপতির কাছে পেশ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন। এসডিজির বাস্তবায়ন, বিশেষ করে কোভিড-১৯ এর মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তহবিল ঘাটতির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। অধিকাংশ তহবিল কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে উল্লেখ করেন তিনি। প্রস্তাবিত উচ্চপর্যায়ের ইভেন্টটির আয়োজন করা হলে তা এসডিজির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং তহবিল ঘাটতি মোকাবিলায় ফলপ্রসু ভূমিকা রাখবে মর্মে উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এছাড়া সাউথ-সাউথ কোঅপারেশনের (এসএসসি) আওতায় মন্ত্রী পর্যায়ের ওই ফোরাম এসএসসির বিষয়ভিত্তিক আলোচনাকে আরও এগিয়ে নিতে একটি চমৎকার প্লাটফর্ম তৈরি করবে মর্মে মন্তব্য করেন তিনি।

জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ২৪ ফেব্রুয়ারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাথে সাধারণ পরিষদ সভাপতির বৈঠক। ছবি: সংগৃহীত

সাধারণ পরিষদের সভাপতি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রস্তাব দুটিকে স্বাগত জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে কোভিডের মধ্যেও বাংলাদেশের জিডিপির উচ্চ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে মর্মে উল্লেখ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এছাড়া তিনি কোভিড মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন এবং কোভিডের টিকাকে 'সার্বজনীন বৈশ্বিক সম্পদ' হিসাবে ঘোষণার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর উদ্বৃতির কথাও উল্লেখ করেন। সাধারণ পরিষদের সভাপতি জিডিপির প্রবৃদ্ধি, কোভিড মোকাবিলাসহ বাংলাদেশের অসামান্য অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

রোহিঙ্গা সঙ্কট বিষয়ক আলোচনাকালে রোহিঙ্গা শিশুদের নিজ ভাষায় শিক্ষাদান, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কোভিড ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার যে সব পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছে তা তুলে ধরেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এখন পর্যন্ত কোনো রোহিঙ্গা নিজ ভূমি মিয়ানমারে ফেরত যায়নি মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সাধারণ পরিষদের সভাপতি রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও মানবিক সহায়তা প্রদানে বাংলাদেশের ভূমিকার উচ্চ প্রশংসা করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাধারণ পরিষদের সভাপতিকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। উল্লেখ্য, পররাষ্ট্রমন্ত্রী বর্তমানে সরকারি সফরে নিউইয়র্ক অবস্থান করছেন।

কানেকটিকাটে বাক'র একুশের বইমেলা। ছবি : সংগৃহীত

কানেকটিকাটে বাক'র একুশের বইমেলা

উত্তর আমেরিকা অফিস

আমেরিকান এসোসিয়েশন অব কানেকটিকাটের (বাক) আয়োজনে ২০ ফেব্রুয়ারি রোববার অনুষ্ঠিত হলো সম্মিলিত মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠান। ভাষাশহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ।

অনুষ্ঠানমালায় কানেকটিকাটের বিভিন্ন শহর থেকে প্রচুর লোকজনের সমাগম ঘটে। বাকের সভাপতি নুরুল আলম নুরুর সভাপতিত্বে এবং বাকের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক হুমায়ূন আহমেদ চৌধুরী এবং নিউইয়র্ক থেকে আগত শারমিন সিরাজের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল একুশের বইমেলা। এই বইমেলায় কানেকটিকাটে বসবাসরত কয়েকজন লেখক তাদের লেখা বই দিয়ে মেলার স্টলটি সাজান। বইমেলাতে ছিল কানেকটিকাটের লেখক বাকের সাবেক সভাপতি মঈনুল হক চৌধুরী, বাকের সাবেক কর্মকর্তা ডেভিড স্বপন রোজারিও, সুব্রত বণিক, পপি চৌধুরীর লেখা অনেক গল্প উপন্যাস এবং কবিতার বই। স্থানীয় শিশুকিশোদের নিয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় দুটি গ্রুপে ভাগ করে অনুষ্ঠিত হয়, ক গ্রুপে ১ম হয়েছে আরসাব পাটনায়েক, ২য় হয়েছে সোহানী ঘোষ এবং ৩য় হয়েছে আকসাজ শিল। "খ" গ্রুপে ১ম হয়েছে জনাইরা, ২য় হয়েছে ওয়নিয়া আহমেদ এবং ৩য় হয়েছে নামিরা। শিশুরা বাংলাদেশের পতাকা, শহীদ মিনার এবং গ্রাম বাংলার ছবি অংকন করেন। পুরো অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছিল গান এবং কবিতা আবৃত্তি দিয়ে।

এতে গান পরিবেশন করেন নিউইয়র্কের স্বনামধন্য গায়ক চন্দন চৌধুরী, ফারজানা হোসেইন খান এনি, অনুরাধা চক্রবর্তী, স্রুতি ক্রোজ, এনজেল ডি কস্টা, সোহানা ঘোষ, শিশুশিল্পী নামিরা আহমেদ, সিয়া কুতুব এবং আমান হক। আবৃতি করেন আশেক চক্রবর্তী, সৈয়দা সালওয়াতামান্না নহর, আকসাজ শিল, জারিয়া, জুনেইরা এবং নামিরা আহমেদ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ছিলেন বাকের সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাব্বির আহমদ রনি। অনুষ্ঠানে একুশের তাৎপর্য এবং স্মৃতিচারণ করেন তাহমিনা জাফর। বক্তব্য রাখেন বাকের সাবেক সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব নাজিম উদ্দিন, জুনায়েদ এ খান, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কানেকটিকাটের সভাপতি জিহাদুল হক জিহাদ, ডেবিড স্বপন রোজারিও, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কানেকটিকাটের আহ্বায়ক তৌফিকুল আম্বিয়া টিপু, সদস্য সচিব আনোয়ার হোসেন হিমু, বাংলাদেশি খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশন অফ কানেকটিকাটের সভাপতি সমীর দত্ত, বাফসের সভাপতি মোহাম্মদ হুসেন স্বপন, বেঙ্গল লায়ন্স ক্লাবের সেক্রেটারি এমএ আজিজ, ফেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির কর্মকর্তা সাদ চৌধুরী বাবু, শাহীন আহমদ।

ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য সহযোগিতা অব্যাহত

জাহিদা আলম

ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য আমেরিকাজুড়ে এখনও নানা ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে। আমেরিকার অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এসব ক্ষুদ্র ব্যবসা মহামারির তাণ্ডবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফেডারেল সরকারের কেয়ার অ্যাক্ট আইনের নেয়া সহযোগিতার নানা কর্মসূচির সাথে বেসরকারি সাহায্য-সহযোগিতাও এসব ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য এখনও পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে অনগ্রসর এলাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সংখ্যালঘু পরিচালিত ব্যবসা-বাণিজ্য, নারীদের কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন রাজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এখনও আবেদন করা যাচ্ছে।

কেয়ারেস নামের প্রতিষ্ঠান নারী উদ্যোক্তাদের জন্য পাঁচ হাজার ডলার পর্যন্ত এককালীন অনুদান প্রদান করছে। এসব অনুদান প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রশিক্ষণ, যোগ্যতা বৃদ্ধিসহ নানা খাতে ব্যয় করা যাবে। কেয়ারেসের মতো বহু অলাভজনক প্রতিষ্ঠান প্রান্তিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ক্রমাগত সহযোগিতা সম্প্রসারিত করছে। নিউইয়র্ক বা টেক্সাসে বসবাসকারী ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানের জন্য এখনও বেশ কিছু অনুদান দেয়া হচ্ছে। নিউইয়র্কের রাজ্য পর্যায়ে প্রাপ্ত ফেডারেল অর্থ বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে অনগ্রসর জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করে এমন অলাভজনক সংস্থার মাধ্যমে এসব অর্থের প্রবাহ এখনও চলমান রয়েছে।

নিউইয়র্কে বেশ কিছু সংগঠন নারীদের নিয়ে কাজ করে এশীয়, কৃষ্ণাঙ্গ এবং হিস্পানিকদের কাজ করা সংস্থাগুলোর মাধ্যমে এমন সহযোগিতার জন্য এখনও আবেদন করা যাচ্ছে এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে এসব সহযোগিতা নানাভাবে বিস্তৃত করা হচ্ছে।

মুনার তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠান। ছবি: সংগৃহীত

ব্রঙ্কসে সম্মিলিত স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটি

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের মহান বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে ব্যাপক কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। ব্রঙ্কসে সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে উদযাপিত হবে মহান স্বাধীনতা দিবস। অনুষ্ঠান বাস্তবায়নের জন্য ২৮ ফেব্রুয়ারি সোমবার সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসে খলিল পার্টি সেন্টারে ব্রঙ্কস বাংলাদেশি কমিউনিটির এক সভায় একটি উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মোহাম্মদ এন মজুমদারকে আহ্বায়ক, আব্দুস শহীদকে প্রধান সমন্বয়কারী এবং সামাদ মিয়া জাকেরকে উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব নির্বাচিত করা হয়েছে।

ব্রঙ্কস সম্মিলিত স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটির এ প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেন আব্দুস শহীদ। মো. শামিম মিয়ার পরিচালনায় প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ এন মজুমদার, আব্দুর রহিম বাদশা, সামাদ মিয়া জাকের, মো. খলিলুর রহমান, মঞ্জুর চৌধুরী জগলু, খবির উদ্দিন ভূইয়া, এ ইসলাম মামুন, এম ডি আলাউদ্দিন, নূরে আলম জিকু, রেজা আব্দুল্লাহ, কাজী রবিউজ্জামান, জামাল আহমেদ, এইচ এম মিজানুর রহমান, আল মামুন সরকার, মছনুর রহমান, মোশাররফ শিকদার।

যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদ সমাবেশ

উত্তর আমেরিকা অফিস

সারাবিশ্বের শান্তিকামী মানুষেরা এক। রাজনীতির নামে, দেশ দখল করে নেয়ার নামে যে খেলা শুরু হয়, এ খেলার নিষ্ঠুর বলি হয় নিরপরাধ মানুষ। যে বিশ্বনীতি মানুষ বোঝে না, ভালোবাসা ও সহমর্মিতা বোঝে না —আমরা শান্তির পক্ষের মানুষরা বার বার তাদের বিপক্ষেই দাঁড়াব।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আয়োজিত সমাবেশে নিউইয়র্কের লেখক সাংবাদিক ও নাগরিক সংগঠকরা এসব কথা বলেছেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি সোমবার বিকেলে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস ডাইভারসিটি প্লাজায় প্রতিবাদী সমাবেশে থেমে থেমে স্লোগান ওঠে— নো ওয়ার, পিস পিস।

সাংবাদিক ইব্রাহীম চৌধুরীর সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মাহবুব রহমান, আখতার উল ইসলাম, এইচ বি রিতা, শেলী জামান খান, কবি স্বপ্ন কুমার, সাইয়েদ হক মুকুল, সাহেরা বেগম, শাহ সবুজ, মনিজা রহমান, মিনহাজ আহমেদ, সুলতানা ফিরদৌসি, পলি শাহীনা, রুমি রুস্মান, ফরিদা ইয়াসমিন, আবদুস শহীদ, শুভ রায় প্রমুখ।

মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটসের ফান্ড রেইজিং

উত্তর আমেরিকা অফিস

মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটসের ফান্ড রেইজিং ডিনার ২১ ফেব্রুয়ায়রি সোমবার অনুষ্ঠিত হয় উডসাইডের কুইন্স প্যালসে। মুনা জ্যাকসন হাইটস ও এলমহাস্ট চ্যাপ্টারের আয়োজনে অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুনা জ্যাকসন হাইটস চ্যাপ্টারের সভাপতি মুমিনুল ইসলাম মজুমদার। প্রধান অতিথি ছিলেন মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশিদ, কিনোট স্পীকার বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ শায়খ আব্দুর রশিদ ওমর। বিশেষ অতিথি ছিলেন মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোন সভাপতি আব্দুল্লাহ আল আরিফ, সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রাশেদ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুনা এলমহাস্ট চ্যাপ্টারের সভাপতি কায়কোবাদ কবীর। প্রায় চারশ লোকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন মুফতি ইসমাইল, মাওলানা শহীদুল্লাহ, মাওলানা মো. ইয়াসমিন, আব্দুল হাকিম মিয়া, আব্দুল হামিদ সোহেল, নবী হোসেন, আব্দুস সালাম, নজরুল ইসলাম। মুনা নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক জোন শিক্ষা সম্পাদক মাওলানা ত্বোহা আমিন খান, কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ডা. আতাউল ওসমানী, সোশ্যাল ডিপার্টমেন্ট পরিচালক এ্যাডভোকেট আবুল হাসেম, এস্টোরিয়া চ্যাপ্টার সভাপতি আবদুল্লাহ, সেক্রেটারি আব্দুস সবুর।

আমাদের নেতারা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অন্যদিকে তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বুদ্ধির প্রশংসা করেন। ট্রাম্প দাবি করেন, সবাই এই বিষয় জানেন-বোঝেন যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কারচুপি না হলে ইউক্রেনে এই ভয়াবহ বিপর্যয় কখনোই ঘটত না।

রিপাবলিকান পার্টির সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ন্যাটোর সমালোচনা করে বলেন, অন্তত মনস্তাত্ত্বিকভাবে রাশিয়াকে আঘাত করার বদলে তারা (ন্যাটো) নিষেধাজ্ঞার মতো পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে ছিল।

নিষেধাজ্ঞার পদক্ষেপকে স্মার্টের বিপরীত হিসেবে বর্ণনা করেন ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেন, ‘সমস্যাটি এই নয় যে পুতিন স্মার্ট, তিনি অবশ্যই স্মার্ট। কিন্তু আসল সমস্যা হলো আমাদের নেতারা খুবই নির্বোধ।’

ইউক্রেনে হামলার জেরে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনসহ দেশটির সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ অব্যাহত রেখেছে।

প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী বিচারপতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হার্ভার্ড ল স্কুল থেকে স্নাতক করা ক্যাটাঞ্জি জ্যাকসন মার্কিন সেন্টেসিং কমিশন হিসেবে কাজ করেছেন এবং ২০১৩ সালে ফেডারেল বিচারক হিসেবে মনোনীত হন। মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত মাত্র ছয়জন নারী বিচারপতি দায়িত্ব পালন করেছেন। মনোনয়ন নিশ্চিত হলে তিনি সুপ্রিম কর্মরত বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা অন্য তিনজন নারী বিচারপতির সাথে যুক্ত হবেন। আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের এক সময় ভোটাধিকার ছিল না কৃষ্ণাঙ্গদের। নাগরিক যুদ্ধের পথ পেরিয়ে আসা আমেরিকার সর্বোচ্চ আদালতে একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারীর অভিষেক দেশটির সংখ্যালঘুদের জন্য অনেক বড় ঘটনা। এর আগে একজন ল্যাটিন বিচারপতি সোনিয়া সোটোমায়ার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে মনোনয়ন পেয়েছিলেন এবং এখনও তিনি দায়িত্ব পালন করছেন। মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে কর্মরত সম্পূর্ণ স্বাধীন অবস্থায় রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে থাকে। বিচারপতিরা স্বেচ্ছায় অবসরে না গেলে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করতে পারেন। ক্যাটাঞ্জি জ্যাকসনের মনোনয়ন নিশ্চিত করা নিয়ে সিনেটে ভালই দড়ি টানাটানি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ৫০-৫০ বিভক্তির সিনেটে সমান সমান উভয় দলের সদস্য। ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস নির্ধারণী ভোট প্রদান করলে এবং সব ডেমোক্র্যাট এক থাকলে মনোনয়ন নিশ্চিত হতে পারে। ক্যাটাঞ্জি জ্যাকসন তাঁর প্রতিক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, এমন মনোনয়ন তাঁর জন্য এক বিরল সম্মান। নিজে এবং তাঁর পরিবার আমেরিকার আইনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চলমান বলে তিনি উল্লেখ করেন। নিজে একজন আইনজীবী এবং বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর চাচা মিয়ামীর পুলিশপ্রধান এবং অন্য এক চাচা মাদকসংক্রান্ত অভিযোগে কারাগারে রয়েছেন বলে বিচারক ক্যাটাঞ্জি জ্যাকসন তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

সিনেট জুডিশিয়ারি কমিটির চেয়ারম্যান ডিক ডারবিন বলেন, দ্রুতই মনোনয়ন প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিকতা শুরু করা হবে। ৮ এপ্রিলের ৮ মধ্যে বিচারপতি হিসেবে ক্যাটাঞ্জি জ্যাকসনের মনোনয়ন চূড়ান্ত করার লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে সিনেটের ডারবিন বলেন।

আমেরিকায় কর্মী সংকট মোকাবেলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একটি তথ্যপত্র প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত তথ্যে দেখা গেছে, ২৪ থেকে ৩৫ বছর বয়সের ১০ লাখের বেশি আমেরিকান কর্ম ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারছে না তাদের অতীত রেকর্ডের জন্য। এদের নামে গ্রেফতারের রেকর্ড রয়েছে, কারও কারও নামে অপরাধ আইনে দণ্ডের রেকর্ডও রয়েছে।

প্রকাশিত তথ্যে দেখা গেছে, আমেরিকার কর্মহীন লোকজনের ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে ৬৪ শতাংশ কোনো না কোনো কারণে গ্রেফতারের রেকর্ড রয়েছে। প্রায় ৪৬ শতাংশ কোনো না কোনো অপরাধে দণ্ডিত হয়েছে। আমেরিকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক জীবনে কোনো না কোনো কারণে একবারের জন্য হলেও গ্রেফতারের শিকার হয়েছে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর তুলনায় গ্রেফতারের সংখ্যা আমেরিকায় অনেক বেশি।

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের তথ্য বিশ্লেষক শোন বুশুয়ে বলেন, চাকরিদাতাদের বুঝা উচিত কর্মসংকট মোকাবেলার জন্য মার্কিন বিচার ব্যবস্থার বলি উল্লেখযোগ্য কর্মীগোষ্ঠীকে তারা এড়িয়ে চলছেন। চাকরি দেয়ার জন্য কোম্পানিগুলো এসব জনগোষ্ঠীকে বিবেচনায় পর্যন্ত নিচ্ছে না। তিনি বলেন, অধিকাংশ চাকরিদাতার ধারণা, একবার অপরাধের সাথে জড়িয়েছে এমন লোককে কর্মী হিসেবে চাকরি দিলে তারা আবারও অপরাধ করবে।

গবেষণা জরিপে দেখা গেছে, জনসমাজের মধ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকা লোকজনের মধ্যে পুনরায় অপরাধে জড়িয়ে পড়ার হার অনেকটাই কম হয়ে থাকে। বিশ্লেষক শোন বুশুয়ে মনে করেন মার্কিন চাকরিদাতারা বর্তমান কর্মী সংকটের সময়ে এ বিষয়ে সহনশীল হয়ে লোক নিয়োগ দেয়ার কথা বিবেচনা করা উচিত।

চাকরিদাতাদের জন্য এক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে , অপরাধের মাত্রা নির্ধারণ করে লোক নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা। সামান্য মাদক মামলায় দণ্ডিত থেকে কয়েক দফা মারামারি করার দণ্ডে দণ্ডিতদের মধ্যে সীমারেখা টানার কঠিন কাজ করে নিয়োগদাতারা তাদের প্রতিষ্ঠানে লোক নিয়োগে আন্তরিক হবে কী না, এটাই প্রশ্ন বলে মনে করেন গবেষনাবিদ শোন বুশুয়ে। এ ক্ষেত্রে তিনি উদাহরণ দিয়েছেন সহিংস আচরণের জন্য দণ্ডিত কোনো লোককে হয়ত স্কুলের গাড়ি চালানোর জন্য উপযুক্ত মনে না করা হতে পারে। তবে এমন লোকের জন্য অন্য অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে। কেউ মাদক রাখা বা মাদক সংক্রান্ত মামলায় একবার গ্রেফতার হয়েছে। কিন্তু পরে মাদক ছেড়ে দিলেও রেকর্ড থেকে যাচ্ছে। অন্যসব যোগ্যতা থাকলেও এমন লোকজনকে কোনো কোম্পানি সহজে কাজ দিচ্ছে না।

বহু কোম্পানি চাকরির আবেদনের সাথে ব্যক্তির অতীত অপরাধ সংক্রান্ত প্রশ্ন না করলেও চাকরি পাওয়ার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড তল্লাশির সময় বিষয়টি এমনিতেই ধরা পড়ে যাচ্ছে। মহামারি শুরু হওয়ার পর আমেরিকার শ্রম বাজারে ১১ মিলিয়ন কর্মখালি হয়ে পড়ে। বহু লোক পেশা পরিবর্তন করেছে, বহু লোক স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য আগাম অবসরে চলে গেছে। মহামারির মৃত্যু মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। অনেকে অবসরের বয়সে না পৌঁছলেও সঞ্চিত অর্থে জীবন ধারণ করার হিসেব কষে কাজ কর্ম ছেড়ে দিয়েছে। গত দুই বছর থেকে আমেরিকায় অভিবাসীদের আগমন কমেছে। মহামারির কারণে বিভিন্ন ধরেন ভিসার আবেদন ইমিগ্রশন বিভাগে পড়ে আছে। কর্মী সঙ্কটের জন্য এসবকেও কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

কর্মসংস্থানের হিসেব অনুযায়ী আমেরিকার শ্রম বাজারে এখন ১০০টি খালি পদের জন্য ৫৮ জন কর্মী পাওয়া যাচ্ছে। অপরাধের রেকর্ড আছে এমন লোকজন যে কাজে অনিচ্ছুক এমন নয়। এসব লোকজনকে কাজের সুযোগই দেয়া হচ্ছে না। এখন কথা উঠেছে পরিবর্তিত বাস্তবতায় চাকরিদাতাদের এক্ষেত্রে উদার পদক্ষেপ নিতে হবে।

২০১৭ সালের তথ্য অনুযায়ী আমেরিকার কর্মহীন ৩০ থেকে ৩৮ বছর বয়সীদের মধ্যে অধিকাংশই জীবনে একবার গ্রেফতার হয়েছে। এরমধ্যে ৪০ শতাংশের দণ্ডিত হওয়ার রেকর্ড রয়েছে। ২০ শতাংশের বেশি লোকজন কারাবরণ করতে হয়েছে দণ্ডিত হওয়ার পর। গ্রেফতার, কারাবাস ও দণ্ডিত লোকজনের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ ও হিস্পানিকদের মধ্যে বেশি। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মইচ্ছুক এসব লোকজন কর্ম প্রবাহে প্রবেশ না করায় অপরাধ বাড়ছে, বাড়ছে অন্যান্য সামাজিক সমস্যা। গ্রেফতার হওয়া, কারাবাস বা দণ্ড ভোগ করার কারণে কাজ না দেয়ার কোনো আইন না থাকলেও নিয়োগকর্তার কাছে এমন লোকজনের নৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

ফলে আমেরিকার কোম্পানিগুলো এসব লোকজনকে চাকরি প্রদান না করার অবস্থান ধারণ করে আসছে। ব্যাক গ্রাউন্ড তল্লাশির পর অপরাধ বা গ্রেফতারের রেকর্ড পাওয়ার সাথে সাথে কর্মপ্রত্যাশীর আবেদন ঝুলে থাকে। আমেরিকার চলমান কর্মী সঙ্কটে এ বিষয়ে নিয়োগকর্তাদের মানসিকতার পরিবর্তন নিয়ে আসার তাগিদ সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষকে ভোটকেন্দ্রমুখী করাই বড়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

‘একই সঙ্গে বটম লেভেলে যে এজেন্সিগুলো আছে, তাঁরা যদি তাঁদের স্ব স্ব অবস্থান থেকে স্ব স্ব দায়িত্বগুলো সমভাবে পালন না করেন তাহলে কিন্তু আপনাদের কাঙ্ক্ষিত সফলতা পরিপূর্ণভাবে পাবেন না। সে জন্য আমি আবেদন করব, আমাদের সবাইকে আন্তরিক হতে হবে, দায়িত্ব পালনে সচেতন হতে হবে, এজেন্সিগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে, প্রেসকেও তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। সবাই চাইলে নির্বাচনটা সুন্দর ও সুষ্ঠু হবে, সেটাই আমার প্রত্যাশা।’ যোগ করেন নতুন সিইসি।

মানুষকে ভোটমুখী করতে কী উদ্যোগ নেবেন, এ প্রশ্নে হাবিবুল আউয়াল বলেন, ‘মানুষকে ভোটকেন্দ্রমুখী করার চেষ্টাই তো আমাদের করতে হবে। সেটাই তো বড় একটা চ্যালেঞ্জ। মানুষের মধ্যে যেন আস্থা ফিরে আসে, নির্বাচন হবে এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ হবে, ভোটাধিকার যে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার, সম্পদ, এটা যে একটা পাওয়ার, ভোটারদের মধ্যেও এই সেনসেটাইজেশনটা ক্রিয়েট করা দরকার। প্রত্যেকটা মানুষের একটা ভোটের অধিকার আছে, সেটাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। কিছুটা ভোট বিমুখতা আমরা লক্ষ্য করেছি। নিজেদের ভোটারদের ভোটকেন্দ্র নিয়ে যেতে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলেরও দায়িত্ব রয়েছে।’

রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন নিয়ে যাতে প্রশ্ন তুলতে না পারে, সে জন্য কী পদক্ষেপ নেবে, এমন প্রশ্নে হাবিবুল আউয়াল বলেন, ‘আমরা সকলের সঙ্গে কথা বলব। আমার বিশ্বাস আমার সহকর্মীরাও এগ্রি করবেন। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড যেটা সেটা তো আরও নিচে গিয়ে, ওপরের যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড— আমরা তো একটি দলের সঙ্গে কথা বলব তা নয়, সব দলের সঙ্গে কথা বলব, তাদের সহায়তা কামনা করব, তাঁরা কী প্রত্যাশা করেন, আমরা কতটুকু প্রত্যাশা পূরণ করতে পারব— এটা কিন্তু টু ওয়ে ট্রাফিক— এটা আলোচনা হবে। আমি আশা করি বিএনপিও আসব।’

নবনিযুক্ত সিইসি বলেন, ‘শপথ নেওয়ার পর বিগত কমিশন কতটা সফল, কতটা বিফল সেটা পর্যালোচনা করতে হবে। কোনো ক্ষেত্রে বিফল হলে কেন বিফল হলো, সফল হলে কোন কৌশল অবলম্বন করে সফল হয়েছে সেটাও আমাদের দেখতে হবে।

‘নির্বাচন বর্জন করে নয়, নির্বাচনে দৃঢ় ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে— নির্বাচনের ক্ষেত্রটা কিন্তু মন্থর না— আমার শৈশব থেকে আমি দেখে এসেছি, গ্রামে যে বাপ-চাচাদের ইলেকশন, ইউনিয়ন কাউন্সিলের (পরিষদের) মেম্বার-চেয়ারম্যান (নির্বাচন) সেখানেও কিন্তু আজ থেকে ৬০-৭০ বছর আগেও আমি ইট-পাটকেল ছুড়তে দেখেছি। সেটাকে মেনে নিয়েই আমাদের নির্বাচন করতে হবে। এটা নির্বাচনের একটা অপরিহার্য অনুষঙ্গ— কিছুটা সাংঘর্ষিক হবে, সে জন্য আমি মাঠ ছেড়ে চলে যাব, নির্বাচন করব না...আপনি মাঠ ছেড়ে দিয়ে বলবেন নির্বাচন হয়নি, তাহলেও কিন্তু হবে না।’—যোগ করেন সিইসি।

হাবিবুল আউয়াল বলেন, ‘আন্তরিকভাবে যদি আমি দায়িত্ব পালন না করি নিশ্চয়ই আমার বিবেকের কাছে দায়ী থাকব। আমি চাইব শপথের প্রতি অনুগত থেকে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করি। প্রতিবন্ধকতা আসবে কী আসবে না তা তো আগাম বলতে পারব না।’

এদিকে সার্চ কমিটি যখন বিভিন্ন পক্ষের কাছ থেকে নাম আহ্বান করেছিল তখন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেছিলেন তিনি কাজী হাবিবুল আউয়ালসহ আটজনের নাম প্রস্তাব করেছেন। হাবিবুল আউয়ালকে সিইসি করায় ডা. জাফরুল্লাহ খুশি হয়েছেন বলেও গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন।

তবে সিইসি হিসেবে নিয়োগের জন্য নাম কে প্রস্তাব করেছিলেন তা জানেন না হাবিবুল আউয়াল। নিজেও নাম প্রস্তাব করেননি বলে জানান তিনি। হাবিবুল আউয়াল বলেন, ‘আমাদের ওপর শক্ত দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে।’

নবনিযুক্ত সিইসি বলেন, ‘শপথ নেওয়ার পর বিগত কমিশন কতটা সফল, কতটা বিফল সেটা পর্যালোচনা করতে হবে। কোনো ক্ষেত্রে বিফল হলে কেন বিফল হলো, সফল হলে কোন কৌশল অবলম্বন করে সফল হয়েছে সেটাও আমাদের দেখতে হবে। কিছুটা অভিজ্ঞতা আমরা আগের কমিশন থেকে নিতে পারব। বিগত কমিশনে যারা ছিলেন তাঁদের আমন্ত্রণ জানাব, পরামর্শ নেব।

কমিউনিটি অপমানিত হওয়ার অভিযোগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করা হবে। প্রয়োজনে সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশি কমিউনিটির এ অর্জনকে আবার সেলিব্রেট করা হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির আগামী নির্বাচনে কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট-২৪ থেকে একজন বাংলাদেশি-আমেরিকান প্রার্থী নির্বাচিত করার ব্যাপারে কমিউনিটির ঐক্যের বিকল্প নেই বলে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ একটি ক্যাফেতে ২৫ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সন্ধ্যায় আয়োজিত মিট দ্যা প্রেস অনুষ্ঠানে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এ অভিমত ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের আয়োজক, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। হোমলন স্ট্রিট নয়, হিলসাইড এভিনিউ-ই ‘লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ’ নামে প্রতীকী নামকরণ করা হয়েছে বলে অনুষ্ঠানে জানিয়ে বলা হয়, অসাবধানতাবশত হোমলন স্ট্রিটটি ‘লিটন বাংলাদেশ এভিনিউ’ হিসেবে উদ্বোধন করা হয়েছে এবং সাইনটিও ভুলভাবে টাঙানো হয়। যা কাউন্সিলম্যান জিম এফ জিনারোকে অবহিত করা হয়েছে এবং অতি দ্রুত সাইনটি ঠিক করা হবে।

আনোয়ার হোসেন বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারি লিটন বাংলাদেশ এভিনিউর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুরো কমিউনিটি অপমানিত হয়েছে। অব্যবস্থাপনা আর বিশৃঙ্খলায় অনুষ্ঠানটি না হয়ে আরও সুন্দর, স্বার্থক হতে পারত। আর এই না পারার ব্যর্থতা আমাদের কমিউনিটির অনৈক্য। অথচ নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা বাংলাদেশি অধ্যুষিত অগ্রসরমান কমিউনিটি। ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রেই বাংলাদেশিদের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি বলেন, কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট ২৪ মাথায় রেখে কমিউনিটির ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশি কমিউনিটির পরিধি বৃদ্ধি, পাশাপাশি ভোটার সংখ্যাও বাড়ছে। ফলে মূল ধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশি-আমেরিকানদের কণ্ঠস্বর ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। মূলধারার রাজনীতিকরা ভোটের মূল্য দিতে শিখেছেন। আজ আমেরিকানদের মাঝে স্বাধীন বাংলাদেশ, বাঙালি জাতির ব্যাপারে জানতে পারছে। যেটা ৩০ বছর আগে ছিল না। কিন্তু একজন বাংলাদেশি হিসেবে ‘লিটল বাংলাদেশ এভিনিউর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিজে অপমানিত হয়েছি বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আগামী দিনে সিটি কাউন্সিলে আমরা আরও শাহানা হানিফ চাই। নিউইয়র্ক সিটির কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট ২৪ থেকে নির্বাচিত বাংলাদেশিই আমাদের মূল লক্ষ্য।

প্রবীণ প্রবাসী নাসির আলী খান পলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে মূল আলোচনায় অংশ নেন মূলধারার রাজনৈতিক মোর্শেদ আলম, অ্যাসাল-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং ইউনিয়ন নেতা মাফ মিসবাহ উদ্দিন ও ফার্মাসিস্ট আওয়াল সিদ্দিকী। ‘লিটন বাংলাদেশ এভিনিউ’র উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজনে কাউন্সিলম্যানের অফিসের সাথে সমন্বয়কারী ৭জন যথাক্রমে মোহাম্মদ আলী, রেজাউল করীম চৌধুরী, ড. দিলীপ নাথ, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, মোহাম্মদ তুহিন, বাহলুল সৈয়দ উজ্জ্বল ও রাব্বী সৈয়দ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এবং কিভাবে অনুষ্ঠানটি হলো তার প্রেক্ষপট তুলে ধরেন। এছাড়াও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মিনহাজ আহমেদ সাম্মু ও এএফ মিসবাহউজ্জামান সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে নাসির আলী খান পল বলেন, একুশের অনুষ্ঠানে যা হয়েছে তাতে বাংলাদেশ কমিউনিটি, বাংলাদেশ, দেশের পতাকা অপমানিত হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অবাঙালির হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। আমাদের অনৈক্য আর নেতৃত্বের ব্যর্থতাই এজন্য দায়ী। তবে সেদিন কি হয়েছে সেটা আজকের বিষয় না, মূল বিষয় হচ্ছে আগামী যাতে আর একই ভুলের পনরাবৃত্তি না হয় এবং বৃহত্তর স্বাথে আমরা কিভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি, ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি সেই মূল বিষয়।

মোর্শেদ আলম বলেন, আমরা আমরা বড় কমিউনিটি কিন্তু ঐক্যবদ্ধ নই। যার সুযোগে কাউন্সিলম্যান জিম জিনারো আমাদের অপমান করেছেন। আমাদের অনুষ্ঠান তিনি করেছেন। আমাদের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হয়ে তিনি তা করতে পারেন না। এর প্রতিকারের জন্য তার কাছে যেতে হবে।

মাফ মিসবাহ উদ্দিন বলেন, সময় এসেছে বাংলাদেশি কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। আমাদের নেতৃত্বের ব্যর্থতা আর অনৈক্যের কারণে আমরা আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। অথচ একটু ত্যাগ স্বীকার করলে আমরা আরো অনেক বড় বড় কাজ করতে পারি।

আওয়াল সিদ্দিকী বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তরাষ্ট্র সফলকালীন সময়ে তার সাথে যখন হোটেলে আমরা সাক্ষাৎ করি তখন তিনি বলেছিলেন- প্রবাসে যাই করো দেশকে ভুলে যেও না, পারলে দেশের জন্য কিছু করো। তাঁর কথা আজো মনে আছে, তাই দেশের জন্য স্বাধ্য মতো কিছু করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। তিনি বলেন, ‘লিটন বাংলাদেশ এভিনিউ’র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যা হয়ে তার আর পুরনাবৃত্তি হতে দেয়া যাবে না। কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আলী বলেন, আমাদের আগামী দিনের টার্গেট আসন্ন নির্বাচনে ডিস্ট্রিক্ট ২৪ থেকে বাংলাদেশি-আমেরিকানকে নির্বাচিত করা। সেই লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বক্তা হিসেবে আমাদের পাঠানো লিস্ট অনুসরণ করা হয়নি। যার জন্য আমরা অপমানিত হয়েছি। কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার বলেন, লিটল বাংলাদেশ এভিনিউ নামকরণ অবশ্যই একটি বড় অর্জন, তবে এই সম্মান একদিনে কিংবা একজনের চেষ্টায় অর্জিত হয়নি।

কিন্তু একটি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম খবরে এই অর্জনের কৃতিত্ব একজনকে দেয়া হয়েছে যার ফলে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তিনি বলেন, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডানোভান রিচার্ডসেরও ভূমিকা ছিল এবং তিনি চেয়েছিলেন বরো হল এবং কাউন্সিল মেম্বার অফিস মিলে যৌথভাবে নাম ফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হবে। কিন্তু কাউন্সিলম্যান জিম জিনারো একাই অনুষ্ঠানের আয়োজক করায় বরো প্রেসিডেন্ট ডানোভান রিচার্ডস আর অনুষ্ঠানে আসেননি।

প্রসঙ্গত তিনি বলেন, অনুষ্ঠানটিকে বর্ণাঢ্য করতেই জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় পতাকাসহ ব্যানার, পোস্টার আর কয়েকজন অতিথির জন্য উত্তরীয় নিয়ে যায় এবং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কাউন্সিলম্যানকে প্ল্যাক দেয়। বাহলুল সৈয়দ উজ্জ্বল বলেন, জ্যামাইকায় আজকের বাংলাদেশ কমিউনিটি একদিনে গড়ে উঠেনি। এজন্য সকল বাংলাদেশিই কৃতিত্বের দাবিদার। আমরাও অতীতে সফলতার সাথে অনেক অনুষ্ঠান করেছি। তবে এমন অনুষ্ঠান আগে হয়নি।

মোহাম্মদ তুহিন বলেন, একে অপরের দোষ-ত্রুটি ধরে পিছনের দিকে নয়, আমাদেরকে সামনের দিকে এগুতে হবে। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়েই কাজ করতে হবে। রাব্বী সৈয়দ বলেন, অনুষ্ঠানটি আয়োজনে আমাদের ব্যর্থতা রয়েছে সত্য, তবে তা ইচ্ছাকৃত নয়। আর ওইদিন পরিস্থিতি এমন হয়ে ওঠে যে আমার কি করণীয় তাই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

ভাই আমার কথা বলতে বলতে চুপ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বৃহস্পতিবার সকালে বরগুনার বেতাগী উপজেলার হোসনাবাদ ইউনিয়নের কদমতলা গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, স্বজন ও প্রতিবেশীরা ভিড় করেছেন হাদিসুরের বাড়িতে। তাঁর মা আমেনা বেগম ছেলে হারানোর শোকে মূর্ছা যাচ্ছেন। তিনি বিলাপ করে বলছিলেন, ‘বুধবার হাদিস আমাকে ফোন দিছিল। আমি ডাক্তার দেখায়েছি কি না, জানতে চাইছিল। আমার ছেলে আমাকে বলছে, “মা, তুমি আমাদের ভাইবোনদের পুতুলের মতো করে সাজিয়ে তুলে তুমি কোথায় যাবা। মা, তুমি না বাঁচলে আমরা বেঁচে থেকে কী লাভ।” আইজ আমার বাবাই তো নাই!’

বুধবার বিকেলে হাদিস মুঠোফোনে মা আমেনা বেগম ও ছোট ভাই গোলাম রহমানের সঙ্গে কথা বলছিলেন। মায়ের সঙ্গে কথা বলা শেষে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার সময়ই বিকট শব্দ শোনা যায়। এরপর ফোনের ওপ্রান্তে আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। সংযোগ বিচ্ছিন্ন। বারবার ফোন করেও আর সংযোগ পাওয়া যায়নি। দিনভর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যেই ছিল পুরো পরিবার ও স্বজনেরা। রাত ১০টার দিকে প্রথম হাদিসুরের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হয় পরিবার।

হাদিসুরের মা আমেনা বেগম ছেলে হারানোর শোকে বিলাপ করছেন আর বার বার মূর্ছা যাচ্ছেন

গোলাম রহমান এসব বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েন। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের এই শিক্ষার্থী বলেন, ‘ভাই আমার কথা বলতে বলতে চুপ হয়ে গেল...। আমরা বুঝতে পারিনি, ওরা এত খারাপ পরিস্থিতিতে আছে। আমরা কেবলই উদ্বিগ্ন ছিলাম, শঙ্কায় ছিলাম। কিন্তু মৃত্যুর আগেও আমাদের আশ্বস্ত করেছে ভয় না পেতে। বলছিল, তাঁদের কোনো সমস্যা নেই।’

কদমতলা গ্রামের বাসিন্দা মো. আবদুর রাজ্জাকের চার ছেলেমেয়ের মধ্যে হাদিসুর মেজ। মাস ছয়েক আগে সর্বশেষ বাড়িতে এসেছিলেন হাদিসুর। তবে পরিবারের সঙ্গে নিয়মিতই যোগাযোগ ছিল। ছেলের মৃত্যুর খবরে আবদুর রাজ্জাক যেন নির্বাক। বাড়িতে অসংখ্য মানুষের ভিড়। সবার মধ্যে তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছেলে হাদিসুরকে খুঁজছেন আর কিছু সময় পর পর বলছেন, ‘কই আমার হাদিসুর, আইছে?’

পরিবারের সদস্যরা বলেন, মেরিন একাডেমি থেকে প্রকৌশলী হওয়ার পর চাকরিতে যোগ দেন হাদিসুর। পরিবার ও দুই ভাইয়ের পড়াশোনা সব মিলিয়ে আর বিয়ের কথা ভাবেননি। চেয়েছিলেন দুই ভাইয়ের পড়াশোনা আরেকটু এগিয়ে নিতে। এবার বাড়িতে ফিরলে বিয়ে করার কথা ছিল। পরিবারের সবাই কনের খোঁজখবর করছিলেন। কিন্তু বিয়ে তো দূরে থাক, জীবনই থেমে গেল হাদিসুরের।

গোলাম রহমান বলেন, ‘আমার বড় ভাই ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম। পুরো পরিবার তাঁর ওপর নির্ভরশীল ছিল।’

বুধবার ইউক্রেনের অলভিয়া বন্দরে আটকে থাকা বাংলাদেশি পণ্যবাহী জাহাজ ‘এমভি বাংলার সমৃদ্ধি’ রকেট হামলার শিকার হয়। স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা ১০ মিনিটে এ হামলা হয়। এতে জাহাজে আগুন ধরে নিহত হন হাদিসুর রহমান (৩২)।

হাদিসুরের চাচা বেতাগী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাকসুদুর রহমান বলেন, হাদিস ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছাত্র ছিল। সে চট্টগ্রাম মেরিন একাডেমি থেকে পাস করার পর ২০১৮ সাল থেকে ওই জাহাজে ছিল।

বাঙালির চা প্রীতির সাতকাহন

আবদুস শহীদ

এক শতাব্দি পূর্বে লর্ড মেকলে ভারতীয়দের উদ্দেশ্য করে এক সাধু বাক্য প্রকাশ করেছিলেন যে, “ভারতে এমন এক শ্রণীর লোক প্রস্তুত করতে হবে যাদের কালো চামড়ার নিচে ভারতীয় রক্ত প্রবাহিত হবে সত্য, কিন্তু রুচি, মতামত ও চিন্তাভাবনায় তারা হবে সম্পূর্ণ ইংরেজভাবাপন্ন।”

মেকলের দূরদৃষ্টির প্রশংসা করতে হয়, না হলে ১৮৩৩ সালে বিশেষ করে বাংলাদেশে এমন এমন মূর্তি প্রকাশ করবে কেন? আমরা যে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নিজস্ব অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি তা নয়, কর্মদোষে সকল বিষয়েই আমরা পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছি। শাসকজাতির আচার ব্যবহার ও বেশভূষার অনুকরণে আমরা যে রূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছি তাতে অন্য প্রদেশের লোক এখনও আমাদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। ঠিক এভাবেই আরেকটি কুঅভ্যাস সমাজের সর্ব স্তরে প্লাবিত হলো। পূর্বে চা পান ব্যাপারটি বাংলাদেশে একদম অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের শাষক ও প্রধান কর্তা লর্ড কার্জন ইউরোপিয়ান টি এসোসিয়েশনকে বিপুল অর্থ বরাদ্দ দিয়ে চায়ের উৎপাদন বাড়াতে বললেন। এবং উপদেশ দিলেন ভারত তথা বঙ্গদেশে সমাজের সব শ্রেণির জনতাকে বিনা মূল্যে চা পান করতে উৎসাহ দিতে হবে। ফলে কলিকাতার বৌবাজারে চায়ের দোকান খোলে বিনা মূল্যে তা বিতরণ শুরু হলো। ছোট ছোট চায়ের দোকান খোলে বাকিতে ও বিনামূল্যে চা সরবরাহ করেছে বৃটিশ কোম্পানিগুলো। এই নিয়ে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় “চায়ের প্রচার ও দেশের সর্বনাশ”শিরোনামে ইংরেজদেরে সমালোচনা করে দেশ পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

“শীত প্রধান দেশে চা পানের কিছু প্রয়োজন থাকতে পারে সত্য,কিন্তু আমাদের উষ্ণ দেশে উহার কোনোই সার্থকতা নেই। সাহেবরা যখন চা পান করে,তখন সাথে কিছু পুষ্টিকর সামগ্রী পেটে পড়ে,কিন্তু বাংলার স্বল্প বেতন ভূক্ত মানুষ পানীয়ের উভয়বিদ প্রয়োজনে চা পান করে থাকে। প্রতিদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর মধ্যে মধ্যে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেন, ইহাই হল কেরাণীর দৈনন্দিন জীবন।উহাতে ক্ষুধা নষ্ট হয়,এবং ব্যয়সাধ্য আহারের ও প্রয়োজন পড়ে না।”

ব্রিটিশদের বিনা মূল্যে চা পান করানোর ঘটনা এখন ইতিহাস।বৃটিশ আমলেই চায়ের সঙ্গে এ দেশের মানুষের পরিচয় শুরু। সুতরাং বাঙালিকে চা ধরানোর পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে ইংরেজ বনিকরাই। ১৬৫৭ সালে প্রথমবারের মতো একটি চায়ের দোকান স্থাপিত হয় লন্ডনে।১৬৬০ সালে ব্রিটেনের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সাথে বিয়ে হয় পর্তুগালের রাজকন্যার।নতুন রাণী ইংরেজ রাজ পরিবারে প্রথম বারের মতো তাঁর স্বদেশ থেকে পাওয়া চা পানের অভ্যাস আমদানি করতে সক্ষম হন।এভাবেই বৃটিশ রাজপরিবার থেকে ইংল্যান্ডের সর্বত্র চায়ের প্রচলন শুরু হয়। এর পর থেকে ইংরেজদের মধ্যে চায়ের কৌতুহল তৈরি হতে থাকে। প্রাথমিকভাবে বৃটেনের অভিজাত পরিবারগুলোতে চায়ের প্রচলন ঘটলেও পরবর্তীকালে সেখানকার সব শ্রেণী পেশার মানুষের কাছে আদরণীয় হয়ে ওঠে চা।

আজ থেকে ১৫৮ বছর আগে ১৮৫৪ সালে সিলেটের মালনিছড়ায় প্রথম চা বাগান তৈরি হয়। শুরু হয় বানিজ্যিক চা উৎপাদন। বৃটিশরা প্রথমেই বুঝেছিল, এখানে চা চাষকে জনপ্রিয় ও গ্রহনযোগ্য করে তোলা যাবেনা যদি বাঙালিদের কাছে চায়ের মর্ম পৌঁছে দেওয়া না হয়। অসম চা কোম্পানি নামের প্রথম চা কোম্পানি প্রতিষ্ঠার পর ইংরেজরা আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞাপনে নামে। বিশেষজ্ঞ দিয়ে তখনই প্রথম বের করা হয় চা পানের বিজ্ঞানসম্মত উপকারিতা। চমক দেয়া ভাষা দিয়ে তৈয়ার করা হয় নানামুখী প্রচারপত্র। বিজ্ঞাপনের ভাষা ছিল এমন,” প্রাণশক্তি ও উৎসাহের উৎস এবং ম্যালেরিয়ানাশক-ভারতীয় চা। সাড়া দিনের কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করে এক পেয়ালা চা যে কত বড় সান্ত্বনা, তা বলা যায় না। সত্যিই চা জাগ্রত জীবনীশক্তির আধার। সকাল বেলা নিয়ম করে অন্তত দু পেয়ালা দেশি চা পান করুন,সাড়া দিনের খাটুনির পর মধুর বিশ্রামের কোন ব্যাঘাত ঘটবেনা।”

চা মার্কেটিংয়ের জন্য বেছে নেয়া হয় ট্রেনষ্টেশন সহ বিভিন্ন ঘনবসতি লোকালয়। লঞ্চঘাটসহ পাবলিক প্লেসে বিজ্ঞাপন ফলক লিখে প্রচার শুরু করে। তাছাড়া দর্শনীয় স্থানে বিভিন্ন স্লোগান সংবলিত বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো। যেমন- চা পানে শরীর সতেজ ও চাঙা হয়,আমাশয় ও প্লেক রোগ সারে ইত্যাদি। সন্দেহ নেই সেকালে বৃটিশের পণ্য প্রসারের জন্য অনেক জ্ঞানি চিন্তাশীল বাঙালির সহায়তা ছিল। তাই বৃটিশদের সময়ে তৈরি করা চায়ের বিজ্ঞাপনের সেই আবেদন যেন আজও তরতাজা। জানা যায় আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের চায়ের প্রতি টান ছিল রীতিমতো কিংবদন্তিতুল্য। কিছুক্ষণ পর পর চা না পেলে তাঁর চলতই না। কথিত আছে যে যথাযোগ্য পরিমাণ চা ও পান দিয়ে তাঁকে একটা ঘরে আটকে রেখে বহু গান লিখিয়ে এবং সুর করিয়ে নিয়েছিলেন গ্রামোফোন কোম্পানির কর্মকর্তারা। কবি নজরুলের চা প্রীতির আরেক কাহিনী। একবার কবি জসিম উদ্দিনের বাড়িতে বসেছে গানের আসর। এমন সময় রাত্রিবেলা চা না পেয়ে কবি অস্থির হয়ে গেলেন ,তখন তিন চার গ্রামে লোক পাঠানো হলো চায়ের খোঁজে। খোঁজাখুঁজির পর জনৈক মাতব্বরের বাড়ি থেকে কয়েকটি চায়ের পাতা বাহির করা হলো। মাতব্বর সেই চা পাতা এনে কবিকে উপঢৌকন দিলেন। চা পাতা দেখে কবির তখন কী আনন্দ। পরবর্তীকালে বহু গুণীজনের কাছে এই চা খাওয়ার বর্ননা করে কবি আনন্দ করতেন।

ঢাকার নবাব আবদুল গনিও নাকি প্রায় প্রত্যেক সকালে তাঁর বাড়িতে চায়ের আসর বসাতেন। তিনি নিজেও চা খেতে ভালবাসতেন। ১৮৭০ সালে শাঁখারীবাজারে আর্মেনিয়ানরা প্রতিষ্ঠা করেন শহরের সবচেয়ে আধুনিক ও অভিজাত চায়ের দোকান। চা বিরোধী দ্রোহ থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রসহ একদল বাঙালি বিভিন্ন সময়ে চায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। বিদ্রোহের কারণ কখনও নির্মিত হয়েছে স্বাস্থ্যগত ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাকে মিশিয়ে। কিন্তু কোনো অজুহাতই হালে টিকেনি। এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, বাংলাদেশ বছরে চা উৎপাদন করে প্রায় সাড় ৬০০ মিলিয়ন কেজি। অষ্টম রফতানিকারক দেশ হিসেবে আমাদের চা রফতানি হয় ২৫টি দেশে। আর ওই বিজ্ঞানের গুনেই হোক আর যেভাবেই হোক, দেশে প্রতিবছর দেশে চা-পায়ীর সংখ্যা বাড়ছে ৬ শতাংশ হারে। গ্রামের রাস্তার পাশে চায়ের দোকান বসেছে। খেলার খবরাখবর থেকে রাজনৈতিক আলাপে চায়ের কাপে ঝড় তুলছে চা পিপাসু একদল লোক।

অতল ভাবনা

অধ্যক্ষ সিরাজ ওয়াজিদ

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। পাকিস্তানিদের অসহনীয় জুলুম, নির্যাতন, শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে পঁচিশ বছর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীদের সাথে নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধ করে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। আমাদের স্বাধীনতার মূল মন্ত্র ছিল গণতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতা। ৫০ বছর হলো দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা কী আমাদের স্বাধীনতার চেতনায় আছি? মনে হয় না। এখনও তা অর্জন হয়নি। স্বাধীনতার চেতনার ধ্বজাধারীরাই তা থেকে যোজন-যোজন দূরে নিয়ে যাচ্ছেন দেশকে। স্বাধীনতার পরপরই একদল নেতা বঙ্গবন্ধুকে ত্যাগ করলেন। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে করে গঠন করলেন জাসদ। হাজার-হাজার ছাত্র-যুবক তাদের মন্ত্রে বিশ্বাস করে প্রাণ দিল। আজ সেসব নেতা কোথায়? তথাকথিত তাত্ত্বিক গুরু বলে খ্যাত সিরাজুল আলম খান সাম্রাজ্যবাদের কোলে বসে অর্থাৎ আমেরিকায় বিলাসী জীবনযাপন করছেন। আ স ম আব্দুর রব কখনও এরশাদ সাহেবের গৃহপালিত বিরোধী দলের নেতা, কখনো নৌকার গুণটানা মন্ত্রী, আবার কখনও খালেদা জিয়ার ধানের শীষ নিয়ে নির্বাচন করছেন। আর শাহজাহান সিরাজ? হাজার হাজার তরুণদের বিপথগামী করে হাসানুল হক ইনুরা জননেত্রী শেখ হাসিনার আঁচলের নিচে আশ্রয় নিয়ে ডুগডুগি বাজাচ্ছেন। আর তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত মেধাবী তরুণেরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে দেশে-বিদেশে উদ্বাস্তর মতো দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন। এভাবে চলছে প্রিয় স্বদেশ। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তথা মহাজোটের ইশতেহার ছিল। তারা ক্ষমতায় গেলে দশ টাকায় চাল খাওয়াবেন। ঘরে ঘরে চাকরি দেবেন। তা কী তারা করতে পেরেছেন? দিন দিন দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ দিশেহারা। অথচ বাণিজ্য সচিব বলছেন,”মোটা চালের দাম বাড়েনি। বেড়েছে চিকন চালের দাম। আর মন্ত্রী বলছেন,”কই নিত্যপণ্যের দাম বেড়েছে? আমি তো শুনিনি।” তাদের এসব বকবকানির চলছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০২২ সালের দ্রব্যমূল্যের তুলনামূলক পার্থক্য নিম্নে তুলে ধরা হলো :

২০০৯ সালে মোটা চালের কেজি ছিল ১৯ টাকা। আজ সেই মোটা চালের কেজি ৬০ টাকা। ২০০৯ সালে চিকন চালের কেজি ছিল ২৯ টাকা। আজকের বাজারে চিকন চালের কেজি ৭২ টাকা। ২০০৯ সালে কালিজিরা চালের কেজি ছিল সর্বোচ্চ ৩৫ টাকা। এখন ৮০/৮২ টাকা। বিত্তের ঘরে-ঘরে চিনিগুঁড়া চালের ব্যাপক চাহিদা। এ জাতের চালের বর্তমান বাজারে কেজি হচ্ছে ১০৫ থেকে ১১০ টাকা। সরিষার তেল ২০০৯ সালে লিটার ছিল ৬৫ টাকা। এখন লিটার হচ্ছে ৪০০ টাকা। সয়াবিনের লিটার ছিল ১৮/১৯ টাকা। এখন সরকার নির্ধারিত খোলা সয়াবিনের লিটার ১৩৮ টাকা। খুচরা বিক্রেতারা তা বিক্রি করছেন ১৪৫ টাকা। আর বোতলজাত রূপচাঁদা ১৬৫, ফ্রেশ ১৫৬ টাকা লিটার। অথচ সরকার নির্ধারিত বোতলজাত সকল তেলের লিটার হচ্ছে ১৫২ টাকা। টমেটো বিক্রি হতো ২ টাকা কেজি। কৃষকরা ওই দামেও বিক্রি করতে না পেরে রাস্তায় অথবা খালে ফেলে আসত। কয়েক বছর আগে কয়েক শত টন টমেটো জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে কৃষকরা ফেলে এসেছিল ক্ষোভে। অথচ এখন ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে টমেটোর কেজি ৩০ টাকা।

এভাবে বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম। মাছ-মাংসের বাজারেও আগুন। ৪০ টাকার গরুর মাংসের কেজি ৬২০ টাকা। ২০ টাকার বয়লার মোরগের কেজি ১৪৫ টাকা। মাঝারি একটা দেশি মোরগের দাম ছিল তখন ১২০ টাকা। সেই মোরগ এখন ৮০০/৯০০ টাকা। ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। বিশেষ করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা। তারা না পাচ্ছেন কোনো পেনশন সুবিধা, না পারছেন উপার্জন করতে। মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্যক্তিদেরও নাভিশ্বাস অবস্থা। না পারছেন কিছু বলতে, না পারছেন বাড়তি খরচের চাপ সামলাতে। উচ্চবিত্তরা রয়েছেন রাজার হালে। এরকম হচ্ছে কেন? বিশেষজ্ঞদের মতে,”লাগামহীন দুর্নীতি, ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট, বাজার মনিটরের অভাব এসবের জন্য দায়ী।

পাকিস্তান আমলে ছিল ২২ পরিবার। এখন হয়েছে ২২০০০ পরিবার। এসব হলো কীভাবে? এক্ষেত্রেও বিশেষজ্ঞদের অভিমত—লাগামহীন লুটপাট, বিদেশে অর্থ পাচার, বিভিন্ন কোম্পানির (দেশি)বিদেশে বিনিয়োগ। প্রকৃত গণতন্ত্রের অভাবের কারণে ক্রমশ দেশের পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। অনেকে বলছেন, বঙ্গবন্ধু পারেননি দুর্নীতিবাজ , আমলা, রাজনৈতিক চামচাদের লাগাম টেনে ধরতে। তাছাড়া হঠকারী রাজনীতিবিদ ও বিদেশি চক্রান্তকারীদের কারণে তাঁকে জীবন দিতে হয়েছে। তাদের মতে, স্বাধীনতাবিরোধীরা নয়, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে বা করিয়েছে উপরোক্ত দুষ্টচক্র। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা একা কতদিক সামলাবেন যদি আমলারা, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা সঠিক পথে না আসে। তাহলে অনেক ভয়ংকর পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। হতে পারে দেশে অস্বস্তিকর কোনো কিছু। আমরা যেন হবুচন্দ্রদের হাত থেকে রক্ষা পাই। ইহাই কাম্য সুশীল ও প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের।

করোনার চেয়েও ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি।

TLC Insurance

Renewal / Broker Change

প্যানডেমিকের কারণে আমাদের অফিসে আসার প্রয়োজন নেই।
আপনারা অনলাইনেই সব সেবা পেতে পারেন।

Nexar Camera
with Discounted Price on the spot.
সেই সাথে ইন্স্যুরেন্স ডিসকাউন্ট

দীর্ঘ ১২ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায় আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Class

ব্রোকারেজ চেঞ্জ করতে হলে TLC বা DMV-তে যেতে হয় না।

We Do all forms of Insurance

- আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা
- Auto, Home & Business
- TLC, Car Service, Uber, Black Car
- Restaurant, Grocery & Other Stores
- Construction & Bond
- Food Vendor
- Commercial Van
- Workers Comp.

TDS Insurance Brokerage Corp.

118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310 Fax: 718-483-9311
email: team@tdsinsurance.com

ভাষা-জন্মের আদিসুর

নাভিদ সালেহ

ভাষা আমার অস্তিত্বের প্রধান নির্ণায়ক বলে আমি মনে করি। তবে, কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। কি করে ভাষার জন্ম হয়? ভাষার কাঠামো বা ব্যাকরণ রূপ নেয় কিভাবে? ভাষার কি রূপান্তর হতে পারে, না তা স্থবির? ভাষা কি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি-প্রসূত না কোনো বিশেষ ব্যক্তিবর্গ, পারিষদ, কিংবা গৌষ্ঠী ভাষা তৈরী করে? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা জরুরি। এতে আমার মায়ের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা আর তা সংরক্ষণের দায়িত্ববোধ, দুইই বলিষ্ঠতর হবে।

আমি একুশ দেখিনি। অগ্রজদের কাছে কেবল তার গল্প শুনেছি। গল্পের শব্দ, বাক্য, আর গাঁথুনিতে যেন দেখে নিয়েছি একুশের রক্তঝরা সকলটিকে। শুনেছি বিদ্রোহী মিছিলের গর্জন। চমকে উঠেছি পুলিশের গুলির তান্ডবে। যেন ছুঁয়ে দেখেছি, আমার ভায়ের রক্তে ভেজা রাজপথটিকে। আমার ভাষার শব্দবন্ধ, একুশের একটি ছবি এঁকে দিয়েছে আমার মানসপটে। ভাষার এমনি শক্তি। কেবল কতক শব্দের গাঁথুনিতে,একটি না দেখা অধ্যায়কে সে জীবন্ত করে তুলতে পারে হাজার বছর পরেও। কাল থেকে কালান্তরে, মানুষে-মানুষে যোগাযোগের তাগিদেই তাই ভাষার জন্ম। পৃথিবীতে আজ অব্দি এমন কোনো গোত্রের আবিষ্কার হয়নি, যা ভাষাহীন; সে সুদূর আলাস্কার ইনুইটরাই হোক, কিংবা হোক অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী Wiradjuri জনগৌষ্ঠী, অথবা বাংলাদেশের খেঁটে খাওয়া সহজিয়া মানুষ—সকলেরই মনের ভাব প্রকাশ করবার, একে অপরের যাতনার ভাগিদার হবার, আনন্দের সাথী হবার, প্রধানতম মাধ্যম এই ভাষা। এ ভাষা কেবল সে জনগৌষ্ঠীর ভাষা। এ ভাষায় “মা” না ডাকলে যেন প্রাণ জুড়ায় নয়। এ ভাষায় যেন পাওয়া যায় সে মানুষগুলোর মাটির খোঁজ। এ ভাষাতে কেবল তার আপোনজনেরা কথা বলে। একজন ধনশালীর যে ভাষা নিঃস্বেরও সে একই ভাষা।

এ ভাষা, পৃথিবীতে তাঁর পরিচিতির প্রথম এবং প্রধান ইঙ্গিত। ভাষা সৃষ্টির তত্ত্ব পাল্টেছে ১৯৬০ সালের দিকে, নোম চমস্কির গবেষণার মাঝ দিয়ে। যদিও সাত শতক থেকেই ভাষা গঠনের কৌশল নিয়ে গবেষণা চলেছে, ১৯৫০-এর দশকে প্রথম একটি সুগঠিত তত্ত্বের উপস্থাপন ঘটে। বি. এফ. স্কিনার ভাষার আচরণগত তত্ত্বে (Behavioral Theory) বলছেন যে ভাষা একটি অধিগত প্রতিক্রিয়া বা learned response। অর্থাৎ স্কিনারের মতে, ভাষা মানুষের আচরণেরই একটি বিশেষ বহির্প্রকাশ আর তার আচরণের সাথে সাথে তা পাল্টায়। চমস্কি এক দশক পর linguistic theory নামের নতুন ভাষাতত্ত্বের অবতারণা করেন। এ তত্ত্বানুসারে, ভাষা অধিগত করবার কিছু সহজাত নিয়ম রয়েছে যা সংস্কৃতি আর ভৌগোলিক অবস্থানভেদে অভিন্ন। ভাষা শিখবার এই নিয়মগুলো মানব মস্তিষ্কের Language Acquisition Device (LAD)-এ গ্রথিত। ক্লাসিকাল ভাষাতত্ত্ব মতে যে কোনো ভাষার চারটি উপাদান রয়েছে: (১) ধ্বনিবিদ্যা (phonology)—যা কিনা কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনির সমন্বয়ে phoneme তৈরীর প্রক্রিয়া; (২) শব্দার্থবিদ্যা (semantics)—যা শব্দ ও শব্দবন্ধের মানে নির্দিষ্ট করে; (৩) ব্যাকরণ (grammar)—যা শব্দ সমেত অর্থবহ বাক্য গঠনের নিয়ম নির্ধারণ করে; এবং (৪) ব্যবহার্যতা (pragmatics)-—যা সামাজিক পরিস্থিতি ভেদে বাক্য ব্যবহারের ধরন তৈরী করে। ভাষা বিষয়ে চমস্কির মূল উপপাদ্য হলো এই যে, ভাষা মানুষের সহজাত (innate) এবং সকল ভাষার জন্ম, মানুষে-মানুষে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে, ভাবের আদান প্রদানের মাঝে।

চমস্কির এ অভিনব তত্ত্বের পর গত কয়েক দশক ধরেই ভাষার উৎপত্তি ও প্রসারের প্রক্রিয়া নিয়ে cognitive science গবেষণা করে আসছে। এ বিষয়ে, অর্থাৎ, ভাষার জন্ম ও গঠন বিষয়ে, দু’টি প্রান্তবর্তী উদাহরণ দেবার প্রয়োজন দেখছি। ভিন্ন ভাষাভাষির একদল মানুষ একত্র হয়ে কোনো কাজ সম্পাদনে বাধ্য হলে, এমনি একটি প্রান্তবর্তী পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়। ১৬ থেকে ১৯ শতকের Trans-Atlantic Slave Trade-এ ভিন্ন মহাদেশীয় মানুষদের উত্তর আমেরিকায় স্থানান্তর এবং sugar plantation বা আখচাষে নিয়োজিতকরণ একটি forced ভাষা বিনিময়ের উর্বর ক্ষেত্রের সূচনা করে। হালে, চমস্কির linguistic theory-র অবতারণা হবার পর, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের sugar plantation-এর আখচাষীদের নিয়ে একটি সুপরিকল্পিত অনুসন্ধান চালানো হয়। ১৯ শতকের শেষদিকে হাওয়াইতে আখচাষের উল্লম্ফন ঘটে। স্থানীয় চাষীরা এর সাথে তাল মেলাতে যখন হিমশিম খাচ্ছিলেন তখন Trans-Atlantic Slave Trade-এর পথ ধরে শুরু হয় Trans-Pacific Slave Trade—দাস ক্রিত হয় চীন, জাপান, কোরিয়া, আর ফিলিপিন্স থেকে। এ ভিনদেশি মানুষগুলো একে অপরের ভাষা বোঝে না। কিন্তু একই আখের বাগানে যে কাজ করতেই হবে, একসাথে। চীনা, জাপানি, কোরীয়, ফিলিপিনো, কিংবা ইংরেজি ভাষা শেখবার সময়ও নেই। অগত্যা, জীবনের প্রয়োজনে, অন্যদেশীয় ভাষার শব্দ আহরণ করতে শুরু করেন দাসেরা। যেন একপাত্রে নানা ভাষার শব্দ-টুকরো ঢেলে দেয়া হয়েছে; প্রয়োজনে এ শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার করা যেতে পারে। এ প্রক্রিয়ায়, অসংলগ্নভাবে একটি নতুন ভাষা জন্ম নিতে শুরু করে। এহেন অবিন্যস্ত ভাষাকে বলা হয়ে থাকে “পিজিন” (pidgin)। প্রখ্যাত মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ স্টিভেন পিঙ্কারের Language Instinct গ্রন্থে এর বিশদ বিবরণ রয়েছে। এই নব্য আগত আখচাষিরা যখন ঘর বাঁধেন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে, আর সেখানে জন্ম নেয় তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের, সে নতুন প্রজন্ম বেড়ে ওঠে বিভিন্ন ভাষা থেকে সংগৃহীত শব্দমালার ভিড়ে গড়ে ওঠা এই পিজিনের সাথে। সে দাস শিশুরা তখন ভাষা গঠনের অন্যান্য স্তর দিয়ে পিজিনটিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং তাকে রূপান্তরিত করে একটি সুবিন্যস্ত ক্রিয়োল (creole) ভাষায়। আর এভাবেই, জন্ম নেয় একটি অভিনব নতুন ভাষা।

ভাষা জন্মের এই প্রক্রিয়া থেকে এটিই প্রতিয়মান হয় যে, মানুষ, কথোপকথনের চাহিদা থেকে, একে অপরের সাথে যোগাযোগের আবশ্যকতা চিরতার্থ করবার প্রয়াসে, শব্দ আহরণ থেকে শুরু করে একটি নতুন ভাষার জন্ম পর্যন্ত দিতে সক্ষম। ভাষা তাই স্থবির নয় কখনোই। একটি গতিশীল আদান-প্রদানের মাঝে এর জন্ম আর বেড়ে ওঠা। আমাদের ভাষাও তেমনি একটি গতিশীল স্রোতস্বীনি, যা হাজার বছরের পরিক্রমাতে ঋদ্ধ আজ। ভাষার লেখনলিপি বা স্ক্রিপ্ট-এর আবিষ্কার ভাষাকে স্থায়িত্ব দিয়েছে বটে, তবে প্রথম স্ক্রিপ্টের পেছনের কারণ বেশ হতাশাব্যাঞ্জক। ইউভাল হারারি তাঁর Sapiens গ্রন্থে বলছেন, যে আজ থেকে ৫০০০ বছর আগেকার প্রথম সুমেরীয় স্কিপ্টের প্রবর্তন হয়েছিল কোনো মহাকাব্যকে অমর করে ধরে রাখবার জন্য নয়, বরং প্রজাসাধারণের কাছ থেকে কর আদায়ের উদ্দেশ্যে। ল্যাটিন আর হায়ারোগ্লিফের ইতিহাসও অনেকটা একই। তাই কোন প্রাচীন গ্রন্থের কাব্যের বা ভাষা ব্যবহারের মান আজকের বিচারে কি, তা দিয়ে ভাষার তুলনা করা বাতুলতা মাত্র। কথিত ভাষার প্রকাশের মাধ্যম লিখিত স্ক্রিপ্ট, কোনো ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে সমর্থ হতে পারে না। একটি ভাষার সাথে আরেকটি ভাষার তুলনা করা কূপমণ্ডূকতার পরিচয় দেয় মাত্র। বাংলা আমার মায়ের ভাষা; মায়ের কাছে শেখা বাংলা “Motherese” আমার প্রথম বুলি। এ ভাষাতেই আমি স্বপ্ন দেখি, সৃষ্টির উচ্ছলতায় বিহ্বল হই, প্রেমের ভাবনায় হই আত্মহারা। এ ভাষা আমার পরিচয় আর অস্তিত্বের প্রথম প্রকাশ। যে বা যারা এ ভাষাভাষির, তারা আমার মানুষ, একান্ত আপনজন। সুদূর প্রবাসে বসে, বাংলায় নিজেকে নিমজ্জনের যে সাধ জাগে আমার চিত্তে, তা যে আমার সহজাত। ইংরেজি ভাষার ইতিহাস যতই পুরাতন আর ঋজু হোক না কেন, তাতে আমার হৃদয় আন্দোলিত হয় না। ল্যাটিন, বা ফরাসি ভাষায় যে গ্রন্থই রচিত হোক না কেন, তাতে আমি বিহ্বল হই না। আজ মহান একুশের প্রহরে দাঁড়িয়ে তাই সকল বাঙালির কাছে এই দাবি জানাই: আমাদের মাতৃভাষার প্রতি সম্মান আর ভালোবাসা প্রকাশ আমাদের দায়িত্ব; প্রমিত শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এ ভাষার সংরক্ষণ আমাদের কর্তব্য—মায়ের জন্যে এটুকুই কেবল সবিনয়, সামান্য নিবেদন।

লেখক পরিচিতি: ড. নাভিদ সালেহ ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস, অস্টিন-এ পরিবেশ প্রকৌশল অনুষদে অধ্যাপনা করছেন।

বাঙালি জাতিসত্তার পথ পরিক্রমা : পূর্বাপর যোগসূত্র

শেখর ভট্টাচার্য

বাঙালির নবজাগরণের প্রচেষ্টার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় মধ্য যুগে। কবি আব্দুল হাকিমসহ অনেকেই বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে এই জাগরণ ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। এই জাগরণকে সমাজ বিজ্ঞানী ড. অনুপম সেনসহ অনেকই অপরিণত জাগরণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আজ থেকে প্রায় সহস্র বছরপূর্বে প্রাকৃত ভাষার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার জন্ম। বাংলা ভাষার জন্মের সেই ঊষালগ্নেই বৌদ্ধ, চর্যা ও দোহার কবি ভূষক দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি ‘বাঙালি’। বাঙালি চেতনা জন্ম লাভ করেছে সহস্র বছর পূর্বে কিন্তু বাঙালির আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান চলতে থাকে মধ্যযুগ থেকে। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে বাঙালি জনগোষ্ঠী প্রকৃত অর্থে বাঙালি জাতি সত্তার স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আমাদেরকে গৌরবান্বিত করে তোলে। গ্রেকো রোমান, হিব্রু-আরবি বা সংস্কৃত-প্রাকৃতের মতো ধ্রুপদী ভাষাগুলো ছাড়া এত দীর্ঘ ধারাবাহিক সাহিত্যসম্পদ পৃথিবীর কম ভাষারই আছে। বিষয় বৈচিত্র্যেও এই সাহিত্যকীর্তিতে অনন্যসাধারণ। বৌদ্ধ সনাতন, শাক্ত বৈষ্ণব, মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ লোকসাহিত্য মিলে বাংলা সাহিত্য তাই এত ঋদ্ধ।

বাংলা সাহিত্যের এই বিপুল ভাণ্ডারে ভাব ও শব্দ সম্ভার আছে আরব, পারস্য, পর্তুগিজ, ইংরেজ থেকে প্রতিবেশী আরাকান রাজ্যের পর্যন্ত; আসাম, উৎকল বা মিথিলার সঙ্গেও বাংলা ভাষার যোগ সামান্য নয়। দশম শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা ভাষার যে পথ পরিক্রমা, সে পরিক্রমায় দেখা যায় বাংলা ভাষা বৈষ্ণব পদাবলি, মঙ্গল কাব্য ও আখ্যানমূলক কাব্যকে আশ্রয় করে ধীরে ধীরে একটি উন্নত ভাষার রূপ ধারণ করতে। বিশ্ব সাহিত্যের গীতি কবিতার জগতে এক অনিন্দ্য সুন্দর সংযোজন হচ্ছে বৈষ্ণব পদাবলি। বৈষ্ণব কবিরা মানব মানবীর প্রেমকে গীতি কবিতায় রূপকের আশ্রয় নিয়ে অসাধারণ উপায়ে উপস্থাপন করেছেন, যা বিশ্ব সাহিত্যের ভান্ডারে এক অভুতপূর্ব সংযোজন। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন এবং ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের, অধিকার বোধের সংস্পর্শে এসেই বাঙালি সর্বপ্রথম যথার্থ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। বাঙালি বুঝেছে কীভাবে এদেশ শোষিত হচ্ছে, রাষ্ট্রিক-ব্যক্তি হিসেবে কী তার দৈন্য এবং তার এই দৈন্যের উৎস কী। ইংরেজ শাসনই প্রথম তাকে আইনানুগ অধিকার দিয়েছে, সাংবিধানিক অধিকার দিয়েছে। এই অধিকারবোধই তাকে স্বাধীনতা চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে, তার মধ্যে জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত ও উদগ্র করেছে।

বাঙালি আবাহমান কাল থেকে তার ভাষাকে গভীরভাবে ভালবেসেছে, লালন করেছে, ভাষার জন্য বাঙালির গর্ব গগণস্পর্শী। এই গর্ব মধ্যযুগের কবিদের মধ্যেও ছিল। কিন্তু মধ্যযুগে বাঙালির রাজভাষা বাংলা ছিল না। বিভিন্ন সময়ে তা বিভিন্ন বিদেশী ভাষা ছিল। মধ্যযুগে বাঙালি রাজ ভাষার প্রশ্নে আবেগ প্রবণ হয়েছে কিন্তু ভাষার বিশেষ স্বীকৃতির জন্য আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েনি। প্রশ্ন হলো, তাহলে কেন পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠী, বিশেষত শিক্ষিত বাঙালি ভাষার প্রশ্নে

প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ল ১৯৫২ সালে! এর কারণ বাঙালির অবচেতন মনে ঘুমিয়ে থাকা জাতিসত্তাবোধ জাগ্রত হওয়া।ভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানীদের নিষ্ঠুর অবস্থান বাঙালি মননে এবং আত্মমর্যাদায় প্রবল আঘাত হানে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে তাই এক অভূতপূর্ব নবজাগরণ ঘটে। এই নবজাগরণ সৃষ্টি হয় ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে।নবজাগরণের ফলে এই সময় কালেই বাঙালি জাতি সত্তার সুস্পষ্ট রূপ বাঙালিদের চোখের সামনে আবির্ভুত হয়। ভাষা আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেকে দ্রুত রাজনৈতিক আন্দোলনে রুপান্তরিত হয়েছে। ভাষা আন্দোলন যে শুধু মাত্র ভাষার অধিকার আদায়ের আন্দোলন ছিলোনা তা’ আমরা সুস্পষ্ট ভাবে জানতে পারি বদরুদ্দীন উমর সহ ভাষা আন্দোলনের অগ্রগণ্য গবেষকদের গবেষণাকর্ম থেকে।ভাষা আন্দোলনের চরিত্রের রূপান্তরটি অনেকের কাছে অস্বাভাবিক মনে হলেও গবেষকদের কাছে এই মোড় পরিবর্তন ছিলো খুবই স্বাভাবিক। অনেকেই বিস্মিত হন মূলত ছাত্র-তরুণ, শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন, কী করে দুই দশকের মধ্যে একটি জাতির জাগরণ ঘটিয়ে জাতিকে একতাবদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে নিয়ে আসে!গভীর বিশ্লেষণে বিস্মিত হওয়ার তেমন কোন উপাদান পাওয়া যায়না, যদি ভাষা আন্দোলনের পূর্বাপর ইতিহাসকে মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করা যায়।

ভাষা আন্দোলন কী শুধুমাত্র মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিলো?এ’বিষয়ে লেখক, গবেষকরা নানা মত ব্যক্ত করেছেন। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস এবং এর পূর্বাপর ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ করলে,এটি যে নিছক মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিলো না সে কথাটি বলা যায় নিঃসন্দেহে। মধ্য যুগ পার হয়ে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমল পর্যন্ত বাঙালি নানা রকম নির্যাতন, নিপীড়ন শোষণের শিকার হয়েছে। অপশাসন, ঔপনিবেশিক অধস্থন নাগরিক হিসাবে বেঁচে থাকা একপর্যায়ে বাঙালি জাতির জন্য অসহনীয় হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে এসে একটি গণতান্ত্রিক, স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটানোর জন্য তাই পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালির স্বতস্ফুর্ত অংশ গ্রহণ। রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানীদের অনায্য অবস্থানের কারনে বাঙালি উপলব্ধি করতে পেরেছিল স্বাধীন পাকিস্তান বাঙালির জন্য নির্মম প্রহসন, অবাস্তব স্বপ্ন। এ’নিষ্ঠুর সত্যটি উপলব্ধি করার পর ভাষা আন্দোলন হয়ে ওঠে বাঙালির বাঁধ ভাঙ্গা প্রতিবাদ, প্রতিরোধের এক অভাবনীয় আন্দোলন। এই আন্দোলনের মাধ্যমে সহস্র বছর ধরে চলে আসা নির্যাতন, নীপিড়ন, শোষণ ও ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির এক অদম্য স্পৃহা লক্ষ্য করা যায়। শোষণ, নির্যাতন বিরোধী এ’ আন্দোলনে ভাষার অধিকার রক্ষার বিষয়টি চলে আসে কেন্দ্র বিন্দুতে। বাঙালি হৃদয়ে সহস্র বছরের ক্ষোভ আন্দোলনকে এনে দেয় একটি অচিন্ত্যনীয় তীব্রতা। এই তীব্রতার ভয়ে ভীত হয়ে পাকিস্তানী শাসকেরা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়। এই আলোচনা থেকে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়, ভাষার অধিকার প্রশ্নে যে আন্দোলন সূচিত হয়েছিলো, প্রথমে সেই আন্দোলনটি ছিলো সাংস্কৃতিক বলয়ের ভেতরে, সংস্কৃতির বলয় থেকে রাজপথে এসে আন্দোলন রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের রূপ ধারণ করে। আন্দোলনের পূর্বাপর ইতিহাস বিশ্লেষণ না করলে, বিষয়টি অনুধাবন করা কষ্টকর। পাকিস্তান আন্দোলন ঘিরে নানারকম স্বপ্ন ছিল বাঙ্গালির একারনে“লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান” ধ্বনি দিয়ে সকল স্তরের মানুষ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিল, এ’ কথাটি ঐতিহাসিক সত্য। পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ গ্রহণ ছিল মানুষের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য। কৃষক ভেবেছিল তারা জমি পাবে, শ্রমিক ভেবেছিল কাজ পাবে ও বাঁচার মতো মজুরি পাবে, ছাত্রদের জন্য শিক্ষা হবে সুলভ, শিক্ষিত যুবকেরা পাবে চাকরি ও জীবিকার নিশ্চয়তা।পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির অধিকার চেতনা হয়েছে প্রখর। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে পাকিস্তানের স্রষ্টা জিন্নাহর অনমনীয় মনোভাব, লিয়াকত আলীর গোঁয়ার্তুমি, পাকিস্তানের অবাঙালি আমলাদের বাঙালিবিরোধী ভূমিকা, আর অন্যান্য পাকিস্তানি ও পাকিস্তানপন্থী বাঙালি রাজনীতিকদের দোলাচল ও আপসকামিতা লক্ষ্য করে বাঙালির রাজনৈতিক সতেচনতা স্মরণ কালের মধ্য সব চেয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে পড়ে। এ’ কারনেই দৃশ্যপটের দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

রাজনৈতিক আন্দোলনে যখন রাজনৈতিক সচতনতা এবং সাংস্কৃতিক অধিকার বোধের উপাদান থাকে, তখন তা’ হয়ে উঠে প্রকৃত গণআন্দোলন। একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় ভাষা আন্দোলন কিন্তু একক কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়নি। বাঙালি জাতিসত্তা জাগ্রত হওয়ার কালের এই আন্দোলনে আমরা দেখতে পাই পূর্ব বাংলার সকল শ্রেণির মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে এই আন্দোলনে নায়কের ভূমিকা পালন করেন, পূর্ব বাংলার সকল শ্রেণি থেকে আগত জনমানুষ।

কালের যাত্রাপথে একুশের চেতনা বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ভাষাকে ছাড়িয়ে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের অন্যান্য অঙ্গনেও আজ বিস্তৃত। বাংলাভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ থেকেই আমাদের জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। এই চেতনা বাংলাদেশি নয়, বাঙালি চেতনা। এই চেতনা থেকেই স্বাধিকার আন্দোলন যা রূপ লাভ করে মুক্তিযুদ্ধে। আর এই সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং একটি শোষণমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি এ’কথাটি সত্য কিন্তু মানবিক, বৈষম্যহীন, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গড়ার যে অঙ্গীকার ছিল, তা’ থেকে আমরা মনে হয় অনেক দূরে অবস্থা করছি। ভাষা আন্দোলনের চেতনা ধারণ করে ভাষাশহীদদের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের পথে এখন মনোযগী হতে হবে। মনে রাখতে হবে ভাষা আন্দোলনের সত্তর বছর পূর্তি হচ্ছে এ’ বছর। সময় ক্ষেপন করার মতো বিলাসী সময় নেই আমাদের হাতে।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও উন্নয়ন গবেষক

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোনঃ ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)

GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন বুলবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত

আস্-সালাম ফার্মের্সি

(সাটফিন বুলভার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- ✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- ✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- ✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- ✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- ✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়।

লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ঢেউ খেলে ভরা নদী

শেখ জলিল

যৌবনের ভারে ভরা নদী
নাকি নদীর ভারে যৌবন
কোনটা ছুটছে নিরবধি
করে বুনো জলে সন্তরণ?

মোহনা সাগরে বুক ধুধু
উথালিপাথালি করা ঢেউ
দেখছি আমিই এক শুধু
দেখেনি অপরে কাছে কেউ।
ঢেউ খেলে ভরা নদী
নদী খেলে ত্বরা ঢেউ
মৌসুমে মৌসুমে যদি
কেউ পিছে নেয় ফেউ।

এমনই সব দিনলিপি

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

হিজাব পরেছি, ছিঁড়ছো হিসেব মতো
কী আর হবে ক্লোরোপিকরিন ছুঁড়ে
কে যে ভুল আর গুণ-দোষ কার কত,
কষছো হিসেব, বিয়োগেই যে হবে পরে!
নিয়ম তোমার মনু'রই সৃষ্টি-কর্ম
তবুও ধর্ম, রাজনীতি না-পছন্দ
কোথাও কিছু নিয়ম ভাঙলে ক্ষতি কী,
কেন গোল করো কেনই বা করো দ্বন্দ্ব!
ভাগ্য, কর্ম সবাই এসেছো নিয়ে
ধর্মটুকু তো এখানেই ভাগ করা
সংস্কার'টাকে বর্ম বানালে ক্ষতি কী,
সেটুকু যদিও খন্দ-খানায় ভরা!
রাস্তা সে-তো বানানো আছেই আগে
যদিও তোমায় রাস্তা দেখাতে পারি
লালন-সাঁই-কবীর-তুলসী- বুদ্ধ
ফেরেছে এখনো একই মন্ত্রের ফেরি!
কোন্ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমরা আজ
ধর্ম-নিগ্রহ সকাল-বিকেল করো..
সেই ধর্মেরই দামামা বাজাও আবার,
আস্তিনে সাপ, তাকে নিয়ে খেলা করো!

বিরহ ডাকে দ্বিচারিতা ওড়ে

তমিজ উদ্ দীন লোদী

ইচ্ছে হয় তোমাকেই শুধু আঁকি আমার তুলিতে
ইচ্ছে হয় মূর্ত করে তুলি, তবু কি করে যে বিমূর্ত হয়ে ওঠে
যেন ভাঙচুর মুখ, কিয়দংশ খন্ডিত আয়নার মতো দোলে।

মেঘ ও রোদের খেলার মতো ছায়াতুর
রহস্যের আঁধারে ঘেরা অবয়বে ক্রূরতা কি ফোটে?
অথচ মোটেই ক্রূর নও তুমি
তবে কি তৃতীয় কোনো চোখ এসে হানা দেয় অবচেতনে!

যেন অচেনা কোনো সারগামে শিল্পীত হয় চোখ
বুঁদ হয়ে দেখি আপাত কোমল মুখ স্মৃতির চারপাশে
যেন অরণ্য আর গাছপালার আড়ালে ফুলের বিরহ
তবু কেন বিরহ ডাকে দ্বিচারিতা ওড়ে।

জীবন যা যাপন করে

স্বপন বি লিও

যে জীবন মানুষের মত, আসলে তা মানুষ নয়।
রাত পোহালেই সূর্য হাসে, বেড়ে চলে স্বপ্ন ক্ষয়।
বড় হচ্ছে অপ্রাপ্তিগুলো, বেড়ে যাচ্ছে জরা-জীর্ণ ব্যাধি।
নিজের দুঃখ বুকে নিয়ে, পাড়াতো এবং খালাতো দুঃখে কাঁদি।
চুলের রঙে রূপালি আদর, মাথার উপর জ্ঞানী টাকের ছোঁয়া।
আসল-নকল চিনতে গেলেই, ধরিয়ে দেয় ছেলের হাতের মোয়া।
আয় ফুড়ুলো ব্যয় বাড়িলো, খাজনা তবু নিয়ম করে দেই।
বাতাবি লেবুর ফলন ভালো, তবু দিনের শেষে হারিয়ে ফেলি খেই।
কত কিছুই বলার ছিলো, কত কিছু করার রইলো বাকি
পান্তাভাত আর মরিচ খেয়েই, বিরিয়ানির ঢেঁকুর তুলে ডাকি।
তেত্রিশ চলে যাচ্ছে, কথা রাখলো না কেউ
চারিদিকে ব্যাঘ্র দেখি, কিন্তু ডাক শুনি ঘেউ-ঘেউ।
গোটা একটা ডিমেই পচন, কুসুম কি আর ভালো রয়?
জীবন শুধু বয়েই যাচ্ছে, এ জীবন তো যাপন নয়।

রোদ না মেঘ আমি কার মন রাখি?

স্বপ্ন কুমার

রোদ:
এই যে রোদের প্লাবন
এই যে ঝরো ঝরো রোদ সারাদিন মান
এই যে ছায়ার আকাল
আর এই যে ঠা-ঠা আসমান
তারপরও তোমাকেই ভাললাগে বেশি
ওগো গ্রীষ্ম কাল ...।
মেঘ:
আমি তো বলিনি মেঘ-
ভালবাসি তোমাকে একটুও কম
বলেছি এটুকু শুধু, রোদের নরম
ফোটায় সবার মুখে কি যে এক হাসি
ওগো মেঘ—বৃষ্টির প্রাণ
রোদের মতোই আমি
তোমারেও ঠিক ভালবাসি ...।

প্রত্যাবর্তন

কাজী ইসলাম

সারাদিন ধরে তুষার পড়ছে আজ। জানালা দিয়ে বাইরে দেখছেন আবরার সাহেব। কাফনের রঙের মতো মৃত্যুর রঙ ছড়ানো মৃত্যপুরী যেন নেইবারহুডটা। নিউইয়র্ক থেকে নব্বই মাইল দূরে জায়গাটা। বাংলাদেশের সবুজে অভ্যস্ত চোখ অনভ্যস্ত এমন দৃশ্য দেখতে।

আড়াই বছর ধরে এখানে মেয়ের বাড়িতে আছেন আবরার সাহেব সস্ত্রীক। সরকারি চাকুরির উচ্চপদ থেকে অবসর নেবার পরে ভালোই ছিলেন দেশে। ইচ্ছে ছিলো গ্রামের বাড়ি যেয়ে থিতু হবেন জীবনের বাকি সময়টার জন্য! রিভিজিট করবেন ফেলে আসা অতীতকে। শৈশব কৈশোর যৌবনের প্রারম্ভের সময়টা কাটিয়েছেন যেখানে। একমাত্র সন্তান মেয়ের জেদে আজ তিনি নিউইয়র্কের উপকণ্ঠে।

মেয়ে বিয়ের পর জামাইয়ের সঙ্গে আমেরিকা পাড়ি দেয়। আবরার সাহেব তখন চাকুরি জীবনের মধ্যগগনে। ধীরেধীরে মেয়ে জামাই স্থায়ী হয় আমেরিকা। দুয়েকবার তাদের কাছে বেড়িয়েও গেছেন। অবসর নেয়ার পরপর মেয়ে জেদ ধরলো তার কাছে যেতে। কেন তাঁরা একাকী দেশে পড়ে থাকবেন! বয়স বাড়ছে, একটা সময় দেখভালের প্রশ্ন আসবে, কে দেখবে তাঁদের।

মেয়ের সঙ্গে থাকার তীব্র ইচ্ছা তাঁর স্ত্রীর ছিল আগে থেকেই। আবরার সাহেবের মনের অজান্তেই কি একটু লোভ ছিলো না একমাত্র সন্তানের সঙ্গে থাকার! সেই লোভের মৃদু শিখার সলতেটা উস্কে দিয়েছিলেন স্ত্রী! আড়াই বছর ধরে আছেন এখানে।

এখন মনে হয় না আসলেই ভালো হতো। নিজের সংসারের কেন্দ্রে ছিলেন, এখানে এটা মেয়ে-জামাইয়ের সংসার। উনার অবস্থান এখন সংসারের বৃত্তের কোথাও নয়! মেয়ে-জামাই এখানকার নিয়মেই প্রচণ্ড ব্যস্ত। তাদের সঙ্গে বলতে গেলে দেখাই হয় না! স্ত্রী উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন মেয়ের সংসারে। আবরার সাহেবের ধারণা উনার স্ত্রী মেয়ের সংসারে নিজেকে প্রয়োজনীয় করে তুলতে এত পরিশ্রম করেন। হয়তো অজান্তেই নিজের অবস্থানটা মেয়ের সংসারে পাকা করতে চান। কে জানে! ঐ উনিই দেশে দোর্দণ্ড প্রতাপে দু'তিনজন কাজের লোক খাটাতেন!

প্রথম প্রথম মেয়ের বড় উৎসাহ ছিল। যতেœর সাথে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। এবং তখনই আটকে গেলেন। এখন তিন মাস পরপর ডাক্তারের কাছে নিয়মমাফিক যেতে হয়। ডাক্তারের অফিস থেকে ফোনের পর ফোনে মনে করিয়ে দেয়া হয় যাবার কথা। মেয়ের মনে হয় উৎসাহে ভাটা পড়েছে। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার কথা বললে আবরার সাহেবের মনে হয় তাদের বিড়ম্বিত করা হয়। তাদেরও দোষ দিতে পারেন না। দুজনেই কাজ করে, তাদেরও সময় বের করতে হয় বহু কসরত করে। বড় বিব্রতবোধ করেন আবরার সাহেব। ডাক্তারের অফিস পাঁচ মাইল দূরে।পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নেই। কেউ না নিয়ে গেলে যাবার উপায় নেই।

সারাদিন বাসায় একা! স্ত্রী মহাব্যস্ত মেয়ের সংসার নিয়ে। কয়েকঘর বাঙালি বাস করেন দূরে দূরে। তাঁর সমবয়সী কেউ নেই বলতে গেলে। সেই বাঙালিরা মাঝেমাঝে বিভিন্ন উপলক্ষে মেয়ের বাসায় নেমন্তন্নে আসেন। তখন আরেক বিড়ম্বনা! নিজেকে বেমানান লাগে। নিজের ঘরের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন। প্রথম প্রথম মেয়ে উৎসাহ নিয়ে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিত অভ্যাগতদের সঙ্গে। এখন মনে হয় মেয়ে ভুলেই যায় তাঁদের অস্তিত্ব।

নাতি-নাতনি দুটোর প্রতি স্নেহের আকর্ষণ বোধ করেন তিনি। কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগাযোগের তরঙ্গটা খুঁজে পান না। তারা বড় ব্যস্ত থাকে তাদের পড়াশুনা, স্কুল, টিভি এবং নতুন নতুন গ্যাজেট নিয়ে।

আমেরিকা এসে নিজেকে মিসফিট লাগে। খেতেও সমস্যা হয়। উনার স্ত্রীর রান্না কোন কালেও উচ্চাঙ্গের ছিল না। দেশে থাকতে রান্নার আলাদা বুয়া ছিল। বড় ভালো রাঁধতো মেয়েটা। এখানে রান্না করেন স্ত্রী। মশলা নাকি পানির জন্য কে জানে, বড় বিস্বাদ লাগে খেতে। বাসনার সেরারসনা থেকেও বঞ্চিত থাকতে হয় আবরার সাহেবকে।

এসব কোন বড় ব্যাপার নয় অবশ্য। বড় ব্যপার উনি এখানে 'মি. নোবডি'!

এমনকি মেয়ে জামাইয়ের কাছেও। আছেন, খাচ্ছেন দাচ্ছেন, টিভির সামনে বসে ঝিমোচ্ছেন আর ঘুমোচ্ছেন। দিনের পর দিন ইঁটচাপা ঘাসের মত নেতিয়ে যেতে থাকেন আবরার সাহেব।

ইদানিং নতুন উপদ্রব, মেয়ে চাপ দিচ্ছে ঢাকার বাড়িটা বিক্রি করে দেবার জন্য।

"কে দেখবে ওটা ভবিষ্যতে, বারো ভূতে খাবে। তার চাইতে ওটা বিক্রি করে দেয়াই ভালো।"

আবরার সাহেব জানেন আরো কিছু কথা উহ্য রাখলো মেয়ে। সেগুলো প্রকাশ হবে বাড়িটা বিক্রির পরে, টাকা হাতে এলে।

আবরার সাহেব ভাবেন, বাড়িটা শুধু কি একটা বস্তু? আবেগের কোন ব্যপার নেই?

বাবা আর আবরার সাহেব দুই জেনারেশন ধরে বাড়িটা বানিয়েছেন তিল তিল করে। ঐ বাড়িতে উনার বাবা মারা গেছেন, মা মারা গেছেন। ঐ বাড়িতে বিয়ে করে স্ত্রীকে নিয়ে সংসার সমুদ্রে ভেলা ভাসিয়ে ছিলেন। ঐ বাড়িতে বড় হয়ে উঠেছে উনার মেয়ে। কত আনন্দের স্মৃতি, বেদনার স্মৃতি জড়িয়ে আছে ঐ বাড়িটার সাথে।

মনস্থির করেন আবরার সাহেব। স্ত্রীর সঙ্গে কথাই হয় না আজকাল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর রাতে স্ত্রী বিছানায় পড়া মাত্র নাক ডাকতে থাকেন। একদিন আবরার সাহেব বললেন দেশে ফেরার কথা। জিজ্ঞেস করলেন স্ত্রী যাবেন কিনা? তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন স্ত্রী। চিৎকার থেকে শাপ- শাপান্ত কিছুই বাকি থাকলো না। কয়েকদিন চললো তার জের। মেয়েও প্রথমে রাগারাগি করে পরে স্ট্র্যাটেজি বদলায়, ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করা শুরু করে।

আবরার সাহেব অটল। দেশে ফোন করে নিজেই সব ব্যবস্থা করেন। এমন কি পরিচিত ট্র্যাভেল এজেন্ট মারফত টিকেটও আনিয়ে নেন।

তিনি জানেন এখনো তাঁকে মেয়ে আটকাতে পারবে না। কিন্তু ক'বছর পরে তাঁর দেশের পরিচিতির সুতোগুলো কেটে যাবে, তখন উনি অপারগ হয়ে পড়বেন।

স্ত্রী যাবেন না। কোনভাবেই যাবেন না ও পোড়ার দেশে।

একাই ফিরছেন আবরার সাহেব। ভাবছেন মানুষ তো শেষ পর্যন্ত একাই। শেষের একাকী যাত্রার প্রস্তুতি না হয় শুরু হোক এখনই। এককালে আমাদের উপমহাদেশের একটা বড় জনগোষ্ঠী বার্ধক্যের শুরুতেই বানপ্রস্থে যেতেন, সংসারের বাইরে একাকী জীবনে। আবরার সাহেব ভাবলেন আমিও না হয় এ যুগের বানপ্রস্থেই যাচ্ছি।

সঙ্গোপনে ভাবে তিনি, "যেতেই পারি বানপ্রস্থে। সংসারে সব দায়িত্ব সবার প্রতি দায়িত্ব পালন করেছি। কারো প্রতি আর তো কিছু দায়বদ্ধতা আমার নেই।" এখন দায়বদ্ধতা নিজের প্রতি। নিজেকে নিজের মতো করে বাঁচতে দেওয়া, নিজের স্বাধীনতা নিয়ে। কখনো তো নিজের মতো করে বাঁচিনি।"

এয়ারপ্লেনে বসে অপার আনন্দ পান তিনি। ভাবেন, মানুষ তো মরবেই, আমিও মরবো কোন একদিন।

তবে এখানে বিদেশের বিরান কোন প্রান্তরে শেষ শয়ানের কথা ভেবে বড় খারাপ লাগতো। এখন তো শেষ শয়ানটা অন্তত দেশের মাটিতেই হবে, স্ত্রীর ভাষায় 'পোড়ার দেশের' মাটিতেই!

অতপর, ফিরছেন আবরার সাহেব, নিজেকে ফিরে পেতে।

অনু গল্প

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ শুরু করেছে রাশিয়া৷ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে নব্য হিটলারের সাথে তুলনা করে যুদ্ধবিরোধী শ্লোগান তুলেছে প্রতিবাদী মানুষ। রাষ্ট্রসংঘকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজের জায়গাতে এখনও অনড় রাশিয়া৷ ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে নির্বিচারে চলছে গোলাবর্ষণ। আবাসিক এলাকাও বাদ যাচ্ছে না আক্রমণ থেকে। কেন রাশিয়ার এই যুদ্ধসাজ? কেন এই যুদ্ধের দামামা? কখন থেকে এই বিবাদের সূচনা? জানতে হলে পেছন ফিরে দেখতে হবে! কোন দেশ, কোন দিকে তা নিয়েও বিতর্ক হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলো রাশিয়ার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এই মার্চে, এমন করেই অতর্কিতে আক্রমণ শুরু হয়েছিল আরেকটি ছোট্ট ভূ-খন্ডে। সেদিন সেই ব-দ্বীপের নিরীহ মানুষগুলোও জানতো না, তাদের উপর ধেঁয়ে আসছে জলপাই রঙ্গা ট্যাঙ্ক আর রাইফেলের গুলি। অগ্নিঝরা ২৫ মার্চের সেই কালো রাত্রিতে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল ঢাকার রাজপথ। ক্রমে আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে গড়ে উঠেছিল দুর্বার প্রতিরোধ। দেশটি জড়িয়ে পড়েছিল দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তি-সংগ্রামে। পৃথিবীর তাবৎ যুদ্ধবাজ মানুষের উপর তীব্র ধিক্কার জানিয়ে আসুন আমরা যুদ্ধের বিপক্ষে এবং শান্তির পক্ষে দাঁড়াই। জয় হোক মানবতার!—শেলী জামান খান

গল্পের শুরুটা মার্চেই

দীপা ফিরোজ

শাড়ির পাড়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই কথা বলছিলেন তিনি। আঁচলের কোণটুকু আঙুলে পেচাতে পেচাতে তর্জনীটাতে দাগ পরে গেল প্রায়। কেমন এক ঘোরের মাঝে যেন হারিয়ে গেছেন –যখন চোখ খুলে তাকাতে পেরেছি তখন আর কিছু দেখছি না। ভেবেছিলাম অন্ধ হয়ে গেছি। শরীরে তখন কোন বোধ নেই। মাথার ভেতরটা হালকা হয়ে আছে। মনে হলো আমি হয়তো আর বেঁচেই নেই। এত স্বস্তি লাগলো! এর পর বেঁচে থাকাতো মৃত্যুরই শামিল।

কিছুক্ষণ পর তলপেটে একটা তীক্ষ্ণ ব্যাথা মাথাচারা দিয়ে উঠলো, মনে করিয়ে দিল আমি বেঁচে আছি। আমার ভুল ভাঙলো। নিকোষ কালো সেই অন্ধকার, শারীরিক আর মানসিক সেই যন্ত্রণা প্রকাশের কোন ভাষা জানা নেই।
মিলনায়তনে তখন ‘আহা, উহু আর ইশ’ এর গুঞ্জন। আধো অন্ধকারে দর্শক শ্রোতার দিকে তাকিয়ে উনি কিছুই বুঝতে পারলেন না –কিছুই শুনতে পারলেন না। ক্রমশ নিস্তব্ধ হয়ে আসছে তাঁর চারপাশ। আজকাল আর কিছুই শুনতে পান না তেমন। কেবল কিছুটা সময় শব্দময় হয়ে ওঠে, যখন ‘ইয়ার গো’ নামের সেই ছোট্ট শ্রবণযন্ত্রটি কানে থাকে। আজ তাও কাজ করছে না। হতাশ চোখে যন্ত্রটি দেখে বুঝলেন ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে গেছে। এদিকে অনুষ্ঠান প্রায় শেষের পথে। প্রশ্নকর্তা তাঁর দিকে ঘুরলেন –সর্বশেষ প্রশ্নটি করলেন। যার কিছুই বুঝলেন না বেগম শাহারাত বানু। তিনি অসহায় চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। উদ্বেগ নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন উপস্থাপক, আলোচকেরা, সামনে বসে থাকা শত শত দর্শক। ঠিক এই সময়েই তাঁর কানে ভেসে এলো সম্মিলিত আর্তনাদের ধ্বনি! সহ্য করতে না পেরে দু’হাত দিয়ে কান দু’টো চেপে ধরলেন তিনি। প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকিয়ে সেই আর্তনাদ তিনি সরিয়ে দিতে চাইলেন। এই ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন প্রেক্ষাপটেও একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি, অসংখ্য নারীর নিরুপায় আর্তনাদ অতীত থেকে এসে সশব্দে আঘাত করল তার মাথার নিউরনে।

অসহায়ের মত মাথে উঁচু করে হতবিহবল উপস্থাপকের দিকে তাকিয়ে হাতের শ্রবণযন্ত্রটা দেখিয়ে কেবল বলতে পারেন –‘আমি কিছুই শুনছি না। আমি আজকাল কিছুই শুনি না এই যন্ত্র ছাড়া। থেকে থেকে ক্যাম্প এ অত্যাচারিত সব মেয়েদের সেই চিৎকার শুনি শুধু। কিছুতেই না শুনে পারিনা।’

পাখি

রোমেল রহমান

খৈমন বেগমের আজ এই বৃদ্ধ বয়সে মনে পড়ে ১৯৭১ সালে তার পোষা পাখিটার কথা! মিলিটারি আক্রমণ করলে যখন তারা পালায় তখন খাঁচায় পোষা পাখিটা নেয়া সম্ভব হয়নি। পাখিটার কথা তার মনে ওঠে ভারতের শরণার্থী শিবিরে পৌঁছাবার কয়েকদিন পর। যখন পাখির মতো তাদেরও দানাপানির অপেক্ষায় থাকতে হয় রোজ।

পাখিটা গাছ থেকে পেড়ে দিয়েছিলো খৈমনের ছোটকাকা আব্দুল! আচানক হামলায় সবাই ছিটকে পড়ায় আব্দুলের কোন খোঁজ নেই। দেশ স্বাধীন হলে গ্রামে ফিরে খৈমন সারা বাড়ি খুঁজেও পাখির একটা পালক কিংবা খাঁচাটাও পায় না। লোকে বল, রাক্ষুসে খান সেনারা পাখিটাকে চিবিয়ে খেয়েছে, আর খাঁচাটা লুট করেছে রাজাকারগুলো!

খৈমন অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারে না তার ছোট কাকা আব্দুলের মুখ! সে কি তবে পাখিটার সঙ্গে পাখি হয়ে গেছে?

শান্তা পাগলী

রাজিয়া নাজমী

ঘরের সবক’টা জানালা বন্ধ। দরোজার ওপাশ থেকে তালামারা। বিজয় মিছিলের জয়বাংলা শ্লোগানে শান্তার ঘুম ভাঙ্গে। ঘুমঘুম চোখে সে ওদেরসাথে জয়বাংলা -বাংলার জয় সুর মেলাতে মেলাতে তলপেটে ফাটা লম্বা দাগগুলোতে আঙ্গুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে -মাতৃত্বকে অনুভব করে। নিজের মানুষটার হাতের স্পর্শ বুকের মাঝে টেনে ধরে , নাক টেনে শ্বাস নেয় সিগারেটের ধোঁয়ার তেজী গন্ধ।
মিছিলের আওয়াজ আরও কাছে আসতেই সে উঠে দাঁড়াতে চায়। পায়ের শিকলটায় তার টান পড়ে। অভ্যাসমত সে গড়াতে গড়াতে বন্ধ জানালার দুই কপাটের মাঝে চোখ রাখে!

মিছিল জানলার পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটু থামে। মিছিলের ওরা এ বাড়ির দিকে তাকায়। ওরা যেন স্বজন হারানোর ভীষণ দুঃখে আরও জোরে জয় বাংলা আওয়াজ তোলে। মাথানত করে ওরা একটু দাঁড়ায়। তারপর পায়েপায়ে এগিয়ে যায়; তালেতালে বলে -জয় বাংলা- বাংলার জয়!
শান্তা জানালার কপাটের ফাঁক দিয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধার মুখ খোঁজে! দেখে, সে হেঁটে যায় মিছিলের আগে আগে!

উসকো খুসকো চুল, শীর্ণ দেহ, শিকলে বাধা পা মেঝেতে আছড়ে আছড়ে বলে, আমি জানি, যার লাশ আর্মিরা রাস্তায় ফেলে দিয়েছে, সে তুমি না। তোমার মত দেখতে অন্য একজন। তবু কেউ আমাকে বিশ্বাস করে না। ওরা কোনকিছুই বিশ্বাস করে না। তোমারই সন্তান স্বাধীনকে আমি জন্ম দিলাম। ওকে আমার কোল থেকে নিয়ে গেলো। কোথায় নিয়ে গেলো বললো না। আমাদের ভালোবাসার সন্তানকে কেউ স্বীকৃতি দিলো না, আমাকে মা ডাকার স্বাধীনতা দিলো না।
এবার ফিরে আসো, খুঁজে আনো আমাদের স্বাধীন’কে...।

আমাদেরকে ফেলে তুমি স্বাধীনতার যুদ্ধে গেলে! যাবার আগে আমার কপালে লাল টিপ এঁকে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, স্বাধীন বাংলার পতাকা নিয়ে ফিরে আসবে। ফিরে আসো, দেখ; আমার কপালের টিপ মুছে গেছে। আমার পায়ে এখন লোহার বেড়ি। কান পেতে শোন; তোমার রক্তের বিনিময়ে তোমার সন্তান পেয়েছে জারজ নাম! যুদ্ধে ছিন্ন যে জননীর কোল; তার নাম -শান্তা পাগলী!
বলো, নালিশ জানাবো কার কাছে! মিছিল মিলিয়ে যেতে যেতে জয় বাংলা -বাংলার জয় আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে আসে! শান্তা, চোখের জল মুছে ঘুম পাড়ানিয়া গান গাইতে গাইতে শিকলে বাধা পা গুটিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক

সুলতানা ফিরদৌসী

রংপুর শহর থেকে খুব কাছের একটা গ্রাম ‘তারাগঞ্জ’। এপ্রিলের প্রথম দিকে বেশ কিছু মেয়েদের ওরা ধরে নিয়ে যায়। হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে। মেয়েদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যাওয়া হতো আলবদর স্কোয়াডে। রংপুর সদরে। তাদেরকে পাক সেনাবাহিনীর কাছে ঘুষ হিসেবে দেওয়া হতো। তখন এই কাজটা করতো কুখ্যাত একজন বাঙ্গালী। তার নাম এটি এম আজহারুল ইসলাম। আলবদর স্কোয়াডের নেতৃত্বে ছিল তার হাতে।

সহযোগী পাকিস্তানি সেনা ও কর্তকর্তাদের চাহিদা মাফিক মেয়ে সাপ্লাইসহ অনেক মুক্তিযোদ্ধাদের ধরিয়ে দিত এই লোক। কোনো এক ভোরে চিলকী নদীর পাশ ঘেঁষে অস্ত্রের বহর নিয়ে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক গ্রামের ভিতরে ঢুকে গেল। এলাকায় হঠাৎ শুরু হলো ত্রাসের রাজত্ব। এলোপাথাড়ি গুলি, বাড়িতে বাড়িতে আগুন, মেয়েদের নিয়ে টানা-হেঁচড়া। এমনি এক তরুণী, অবনী যার নাম। বয়স তখন মাত্র ২২ চলছে। একজন স্কুল মাস্টারের মেয়ে। হামলায় বাবা, মা দুজনকেই হারাতে হয়েছিল। সেই জলপাই রঙ্গা ট্যাঙ্কের পিছনে ছিল একাধিক জলপাই রঙ্গা জীপ। আরও অসংখ্য নারীর মতই অবনীকেও গিলে খেয়েছিল জলপাই রঙ্গা জীপ। নির্মমভাবে ধর্ষণের কারণে একসময় অবনীর বোধশক্তি লোপ পেয়েছিল। জল নেই, খাবার নেই, গোসল নেই, ঘুম নেই। ভয়াভয়তায় কাটে রাত-দিন। যখন উদ্ধার হলো, তখন অবনীর শেষ অবস্থা। জানটা ধুকধুক করছিল।

ক্ষতবিক্ষত যৌনাঙ্গ। বেনোয়েট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ছিঁড়ে ফেলা রক্তাক্ত যোনি। দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলা স্তন। পুর্নবাসনকেন্দ্রের সমাজকর্মীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। মনে হয় ভূত দেখছে তারা। কিন্তু অবনীর চোখে তখনও জলপাই রঙ্গা ট্যাঙ্ক এবং জীপটা দুস্বপ্নের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে।

বাবার সাইকেল

সৈয়দ নূরুল আলম

মধ্য জুন। সূর্য মাথার ওপর সোজাসুজি কিরণ দিচ্ছে। গরম আজ খুব তেতে উঠেছে। তার ওপর আজ বাতাস নেই। বাতাস থাকলে গরম একটু কম লাগত। হরিদাসের সাড়া শরীর ঘামে জবজব করছে। হরিদাস ডাক নিয়ে যাচ্ছে। সাইকেলের পেছনের ক্যারিয়ারে ডাক মেল দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। কাশিয়ানি সাবপোস্ট অফিস থেকে ডাক নিয়ে চাপ্তা পোস্ট অফিসে ডাক পৌঁছিয়ে দেয়া এবং সেখান থেকে ডাক নিয়ে ফেরা তার নিত্যদিনের কাজ।

চাপ্তা গ্রামে যেদিন মেলেটারি এলো, সেদিনও সে কাজ করেছে। পাড়াপ্রতিবেশী ঘর থেকে বের হতে না করেছিল। হরিদাস শোনেনি। বলেছিল, ‘মিলিটারি গভরমেন্টের লোক। আমি তো গভরমেন্টের কাজ করছি, আমারে তারা গুলি করবে ক্যান?’

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই হরিদাস নাম পাল্টে হারিস মোল্লা রেখেছিল। মিলিটারির কাছে হিন্দু নাম বলা যাবে না, সেটা জেনেই হরিদাস নিজের নাম নিজেই পাল্টে ফেলেছে। সে শুধু নামই পাল্টায়নি, ব্যাগের মধ্যে করে চিঠির পরিবর্তে কাটা রাইফেল, গুলি, হাতবোমা, কাশিয়ানির মুক্তিবাহিনীর কাছ থেকে নিয়ে রাতইল গ্রামে মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে পৌঁছায়ে দিতে শুরু করেছিল। চিঠি যে থাকে না, তা না। থাকে দু’পাশের দুই মুক্তিবাহিনী কৌশল বিনিময়ের চিঠি। মিলিটারিদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে দিনের পর দিন, এতবড় একটা কাজ হরিদাস করেছে তা ঘুনাক্ষরেও মিলিটারিরা জানতে পারেনি।

কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে, দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে হরিদাসের স্কুল বন্ধু জয়নাল ব্যাপারটা জেনে গেল। জয়নাল যেদিন জানলো, তার পরের দিনই বলা নেই, কওয়া নেই, হরিদাসকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখেই মিলিটারিরা ক্যাম্প থেকে গুলি চালালো। পরপর চার-পাঁচটা গুলিতে হরিদাস রাস্তা থেকে গড়িয়ে পাশের খালে যেয়ে পড়ে। হরিদাসের সাইকেল ছিটকে যায় হাত দশেক দূরে।

হরিদাসের লাশ ভয়ে কেউ আনতে যায় না। লাশ শিয়ালে খেয়েছে, না কী হয়েছে, তার হদিস কেউ জানে না। দশ-বারদিন পরে একরাতে হরিদাসের ছেলে রামদাস ঠেলতে ঠেলতে সাইকেলটা নিয়ে আসে বাড়িতে। সেই থেকে সাইকেলটা পড়ে আছে ঘরের এককোণে, হাজার অভাবেও রামদাস সাইকেলটা বিক্রি করেনি। সাইকেলটা যে ওর বাবার। ওদের স্বাধীনতার প্রতীক!

নীনা

বিলকিস রহমান দোলা

নীনা খুব আদরের বৌ। বংশের বড় বৌ হয়ে এই বাড়ীতে এসেছে। শুধু শ্বশুর শাশুড়ি নয়, পুরো বাড়ীর সবার আদরের নীনা। বাজার থেকে শ্বশুর কোনদিন খালি হাতে ফিরেনি, নীনার জন্য কিছু না কিছু হাতে করে নিয়েই আসবে। বড় গলায় বৌমা বলে ডাকতেন। অন্য বাড়ী থেকেও সবাই শুনতে পেতেন! স্বামী কাজে ব্যস্ত থাকলেও বাড়ী ফিরলে নীনা অন্য কোন কাজ করতে পারবে না। স্বামীর সামনেই থাকতে হবে!

যুদ্ধের সেই কালো রাতে নীনার চেনা সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল। চোখের সামনেই প্রিয়তম মানুষগুলোকে বুলেটে বুলেটে ক্ষতবিক্ষত করে মাটিতে ফেলে রেখে নীনাকে নিয়ে গেল। দিন নাই রাত নাই যখন তখন ওরা নীনাকে যে কতভাবে নির্যাতন করতো তা সে কল্পনাও করতে পারেনি কোনদিন। নীনার কোমল শরীর মন তা সইতে পারতো না।

কান্না করলে, না খেতে চাইলে রাইফেলের বাট দিয়ে মারতো! হাত পা বেঁধে রাখতো। কয়েক বার আত্মহত্যা করতে চেয়েও সফল হতে পারেনি নীনা। শুধু ধর্ষণ করতো না, শরীরের নানাস্থান বিশেষ করে স্তনে কামড়ে কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করতো! তারপরও বেঁচে থাকলো নীনা!

কীর্তনখোলা

শেলী জামান খান

সেই চন্দ্রদ্বীপ! সেই বরিশাল শহর। দু’কূল ছাপানো ছলছল জলের কীর্তনখোলা। সেই আঁকাবাঁকা সরীসৃপের মত বয়ে যাওয়া নদী। যে নদী অনবরত বয়ে চলেছে আমার বুকের গভীরে। যার কুলকুল ঢেউয়ের শব্দ। যার ভেঙে পড়া তীর; আমার বুকে ভাঙনের শব্দ তোলে।

বহুদিন বাদে, ছুটে গেলাম সেই নদীর কাছে। বুকের ভেতরে ধস নামল। বড় ধরনের ধস! এইতো সেই নদী। বুকের গহীনে অনবরত বয়ে চলা শৈশবের সেই কীর্তনখোলা।

মনে পড়ে গেল একাত্তরের কথা। যেই ৭১ আমার শৈশবকালকে বিপন্ন করে তুলেছিল। এই কীর্তনখোলার কালো জল লাল হয়ে উঠেছিল। বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল মৃতদেহের মাংসপঁচা গন্ধে। বীভৎসভাবে ফুলে ওঠা গলিত-মানুষের শরীর ভেসে বেড়াত নদী আর খালের জলে। একদিন এই নদী পথেই, নৌকায় চড়ে পালিয়ে ছিলাম গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। এই নদী পথেই একদল হিংস্র হায়েনা শিকারের খোঁজে ডাঙায় উঠে এসেছিল।

রক্ত আর গলিত লাশের ভারে নদীটি একসময় বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। আহত সাপের মতই ব্যাথায় কুঁকড়ে, নিষ্ফল আক্রোশে দিনরাত গজরাত আমার প্রিয় নদী! বরিশাল লেডিস পার্কের পূর্বপাশ ঘেঁষা, দু’ধারে সেগুনগাছ ঘেরা রাস্তাটি সরাসরি কীর্তনখোলা নদীর তীর স্পর্শ করে যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার দুই ধারে কিছুক্ষণ বাদে-বাদে, সেগুন গাছের ছায়ায় কংক্রিটের আসনপাতা। শীতের কুয়াশামাখা বিষন্ন বিকেল। নীল আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া সাদা মেঘের ভেলা। মেঘগুলো যেন গলাগলি করে ছুটছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। শরীর জুড়ানো, জলগন্ধী শীতল বাতাসে বহুক্ষণ বসে রইলাম নদীর দিকে চেয়ে। আমার সামনে একসময়ের চন্দ্রদ্বীপের কালজয়ী সাক্ষী, উচ্ছ্বল যৌবনা, বহতা কীর্তনখোলা। কিন্তু এখন বয়সের ভারে, পলি জমে জমে, ছোট হয়ে কুঁকড়ে গেছে তার শরীর। বড় মন খারাপ হল।

হঠাৎ করেই কী যেন কী হল। সেই সুদূরে ফেলে আসা শৈশব থেকে একটি আর্তচিৎকার এসে কানে সজোরে ধাক্কা দিল—

“ঐ মিলিটারি আইছে, মিলিটারি আইছেরে...! পলাও...সবাই পলাও। মিলিটারি আইয়্যা পড়ছে।”

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
CDPAP Service
HHA/ PCA Service
Skilled Nursing
Most Popular Home Care Agency
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING
JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115
JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115
Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com

M&N HOME CARE SERVICES LLC

$23/hr

CD PAP - PCA - HHA

866-688-6922

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

3 March 2022, Thursday, 5th Year, Issue 259, 40 Pages

৩ মার্চ ২০২২, ১৮ ফাল্গুন ১৪২৮, ৩০ রজব ১৪৪৩, বৃহস্পতিবার

ইসলাম

ইসলাম ধর্মে মাতৃভাষার গুরুত্ব

শামীম সিদ্দিকী

আল্লাহতা'আলা মানুষের মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দিতে যেয়ে তাঁর প্রেরিত প্রত্যেক নবীকে স্বজাতির ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন এবং এ ভাষাতেই কিতাবাদি নাযিল করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্তা 'আলা 'আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (আল-কুর'আন, সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৪) আর এ কারণেই আল-কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে।

ইসলাম মাতৃভাষা নিয়ে গর্ব অবৈধ মনে করে না বরং বর্ণিত আছে, রাসূল সাঃ

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৩

মানববন্ধন ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের প্রতিবাদ ও যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে ঢাকায় মানববন্ধন। বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ঢাকায় বসবাসরত ইউক্রেনের নাগরিক এবং বাংলাদেশিরা এতে অংশ নেন। ছবি: সংগৃহীত

বই মেলা

তরুণ লেখকেরাও পাঠকের আগ্রহে

অমর একুশে বইমেলা

কাশফিয়া আলম ঝিলিক

দশ-পনেরো বছর আগে মেলায় প্রথম বই প্রকাশ হয়েছিল। সেই তরুণদের অনেকেই আজ পুরোদস্তুর লেখক। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-গরিমায় নিজেদের আরও সমৃদ্ধ করে চলেছেন তাঁরা। পাঠকের মনের খোরাক মেটাতে নিয়মিতই লিখছেন। নাম নিতে গেলে বহুজনই সামনে আসবেন। মোদ্দাকথা, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের সেতুবন্ধ তৈরির মাধ্যম হিসেবেও ভূমিকা রাখছে অমর একুশে বইমেলা। প্রাণের মেলাকে সবুজ-প্রাণবন্ত করে তারুণ্য। এতেই গড়ে ওঠে আগামীর সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব।

প্রতিবছরের মতো এবারও তরুণ ও নতুন লেখকদের বিপুলসংখ্যক বই আসছে মেলায়। খ্যাতিমান লেখকদের পাশাপাশি এসব বইয়েও আগ্রহ দেখাচ্ছেন পাঠকেরা। তবে অনেক তরুণ লেখকের অভিযোগ, বইয়ের প্রচারণায় প্রকাশকদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত সহযোগিতা পান না তাঁরা। যে কারণে প্রচারের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমই তাঁদের মূল ভরসা।

প্রকাশনা সংস্থা জ্ঞানকোষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে মাহাফুজুর রহমানের প্রথম কবিতার বই 'আপু'। তরুণ এ লেখক বলেন, 'আমি মূলত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে ব্যবহার করে বই সম্পর্কে সবাইকে জানাচ্ছি। মেলার শুরুর দিকেই প্রায় ২০০ কপি বিক্রি হয়ে গেছে। আশা করি, সামনের দিনগুলোতে বই বিক্রি বাড়বে।'

বাবুই প্রকাশনী নিয়ে এসেছে সাঈদ মাহাদী সেকেন্দারের প্রথম বই 'প্রেয়সী'। সাঈদ বলেন, 'বইমেলা তরুণ লেখকদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। কারণ বইমেলায় আমরা পরিচিত হতে পারি বেশি।' বাবুই প্রকাশনীর বিক্রেতা তাসনিম

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে সহজে জড়াবে না যুক্তরাষ্ট্র

বিশেষ প্রতিনিধি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রুশ হামলা নিয়ে সতর্ক করেছেন। শুধু সতর্ক করেই থেমে থাকেননি, যুক্তরাষ্ট্র যে এ নিয়ে কোনো যুদ্ধে জড়াতে চায় না, তাও স্পষ্ট করেছেন। সে রকম কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলে ইউক্রেন থেকে মার্কিন নাগরিকদের উদ্ধার করতেও যে কোনো সেনা পাঠানো হবে না, তা বলেছেন তিনি। উল্টো ইউক্রেনে থাকা মার্কিন সামরিক উপদেষ্টা ও পর্যবেক্ষকদের ফিরিয়ে এনেছেন।

প্রথমত, ইউক্রেন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রতিবেশী বা সীমান্তবর্তী দেশ নয়। আর ইউক্রেনে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিও নেই। নেই ইউক্রেনের তেলের এমন কোনো মজুদ, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত স্বার্থ আছে। এছাড়া ইউক্রেন যুক্তরাষ্ট্রের বড় বাণিজ্যিক অংশীদারও নয়। তা সত্ত্বেও সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টরা অন্য দেশের পক্ষ হয়ে এমন অনেক যুদ্ধে জড়িয়েছেন, যেখানে অনেক রক্ত ও সম্পদ

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৩

বাংলাদেশকেই সবচেয়ে বেশি টিকা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

করোনাভাইরাস

বিশেষ প্রতিনিধি

- যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ৬ কোটি ১০ লাখেরও বেশি ডোজ টিকা পেয়েছে বাংলাদেশ।
- এ বছর সারাবিশ্বে বিনামূল্যে ফাইজারের ১০০ কোটি ডোজ টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের।

যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ৬ কোটি ১০ লাখেরও বেশি ডোজ টিকা পেয়েছে বাংলাদেশ। যুক্তরাষ্ট্রের করোনা টিকা অনুদানের সর্ববৃহৎ গ্রহীতা বাংলাদেশ।

ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চলতি সপ্তাহে ফাইজারের আরও ১ কোটি ডোজ টিকা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের করোনা টিকা অনুদানপ্রাপ্ত সব দেশের তালিকার শীর্ষে পৌঁছেছে। কোভ্যাক্সের মাধ্যমে এ টিকা বাংলাদেশকে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ২০২২ সালের মধ্যে সারাবিশ্বে বিনামূল্যে ফাইজারের ১০০ কোটি ডোজ টিকা অনুদানের পরিকল্পনা রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের। বিশ্বব্যাপী করোনা মোকাবিলায় নেতৃত্বদানে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে ফাইজারের তৈরি টিকার এই ধারাবাহিক অনুদান প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের চার্জ ডি অ্যাফেয়ার্স হেলেন লা-ফেইভ বলেন, 'ফাইজারের তৈরি টিকার সর্বশেষ এই অনুদানের মাধ্যমে আমাদের দুই দেশের মধ্যকার অংশীদারত্ব ও বিশ্বের অন্য যেকোনো দেশের চেয়ে বাংলাদেশকে করোনার টিকা বেশি প্রদানে আমেরিকার জনগণের উদারতার বিষয়টিই উঠে এসেছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এর মাধ্যমে নিরাপদে ও দক্ষতার সঙ্গে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও নাগরিক স্বাধীনতা আংশিক

বিশেষ প্রতিনিধি

ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ফ্রিডম হাউসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে রাজনৈতিক অধিকার চর্চা ও নাগরিক স্বাধীনতা আগের দুই বছরের মতো 'আংশিক স্বাধীন'। ২০১৯ ও ২০২০ সালের মতো ২০২১ সালেও বাংলাদেশে রাজনৈতিক অধিকার চর্চা ও নাগরিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে স্কোর ৩৯ রয়েছে। অর্থাৎ গত দুই বছরে রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিস্থিতির কোনো হেরফের হয়নি।

ফ্রিডম হাউসের 'স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বৈশ্বিক বিস্তৃতি' শীর্ষক বৈশ্বিক স্বাধীনতা প্রতিবেদনে এটি উল্লেখ করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ও নাগরিক

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

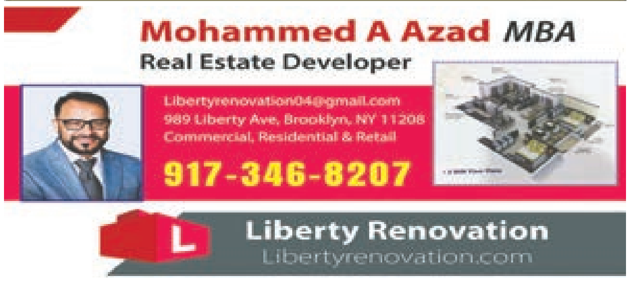

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন:** ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com